জেন্ডার উন্নয়নে এলজিইডি

২০১০-২০১১ পর্যন্ত অগ্রগতি

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

মার্চ - ২০১৫

জেন্ডার উন্নয়নে এলজিইডি

২০১০-২০১১ পর্যন্ত অগ্রগতি

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

মার্চ - ২০১৫

জেন্ডার উন্নয়নে এলজিইডি

২০১০-২০১১ পর্যন্ত অগ্রগতি

একটি **এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম** প্রকাশনা

সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে
জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন)
ও
সভাপতি
জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ
সৈয়দা আসমা খাতুন, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি
সালমা শহীদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি
হক সুলতানা, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি
সোনিয়া নওরীন, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি

গবেষণা, লিখন ও সম্পাদনা
মোঃ আহসান হাবিব
প্রকল্প পরিচালক
নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

কৃতজ্ঞতা
সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ

আর্থিক সহযোগিতা
নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ।

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরী সহযোগিতা দেয়া এবং স্থানীয় পর্যায়ে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করাই এলজিইডির মূল দায়িত্ব। অবকাঠামোগত উন্নয়নকে টেকসই করতে সর্বস্তরের জনগণের অংশীদারিত্ব প্রয়োজন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীদেরকে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠি হিসেবে বিবেচনায় রেখে এলজিইডি ১৯৮৫ সালে পরীক্ষামূলকভাবে পল্লী এলাকায় পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প- ৪ এবং শহর এলাকায় বস্তি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীদের সম্পৃক্ত করে। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে পল্লী এলাকায় গ্রহণ করা হয়েছিল সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচিসহ নারী উন্নয়নের নানান কার্যক্রম। অপরপক্ষে নগর সেক্টরে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে শহর এলাকার দরিদ্র নারীদের জন্য আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি তাদের নেতৃত্ব বিকাশ ও দক্ষ জনগোষ্ঠি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নেয়া হয়েছিল বিভিন্ন পদক্ষেপ। একইভাবে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টরের আওতায় ১৯৯৫ সালে কৃষি ও মৎস উৎপাদন বাড়াতে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে উপ-প্রকল্প নির্বাচন, বাস্তবায়ন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল।

উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণের কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য ১৯৯৫ সালে এলজিইডি প্রতিষ্ঠা করে "মহিলা প্রকৌশলী ফোরাম", যা ১৯৯৬ সালে "মহিলা ফোরাম" হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৯৭ সালের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি এবং নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনার আলোকে এলজিইডির সকল কার্যক্রমে জেন্ডার উন্নয়ন বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করার লক্ষ্যে ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় "জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম"। একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর নেতৃত্বে গঠিত এই ফোরামের মূল উদ্দেশ্য ছিল জেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়ে এলজিইডির প্রকল্পগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন, সচেতনতা বৃদ্ধি, নতুন নতুন বিষয় উদ্ভাবন ও এবিষয়ে শুদ্ধ চর্চা। এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে প্রণয়ন করা হয় "জেন্ডার সমতা কৌশল" ও "কর্মপরিকল্পনা (২০০২-২০০৭)"। এই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতার আলোকে নারীদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সুযোগ সুবিধাদি প্রদান এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণের পাশাপাশি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, নেতৃত্ব বিকাশ ও ক্ষমতায়নের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে পরবর্তীতে ২০০৮ -২০১৫ মেয়াদে সেক্টর ভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এদিকে ২০১১ সালে প্রকাশিত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য নয়টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে ২০০৮-২০১৫ মেয়াদের জন্য প্রণীত সেক্টর ভিত্তিক জেন্ডার সমতাকরণ কৌশল সংশোধন করে একটি অভিন্ন জেন্ডার সমতাকরণ কৌশল ও সেক্টর ভিত্তিক চারটি কর্মপরকল্পনা (২০১৩-২০১৫) প্রণয়ন করা হয়।

জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরামের সার্বিক সহযোগিতায় বিভিন্ন প্রকল্পে নারীর কর্মসংস্থান, আত্মকর্মসংস্থান, মানবসম্পদ উন্নয়ন, ব্যবসা সহায়ক সুবিধাদি, কর্মক্ষেত্র ও অন্যান্য স্থাপনায় সহায়ক সুবিধা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন এবং নেতৃত্ব বিকাশের অবস্থা বিশ্লেষণ করে প্রথমবারের মত এলজিইডির নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত দীর্ঘ দিনের অর্জন প্রতিফলিত হয়েছে এই প্রতিবেদনে। প্রতিবেদনটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ সকল গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ গুরুত্ব বহন করবে এবং আত্ম-নির্ভরশীল নারীদের অনুপ্রাণিত করবে বলে আমার বিশ্বাস। এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরামের সহযোগিতায় এবং নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যবস্থাপনায় এই প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি।

24/12

(শ্যামা প্রসাদ অধিকারী)
প্রধান প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

সূচিপত্র

- ভূমিকা ০১
- **জেন্ডার ও উন্নয়নে এলজিইডি** ০২
- **জেন্ডার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে এলজিইডি** ০৭
- **এলজিইডির জেন্ডার সমতা কৌশল বাস্তবায়নের ক্ষেত্র** ০৮
- **জেন্ডার কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি** ১০
- **পল্লী উন্নয়ন সেক্টর** ১১
  - বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলীয় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (ইবিআরআইডিপি) ১২
  - চর অঞ্চলে বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (এমআইডিপিসিআর) ১৫
  - পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি (আরইআরএমপি) ২১
  - দ্বিতীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আরআইআইপি-২) ২৩
  - গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আরআরএমএআইডিপি) ৩০
  - কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (সিবিআরএমপি) ৩৩
  - পল্লী সড়ক ও কালভার্ট মেরামত কর্মসূচি ৩৮
  - দরিদ্র জনগোষ্ঠির দুর্যোগ সহন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক প্রকল্প (ইআরসিপি) ৪০
  - সমন্বিত গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইভিআইডিপি) ৪৪
- **নগর উন্নয়ন সেক্টর** ৪৭
  - সেকেন্ডারী টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রোটেকশন প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়) ৪৮
  - নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ (ইউপিপিআর) প্রকল্প ৫৩
  - দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-২) ৫৮
- **পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর** ৬২
  - প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প ৬৩
  - বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প ৬৪
  - অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প ৬৭
  - সেচ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম ৬৯
  - খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প ৭১
- **ফলাফল** ৭৪

ভূমিকা

সামগ্রিক উন্নয়ন বলতে একটি দেশের বা অঞ্চলের অবকাঠামোগত ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে মানব সম্পদের উন্নয়নকেও বুঝায়। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। এই অর্ধেক জনসংখ্যাকে উন্নয়ন কার্যক্রমের বাইরে রেখে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তাই নারীর অংশগ্রহণ অপরিহার্য। এই অংশগ্রহণ সুবিধাভোগী হিসেবে নয়, হতে হবে অংশীদারিত্বমূলক। আর এটা করতে পারলে উন্নয়নের পাশাপাশি অর্জিত উন্নয়ন হবে সুসংহত।

নারী অথবা পুরুষ হচ্ছে কোনও ব্যক্তির লিঙ্গগত পরিচয়। মানুষ হচ্ছে তার সর্বজনীন পরিচয়। তাই নারীকে নারী হিসেবে নয়, ভাবতে হবে একজন মানুষ হিসেবে। দিতে হবে সমান মর্যাদা, কাজের সমান অধিকার। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে "নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ" সনদ গৃহীত হয়, যা "সিডো" সনদ নামে পরিচিত। এর আগে ১৯৭৫ সালে মেক্সিকো শহরে প্রথম নারী সম্মেলনে ওই বছরকে বিশ্ব নারীবর্ষ এবং ১৯৭৬-৮৫ দশককে নারী দশক হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮০ সালে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন-এ দ্বিতীয় এবং ১৯৮৫ সালে কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে জাতিসংঘ আয়োজন করে চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের।

আমাদের দেশে নারীর যাপিত জীবন অত্যন্ত সঙ্গীন। এখানে নারীর ঠিকানা বলতে বুঝায় জন্মের পর বাবার, বিয়ের পর স্বামীর আর বৃদ্ধ বয়সে ছেলের প্রযত্নে থাকা। ইদানিং যোগ হয়েছে বৃদ্ধাশ্রম– নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রবীণদের ঠিকানার নতুন সংস্করণ। এদেশের নারীদের প্রাপ্তি হচ্ছে পারিবারিক নির্যাতন, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, ফতোয়াবাজী, এসিড নিক্ষেপ, ইভটিজিংসহ নানাবিধ সামাজিক অত্যাচার। প্রতিনিয়ত নারীকে লড়তে হয় অস্তিত্বের সংগ্রামে। এই প্রেক্ষাপটে নারীদের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়নে বাংলাদেশের সংবিধানে নারী-পুরুষের সমান অধিকার, সবক্ষেত্রে সমান সুযোগ এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠি, জন্মস্থান ও নারী-পুরুষ ভেদে বৈষম্য তৈরী না করার বিধান রাখা হয়েছে। অর্থাৎ সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশের নারীরা শুধু "নারী" নয়, তাদের সার্বজনীন পরিচয় হচ্ছে ''মানুষ'' হিসেবে।

বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৭ সালে নির্যাতিত ও অবহেলিত নারী সমাজের ভাগ্যোন্নয়নে ঘোষণা করে ''জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি'', যার ভিত্তিতে তৈরি করা হয় জাতীয় কর্মপরিকল্পনা। এ কর্মপরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিলো চারটি; যথা– ১) নারী উন্নয়নকে জাতীয় কর্মসূচির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করা; ২) পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় পর্যায়ের নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সমঅংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা; ৩) নারীর সমঅধিকার নিশ্চিত করতে বিদ্যমান নীতির সংশোধনসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আইনগত বাধাগুলো দূর করার জন্য দৃঢ় ও ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়া; এবং ৪) নারীর বহুবিধ চাহিদা, আগ্রহ ও অগ্রাধিকারের বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা।

জাতীয় কর্মপরিকল্পনার আলোকে প্রতিটি মন্ত্রণালয় সংস্থাভিত্তিক এলাকা চিহ্নিত করে তৈরি করে নিজ নিজ কর্মপরিকল্পনা। স্থানীয় সরকার বিভাগের কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এলজিইডিতে তৈরী করা হয় জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা। গ্রাম ও নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য কাজের সুযোগ তৈরী করে বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং জেন্ডারকে উন্নয়নের মূলধারায় নিয়ে আসাই এর মূখ্য উদ্দেশ্য। গঠন করা হয় জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম। আর এভাবেই জেন্ডার বিষয়টিকে এলজিইডিতে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয়।

জেন্ডার ও উন্নয়নে এলজিইডি

আভিধানিক অর্থে জেন্ডার হচ্ছে একজন নারী অথবা একজন পুরুষ, অর্থাৎ শারীরিক বৈশিষ্ট্যে একজন মানুষের পরিচয়। অপরপক্ষে সামগ্রিক অর্থে জেন্ডার হচ্ছে নারী ও পুরুষের সামাজিক পরিচয়, যা তাদের মধ্যকার সম্পর্ক এবং সমাজ প্রদত্ত ভূমিকা নির্দেশ করে। সুতরাং বলা যায়, জেন্ডার হচ্ছে নারী-পুরুষের সামাজিক পরিচয়।

আমাদের সমাজে পুরুষ ও নারীদের একই দৃষ্টিতে দেখা হয় না। সমাজের প্রতিক্ষেত্রেই নারীরা থেকে যায় অবহেলিত। প্রতিস্তরে সৃষ্টি হয় নারী-পুরুষ বৈষম্য। এর পেছনে রয়েছে নানাবিধ কারণ। কারণ যাই থাক, নারী-পুরুষের বৈষম্য কমাতে না পারলে উন্নয়ন কখনই সম্পূর্ণ ও সুদৃঢ় হবে না।

স্বাধীনতা উত্তর এদেশে অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে চোখে পড়ার মতো। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও এসেছে অনেক। সে তুলনায় মানব সম্পদ হিসেবে নারীর উন্নয়ন তেমন একটা হয়েছে বলে দাবী করা যাবে না। এর অন্যতম প্রধান কারণ নারী-পুরুষ বৈষম্য। দেশের সার্বিক উন্নয়ন করতে হলে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। পুরুষের সমান মর্যাদা দিতে হবে নারীদেরও। সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে থাকতে হবে সমান অংশগ্রহণের সুযোগ, সমতা আনতে হবে নারী-পুরুষের অধিকারে, যে অধিকার হবে একজন মানুষ হিসেবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে; তথা– শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও কাজের ক্ষেত্রে। আর এটা করতে পারলে উন্নয়ন হবে সুষম ও সুসংহত।

১৯৮৪ সালে পল্লীপূর্ত কর্মসূচি থেকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) আত্মপ্রকাশ করে। এরপরে ১৯৯২ সালে সৃষ্টি হয় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বা এলজিইডি। শুরুতে এলজিইডির কার্যক্রম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও পর্যায়ক্রমে তা বিস্তৃত হয় নগর উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে। এভাবে তিনটি সেক্টরের মাধ্যমে দেশের স্থানীয় পর্যায়ের অবকাঠামো বিনির্মাণে ভূমিকা রেখে চলেছে এলজিইডি। এলজিইবি হিসেবে উন্মেষের পর থেকেই উন্নয়নে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের সম্পৃক্ত করার বিষয়ে উদ্যোগী হয় সরকারি এ প্রতিষ্ঠানটি, যা আজ বিস্তৃত হয়েছে এলজিইডির তিনটি সেক্টরেই।

পল্লী উন্নয়ন সেক্টর

জেন্ডার বৈষম্য সুষম উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে। এই বাধা দূর করে উন্নয়নকে সুষম করতে ১৯৮৫ সালে এলজিইডি প্রথমবারের মতো পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর আওতায় মাঠ পর্যায়ে মাটির কাজে পুরুষের পাশাপাশি নারী শ্রমিক নিয়োগ করে। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল (এলসিএস) পদ্ধতিতে গ্রামীণ দুঃস্থ নারীদের ভাগ্যোন্নয়নে এটাই ছিলো এলজিইডির প্রথম প্রয়াশ। এরপর ১৯৮৬ সালে একই প্রকল্পের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে মাটির রাস্তা নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নারীদের নিয়োজিত করা হয়।

গ্রামীণ কাঁচা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, রাস্তার পাশে রোপিত বৃক্ষ পরিচর্যা এবং পাকা রাস্তার পাশ ও ঢাল মেরামত কাজে নিয়োজিত নারীকর্মীদের দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে পাক্ষিকভাবে পারিশ্রমিক দেয়া হতো। দুঃস্থ এসব নারীদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সৃষ্টির লক্ষ্যে মজুরীর একটি অংশ ব্যাংকে সঞ্চয় করার জন্য উৎসাহিত করা হয়। কাজে-কর্মে দক্ষতা বাড়াতে দেয়া হয় কারিগরী প্রশিক্ষণ। একই সঙ্গে দেয়া হয় সচেতনতা বৃদ্ধি ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ, যাতে প্রকল্পশেষে ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থ দিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বনির্ভর হতে পারেন তাঁরা। আত্মনির্ভরশীল নারীদের উৎপাদিত পণ্যের বিপণন সহজতর করার জন্য গ্রোথ সেন্টার ও রুরাল মার্কেটে নারীদের দোকান (উইমেন্স মার্কেট সেকশন) বরাদ্দ দেয়া হয়।

সড়ক সংলগ্ন এলাকার দুঃস্থ নারীদের নির্বাচিত করা হতো এ কাজে। রাস্তার কাজে নিয়োজিত থেকেও সাংসারিক কাজ ও সন্তান লালন-পালনে যাতে অসুবিধা না হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখে কর্মসময় নির্ধারণ করা হয় সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত এবং বাড়ি সংলগ্ন রাস্তার অংশে তাঁদের কাজ করার সুযোগ দেয়া হয়। মাটির কাজ ছাড়াও অধিকতর শ্রমঘন কাজে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা- এমন একটি পরীক্ষামূলক কার্যক্রম চালানো হয় ১৯৯১ সালে। একই প্রকল্পের আওতায় রাজবাড়ি জেলার পাংশা উপজেলায়

নারী শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আরসিসি পাইপ তৈরি ও কালভার্ট নির্মাণ কাজে সম্পৃক্ত করা হয়। ১৯৯১-১৯৯২ সালে পরীক্ষামূলকভাবে ফরিদপুর জেলার বদরপুর-সালতা সড়ক উন্নয়ন কাজ করা হয় সমমজুরীর ভিত্তিতে পুরুষ ও নারীদের যৌথ অংশগ্রহণে। পরবর্তীতে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গতানুগতিক কাজের থেকে ভিন্নতর (নন-ট্রাডিশনাল) কাজে নারীদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে সমান মজুরীর ভিত্তিতে নারী-পুরুষ সংমিশ্রণে মিশ্র দল গঠন করে পাকা কাজে নিযুক্ত করা হয়।

২০০০ সালে শেষ হয় পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪। পুরুষের পাশাপাশি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণের যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছিলো এ প্রকল্পের মাধ্যমে, আজ তা বৃহত্তর ফরিদপুর ও কুড়িগ্রাম জেলার ত্রিশটি উপজেলা থেকে বিস্তৃত হয়েছে সমগ্র বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদে। নিয়মিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ এবং রাস্তার পাশে রোপিত বৃক্ষ পরিচর্যা করে গ্রামীণ নারীরা সরাসরি অংশ নিচ্ছেন দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে, সঙ্গে সঙ্গে উন্নত হচ্ছে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার।

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ১৯৯৫ সালে এলজিইডি কেয়ার বাংলাদেশের সঙ্গে যৌথভাবে বাস্তবায়ন করে গ্রামীণ রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি বা আরএমপি। সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ এবং আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম– এ দুটি উপাংশে বাংলাদেশের ৪০৯৭টি ইউনিয়নের ৬১৫০০ জন নারীকে কাজের সুযোগ দেয়া হয় এ কর্মসূচিতে। নারী কর্মীদের পারিশ্রমিকের একটি অংশ ব্যাংকে সঞ্চয় করা ছিলো বাধ্যতামূলক। আয়বর্ধনমূলক বিভিন্ন কাজের ওপর প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বাবলম্বী করার চেষ্টা করা হয় দুঃস্থ নারীদের। আরএমপির দুটো উপাংশের সঙ্গে "বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা" এবং "দুঃস্থদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা মনিটরিং" – এ দুটো উপাংশ যোগ করে ২০০৮ সালে সমস্ত বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদে শুরু হয় পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি বা আরইআরএমপি। এলজিইডি এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৫১৭৪০জন নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

১৯৯৮ সালে শুরু হয় পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২১। এ প্রকল্পেও এলজিইডি জেন্ডার সমতাকরণের উদ্যোগ নেয়। নারী-পুরুষের বৈষম্য কমিয়ে আনতে এ প্রকল্পের মূল ডিজাইনে তিনটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪ ও আরএমপির অনুকরণে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি আত্মনির্ভরশীল নারীদের উৎপাদিত পণ্যের বিপণন সহজতর করার জন্য গ্রোথ সেন্টার ও রুরাল মার্কেটে নারীদের দোকান (উইমেন্স সেকশন) বরাদ্দ দেয়া হয়। একই সঙ্গে আয়বর্ধনমূলক কাজের পরিধি বাড়াতে কৃষি ও অকৃষি খাতে গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। এই প্রকল্পে একটি জেন্ডার এ্যাকশন প্লান (গ্যাপ) তৈরী করা হয়, যেখানে অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যবহারকারী, ব্যবস্থাপক ও উপকারভোগী, তথা উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে নারীদের সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ দেয়া হয়। বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ ও জামালপুর জেলায় বাস্তবায়িত এ প্রকল্পে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনের মূল ডিজাইনে নারী ইউপি সদস্যদের বসার জন্য আলাদা কক্ষ ও টয়লেট সংযোজন করা হয়। গ্রোথ সেন্টার ও হাট-বাজারে নির্মিত ওপেন সেল প্লাটফর্মে বসে পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়। পূর্ববর্তী প্রকল্পের অনুসরণে এই প্রকল্পেও বিভিন্ন ধরণের কারিগরী ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীদের প্রশিক্ষিত করা হয়। চালানো হয় সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম। প্রকল্পটি ২০০৬ সালে শেষ হয়।

এদিকে ১৯৯৮ সালে শুরু হওয়া পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২৪ এ নারীদের সম্পৃক্ত করা হয় সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ এবং বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যার কাজে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার পল্লী অঞ্চলের দুঃস্থ নারীদের ২০০০ সাল থেকে কাজে নিয়োজিত করা হয়। এখানে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪, আরএমপি ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২১ এ অন্তর্ভুক্ত আত্মকর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রম, নারীদের উৎপাদিত পণ্য হাট-বাজারে বিপণনের সুযোগ এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সঙ্গে সংযোজন করা হয় ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী সদস্যদের জন্য আর্থ-সামাজিক প্রশিক্ষণের। এই প্রকল্পের উপাংশ হিসেবে ২০০৩ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার ২০টি ইউনিয়নে স্থানীয় উন্নয়ন সমন্বয় কর্মসূচি (এলডিসিপি) নামে পরীক্ষামূলকভাবে একটি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়, যেখানে ওয়ার্ড উন্নয়ন কমিটি ও মহিলা ফোরাম গঠন করে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী সদস্যদের পাশাপাশি স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে (স্থানীয় সেবা সমন্বয় কার্যক্রম) গ্রামীণ সাধারণ নারীদের স্বতঃস্ফূর্ত ও কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। ২০০৯ সালে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২৪ এর কাজ শেষ হয়।

১৯৮৫ সালে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে গ্রামীণ দুঃস্থ নারীদের অংশগ্রহণের যে উদ্যোগ নিয়েছিল এলজিইডি, সময়ের পরিক্রমায় তা আরও গতি পেয়েছে, বিস্তার লাভ করেছে এক প্রকল্প থেকে একাধিক প্রকল্পে, একটি এলাকা থেকে সারা দেশে। উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণের সে ধারা অব্যহত রেখে নারী-পুরুষের অধিকারে সমতা আনতে এবং পুরুষের পাশাপাশি নারীর ক্ষমতা এবং সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে দক্ষতা বাড়াতে এলজিইডিতে বর্তমানে যেসব পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে সেসব প্রকল্পে কর্মতৎপরতার ক্ষেত্র বাড়িয়ে জেন্ডার সমতাকরণের কার্যক্রম অব্যহত রয়েছে।

পল্লী অঞ্চলের দুঃস্থ নারীদের উন্নয়নে প্রাথমিক পর্যায়ে মাটির রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরবর্তী পর্যায়ে আত্মকর্মসংস্থানমূলক বিভিন্ন কার্যক্রমে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও নগরের প্রেক্ষাপট অনেকটাই আলাদা। পৌর এলাকায় মাটির রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের তেমন সুযোগ না থাকায় এবং দুঃস্থ নারীরা শহরের বস্তি এলাকার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করায় এসব নারীদের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের পাশাপাশি অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে বস্তি এলাকার পরিবেশ উন্নয়নের জন্য একটি সমন্বিত উদ্যোগ নেয় এলজিইডি। ১৯৮৫ সালেই পল্লী এলাকার পাশাপাশি প্রথমবারের মতো পরীক্ষামূলক ভাবে স্বল্প পরিসরে শুরু হয় বস্তি উন্নয়ন প্রকল্প বা এসআইপি। ইউনিসেফ সহায়তাপুষ্ট এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের পাঁচটি পৌরসভার বস্তি এলাকার ১২০০ জন দুঃস্থ নারীকে সংগঠিত করা হয়। প্রতি দশজন (পরবর্তীতে পনের জন) নারীকে নিয়ে গঠন করা হয় প্রাথমিক দল। একজন দলনেত্রী ও একজন সম্পাদিকার নেতৃত্বে শুরু হয় সঞ্চয় কার্যক্রম। প্রতিটি বস্তিতে তৈরী করা হয় পনের সদস্যের "উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি" বা এসপিআইসি। প্রত্যেক প্রাথমিক দলের দলনেত্রীকে পদাধিকার বলে এসপিআইসির সদস্য করা হয়। এসপিআইসির একজন চেয়ারপারসন ও একজন ভাইস চেয়ারপারসন নির্বাচিত করা হয়, যার মধ্যে একজন অবশ্যই নারী।

নারীদের স্বাবলম্বী করতে এবং পারিবারিক পরিমণ্ডলে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে সঞ্চয়ের পাশাপাশি চালানো হয় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম; দেয়া হয় নেতৃত্ব বিকাশ, ব্যবস্থাপনা ও আয়বর্ধনমূলক (আইজিএ) প্রশিক্ষণ। বস্তি এলাকার বিভিন্ন অবকাঠামো, যেমন– ফুটপাথ, ড্রেন, ডাস্টবিন, সড়কবাতি, নলকূপ ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণ করা হয় এসপিআইসির তত্ত্বাবধানে। প্রতি পঞ্চাশটি পরিবারের নারী ও নবজাতকের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে স্থানীয় একজন শিক্ষিত নারীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। দুঃস্থ শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার উপযোগী করে গড়ে তুলতে প্রতি বস্তিতে প্রতিষ্ঠা করা হয় একটি করে স্যাটেলাইট স্কুল। স্বাস্থ্যকর্মীর অনুরূপ একজন শিক্ষিত নারীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। ১৯৮৮ সালে এসআইপির মেয়াদশেষে শুরু হয় এসআইপি-২। এই প্রকল্পে এগারোটি পৌরসভার ৪৫ হাজার পরিবারের দুঃস্থ নারীদের সংগঠিত করে দারিদ্র্য লাঘবে একই কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ১৯৯৬ সালে শেষ হয় এসআইপি-২ এর কার্যক্রম। এরই ধারাবাহিকতায় এসআইপি-২ ভুক্ত পৌরসভার সমসংখ্যক নারীদের অংশগ্রহণে শুরু হয় আরবান বেসিক সার্ভিস ডেলিভারী প্রকল্প।

১৯৯০-১৯৯১ অর্থবছরে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)র সহায়তায় এলজিইডি মাঝারী শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (এসটিআইডিপি) মাধ্যমে ১০টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ শুরু করে। পূর্ববর্তী প্রকল্পের মতো এই প্রকল্পেও নগরের দরিদ্র নারীদের সংগঠিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। দশটি পৌরসভার ৮৫০০টি দরিদ্র পরিবারের নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের পাশাপাশি নারী নেতৃত্ব বিকাশ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের অবদান রাখতে নেয়া হয় বস্তি উন্নয়ন প্রকল্পের অনুসরণে নগর নারীদের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কার্যক্রম। গঠন করা হয় এসপিআইসির অনুরূপ এসআইসি বা বস্তি উন্নয়ন কমিটি। নির্মাণ করা হয় বস্তির অবকাঠামো। ১৯৯৬ সালে এসটিআইডিপি-২ এর মাধ্যমে এই কার্যক্রম ছড়িয়ে দেয়া হয় ২২টি পৌরসভার ১১৯টি বস্তির ১৪০০০ দরিদ্র নারীর মধ্যে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথম বারের মতো তৈরী করা হয় নগর উন্নয়ন প্রকল্পের জেন্ডার এ্যাকশন প্লান (গ্যাপ)। এসটিআইডিপি-২ এর আওতায় পৌর বাস টার্মিনালের মূল ডিজাইনে নারীদের সহায়ক সুবিধা হিসেবে আলাদা বিশ্রামাগার, টিকেট কাউন্টার ও টয়লেট সংযোজন করা হয়। এ ছাড়া পৌর সুপার মার্কেটে নারীদের জন্য আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা রাখা হয়।

মাঝারী শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় ২০০৩ সালে শুরু হয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (ইউজিআইআইপি)। এই প্রকল্পের নগর পরিচালন অংশে নগর পরিচালন ব্যবস্থা উন্নতিকরণের জন্য পাঁচটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়, যার মধ্যে দুটি ক্ষেত্র ছিলো সামগ্রিকভাবে নারীর ক্ষমতায়ন এবং নগরের দুঃস্থ নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। শুধুমাত্র দরিদ্র নারী নয়, পৌর এলাকার সকল পর্যায়ের নারীদের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প

বাস্তবায়নে অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়নের অংশীদার করতে ব্যাপক উদ্যোগ নেয়া হয়। নারীর অধিকার রক্ষায় তৈরী করা হয় জেন্ডার এ্যাকশন প্লান (গ্যাপ)। এই প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বাস টার্মিনালে নারীদের জন্য এসটিআইডিপি-২ এর অনুরূপ সুবিধার পাশাপাশি পৌর কিচেন মার্কেটে নারী ব্যবসায়ীদের পণ্য বিক্রয়ের জন্য আলাদা স্থান নির্দিষ্ট করা হয়।

পৌরসভার সংরক্ষিত আসনের নারী কাউন্সিলরদের নগর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি), ওয়ার্ড লেভেল কমিটি ও বিভিন্ন স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারপারসন ও সদস্য করা হয় এই প্রকল্পের উদ্যোগে। নারী কাউন্সিলর ছাড়াও দরিদ্র এলাকার নারীসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের নারীদের নগর সমন্বয় কমিটির সদস্য করা হয়। গঠন করা হয় প্রকল্পভুক্ত ৩৩টি পৌরসভার নারী কাউন্সিলরদের ছয়টি আঞ্চলিক ও একটি কেন্দ্রীয় ফোরাম। ফোরামের মাধ্যমে নারী কাউন্সিলরগণ নারীস্বার্থ রক্ষায় বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছেন। পৌরকর আদায়, শিশু ও নারী নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপ, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি প্রতিহত করতে এবং পৌরসভার পরিবেশ উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছেন পৌরসভার নির্বাচিত নারী নেত্রীগণ। প্রতি ওয়ার্ডে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে তাঁরা সচেতন করেছেন নারীদের। বাড়ি-বাড়ি গিয়ে উদ্বুদ্ধ করেছেন পৌরকর পরিশোধে। বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারী কাউন্সিলরদের দক্ষতা বাড়ানো হয়েছে এই প্রকল্পের মাধ্যমে। প্রকল্পভুক্ত ৩৩টি পৌরসভার মধ্যে ১২টি পৌরসভায় একজন করে নারী কাউন্সিলর প্যানেল মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। নগরের নারীদের ক্ষমতায়নে এবং নারী অধিকার রক্ষায় ইউজিআইআইপির এই প্রয়াস পৌরবাসী নারীদের মধ্যে সৃষ্টি করেছে এক নবজাগরণের।

ইউজিআইআইপিতে নগরের দুঃস্থ নারীদের সংগঠিত করে তৈরী করা হয়েছে ২৪৯টি বস্তি উন্নয়ন কমিটি (এসআইসি) ও কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (সিডিসি)। মোট ২৪,৯০০ জন দরিদ্র নারীকে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। পরিচালনা করা হয়েছে পূর্ববর্তী প্রকল্পের আদলে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কার্যক্রম। নগরের নারীদের ক্ষমতায়নে ইউজিআইআইপির মাধ্যমে যে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, সে ধারা অব্যাহত রয়েছে ২০০৯ সালে শুরু হওয়া দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পে (ইউজিআইআইপি-২)।

এদিকে ১৯৯২-১৯৯৩ অর্থবছরে এডিবির সহায়তায় খুলনা সিটি করপোরেশনসহ চারটি পৌরসভায় বাস্তবায়িত মাঝারী

শহর সমন্বিত বন্যা প্রতিরোধ প্রকল্পের (এসটিআইএফপিপি) মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার দুঃস্থ নারীদের অর্থনৈতিক অবস্থা সুদৃঢ় করতে ৭০৪০টি পরিবারের দুঃস্থ নারীদের সংগঠিত করে এসআইপি প্রকল্পের অনুরূপ দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ২০০৬ সালে শুরু হওয়া এসটিআইএফপিপি-২ প্রকল্পের মাধ্যমে ৮টি পৌরসভা ও রাজশাহী সিটি করপোরেশনের ১২৫০০ জন দুঃস্থ নারীকে সঞ্চয় কার্যক্রমের আওতায় এনে এর মধ্যে প্রায় ১২০০ জন নারীকে ক্ষুদ্রঋণ দেয়া হয় স্বাবলম্বী হতে। বিভিন্ন কমিউনিটি বেইজড অর্গানাইজেশন (সিবিও), ওয়ার্ড লেভেল কমিটি ও নগর সমন্বয় কমিটির সদস্য করা হয়েছে নারী ওয়ার্ড কাউন্সিলরসহ দুঃস্থ নারীদের। এই প্রকল্পেও একটি জেন্ডার এ্যাকশন প্লান তৈরী করা হয়েছে।

স্থানীয় অংশীদারিত্বের মাধ্যমে নগর দারিদ্র্য দূরীকরণ (এলপিইউপিএপি) প্রকল্পটি শুরু হয় ১৯৯৯ সালে। সাতটি পৌরসভা ও চারটি সিটি করপোরেশনে বিস্তৃত জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি ইউএনডিপির এই প্রকল্পে পুরুষের পাশাপাশি নগরের দুঃস্থ নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ২০০৭ সালে এলপিইউপিএপি শেষ হলে এরই ধারাবাহিকতায় শুরু হয় নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প (ইউপিপিআরপি)। দেশের ৭টি সিটি করপোরেশন ও ২৩টি পৌরসভায় ৩০ লক্ষ দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য কমিয়ে জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের আয়বর্ধনমূলক ও অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে ইউপিপিআরপি। এই প্রকল্পের লক্ষ্যভুক্ত ৩০ লক্ষ দরিদ্রের মধ্যে শতকরা ৮৫ ভাগই নারী।

এদিকে ১৯৯৯ সালে পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে নির্বাচিত ২টি সিটি কর্পোরেশন ও ১৭টি পৌরসভায় বিশ্বব্যংক সহায়তা পুষ্ট মিউনিসিপাল সার্ভিসেস প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়। এ প্রকল্পের ১১টি বাসটার্মিনাল, ৩৫টি গণশৌচাগার ও ১৯টি কাঁচাবাজারে নারীদের জন্য পৃথক টয়লেট সহ অন্যান্য সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে।

পল্লী অঞ্চলের দুঃস্থ নারীদের পাশাপাশি দু-যুগেরও বেশী সময় ধরে নগর জনপদের দরিদ্র নারীদের ভাগ্যোন্নয়নে এলজিইডির প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। শহরের ভাগ্যবঞ্চিত নারীদের দারিদ্র্য কমিয়ে আনতে শহর অঞ্চলে বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পে নগর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কার্যক্রমের পাশাপাশি পৌর এলাকার নির্বাচিত নারী জনপ্রতিনিধি এবং সাধারণ নারীদের উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার কার্যক্রম জেন্ডার সমতাকরণে যোগ করেছে ভিন্ন মাত্রা।

পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর

স্থানীয় পর্যায়ে পল্লী ও নগর অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি এলজিইডি ১৯৯৫ সাল থেকে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে পানি সম্পদ উন্নয়ন এবং টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বাড়াতে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্পের কাজ শুরু করে। এ প্রকল্পেও জেন্ডার সমতাকরণে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। উপকারভোগী নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার অংশগ্রহণের মাধ্যমে উপ-প্রকল্প বাছাই থেকে শুরু করে পর্যালোচনা, বাস্তবায়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণসহ সব স্তরের কাজ করা হয়। ১৯৯৫-২০০২ মেয়াদের এ প্রকল্পে ২৮০টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার সদস্য সমন্বয়ে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিতে (পাবসস) ২৪% দুঃস্থ নারীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এরপর ২০০২ সালে দ্বিতীয় ক্ষুদ্রকার পানি সম্পদ উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্পে টেকসই উন্নয়নের বিষয়টি মাথায় রেখে নারীর অবস্থা ও অবস্থান পরিবর্তনের জন্য "বাস্তবমুখী" ও "কৌশলগত"-এ দুধরণের চাহিদা নিরূপণ করে তা পূরণের পদক্ষেপ নেয়া হয়। বাস্তবমুখী চাহিদা পূরণের জন্য এলসিএস-এ এক তৃতীয়াংশ নারী শ্রমিক নিয়োগ করা হয়। এছাড়া এদের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা, রাস্তা/বাঁধ নির্মাণ, শাক-সবজি ও মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী পালন ইত্যাদি নানামুখী কর্মসংস্থানের উদ্যোগ নেয়া হয়। দেয়া হয় ক্ষুদ্রঋণ এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ। নারীর কৌশলগত চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এলসিএস এর সভাপতি ও সেক্রেটারী পদে নারীদের অন্তর্ভুক্তি, নারী-পুরুষের সমমজুরী, পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন উপ-কমিটিতে এক-তৃতীয়াংশ নারী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০১০ সালে প্রকল্পের কার্যক্রম শেষ হয়।

২০০৪-২০০৫ অর্থবছর থেকে প্রথম ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় নির্মিত উপ-প্রকল্পসমূহ নিয়মিত ও জরুরী রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সচল ও কার্যকর রাখার জন্য রাজস্ব বাজেটভুক্ত 'পল্লী সড়ক ও কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির' অংশ হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে সেচ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৬-২০০৭ অর্থবছর থেকে রাজস্ব বাজেটের আওতায় "সেচ অবকাঠামো কর্মসূচি" নামক কর্মসূচি চালুর মাধ্যমে এসব অবকাঠামো নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় ২০০৭ সালে শুরু হওয়া বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পে এবং ২০১০ সালে শুরু হওয়া অংশগ্রহণমূলক পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পে জেন্ডার সমতাকরণ এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারী এবং নারীর সামগ্রিক উন্নয়নে এলজিইডির ভূমিকা অগ্রণী। শহর ও গ্রামীণ জনপদের অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডি যতোটা গুরুত্ব দিয়ে থাকে, ঠিক ততোটাই গুরুত্ব দিয়ে থাকে এসব কর্মকাণ্ডে নারীদের সমঅংশগ্রহণে, তথা জেন্ডার সমতাকরণে। তাই এলজিইডির জেন্ডার সমতাকরণ কৌশল দেশের সীমানা ছাড়িয়ে এখন আর্ন্তজাতিক অঙ্গনেও ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছে।

জেন্ডার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে এলজিইডি

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে পুরুষের সঙ্গে একই সারিতে নারীদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি, আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নারীদের স্বাবলম্বী করা এবং নারীর ক্ষমতায়নে নেয়া নানামুখী পদক্ষেপ– এসব কার্যক্রমকে টিকিয়ে রাখতে এলজিইডি সচেষ্ট হয়েছে জেন্ডার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে। এ-লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে এলজিইডিতে প্রতিষ্ঠা করা হয় "মহিলা প্রকৌশলী ফোরাম"। জেন্ডার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে মূলত এটাই ছিলো এলজিইডির প্রথম পদক্ষেপ। এরপর ১৯৯৬ সালে নারী প্রকৌশলীদের জন্য গঠিত এই ফোরাম রূপান্তরিত হয় "মহিলা ফোরাম" এ। ১৯৯৭ সালে প্রণীত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি এবং নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনার আলোকে এলজিইডির সকল কর্মকাণ্ডে জেন্ডার উন্নয়ন বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার লক্ষ্যে ২০০০ সালে এলজিইডিতে প্রতিষ্ঠা করা হয় "জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম"। এলজিইডির প্রকল্পগুলোর মধ্যে সমন্বয় করে জেন্ডারকে মূলধারায় আনতে, বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে এবং জেন্ডার সংক্রান্ত নতুন নতুন বিষয় উদ্ভাবন ও এসব বিষয়ে শুদ্ধ চর্চার জন্য একটি প্লাটফরম তৈরীর উদ্দেশ্যে একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর নেতৃত্বে গঠিত হয় এই ফোরাম। সাধারণভাবে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ফোরামের সভা অনুষ্ঠিত হয়। তবে বিশেষ প্রয়োজনে যে কোনও সময় বৈঠক বসতে পারে।

মাঠ পর্যায়ে অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামোতে জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ১৯৯৭ এর আলোকে প্রণীত সংস্থাভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা অনুসরণ করে ২০০২ সালে তৈরী করা হয় পাঁচ বছর মেয়াদী (২০০২ - ২০০৭) জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা। স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী এ কৌশলপত্র প্রণয়নে কাজে লাগানো হয় এলজিইডির বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতাকে। এলজিইডির সার্বিক কার্যক্রম এবং তিনটি সেক্টরের কাজের ক্ষেত্রেই প্রাধান্য দেয়া হয় এই বিষয়টি। এরপর ২০০৮ সালে জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনাকে সময়োপযোগী করে তৈরী করা হয় ২০০৮-২০১৫ মেয়াদের নতুন সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা, যেখানে সেক্টর ভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন চারটি জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা স্থান পায়। এদিকে ২০১১ সালে প্রকাশিত হয় জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা। এই নীতিমালার ভিত্তিতে নয়টি সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র চিহ্নিত করে ২০০৮-২০১৫ মেয়াদের কৌশল ও কর্মপরিকল্পনাটি সংশোধন করে একটি অভিন্ন জেন্ডার সমতাকরণ কৌশল ও সেক্টর ভিত্তিক চারটি কর্মপরিকল্পনা (২০১৩-২০১৫) প্রণয়ন করা হয়।

জেন্ডার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অংশ হিসেবে এলজিইডির অভ্যন্তরে নারীদের কাজের সুস্থ ও সহায়ক পরিবেশ তৈরী করা হয়েছে। নারীরা যাতে নির্বিঘ্নে ও চিন্তামুক্তভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন এজন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে শিশু দিবা-যত্ন-কেন্দ্র, নির্দিষ্ট করা হয়েছে নামাজের স্থান, রয়েছে পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিরাপদ ও নির্ঝঞ্ঝাট যাতায়াত নিশ্চিত করতে রয়েছে যানবাহনের ব্যবস্থা।

মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং জেন্ডার বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ফলে এলজিইডির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে এই বোধ তৈরী হয়েছে যে, নারীরা শুধু নারীই নয় আমাদের সমাজেরই একটি অংশ। কাজে-কর্মে তাঁরাও রাখতে পারেন পুরুষের সমান অবদান। এর ফলে এলজিইডির ভেতরের কাজের পরিবেশ এমন হয়েছে যে, এখানে নারীরা নিজেদেরকে একজন মানুষ হিসেবে ভাবতে পারছেন। কাজ করতে পারছেন নিশ্চিন্ত মনে নিরাপদভাবে। আর এটা সম্ভব হয়েছে জেন্ডার সমতাকরণে এলজিইডির নিষ্ঠা ও প্রতিশ্রুতির কারণে।

এলজিইডির জেন্ডার সমতা কৌশল বাস্তবায়নের ক্ষেত্র

নারীরা হচ্ছে দরিদ্রের মধ্যে দরিদ্রতম। এর প্রধান কারণ অশিক্ষা, সামাজিক অনাচার, ধর্মীয় গোড়ামী ইত্যাদি। পুরুষ শাসিত এই সমাজে একজন নারী এতোটাই অরক্ষিত যে, যেকোনও সময় তাঁকে হতে হয় নির্যাতনের শিকার। করা হয় মানবাধিকার বঞ্চিত।

সূচনালগ্ন থেকে এলজিইডি অবকাঠামো উন্নয়নে নারীদের সম্পৃক্ত করলেও তা ছিলো মূলতঃ কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নারীদের দারিদ্র্য কমিয়ে আনার প্রয়াশ। এরপর এলজিইডি মনযোগী হয় নারীদের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে। কিন্তু ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকারের "জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি" ঘোষণার পর এলজিইডি দৃষ্টি ফেরায় জেন্ডারসমতাকরণের দিকে। দারিদ্র্য হ্রাসকরণের পাশাপাশি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, নারীকে মানবসম্পদে পরিণত করা, নেতৃত্ব বিকাশ ও ক্ষমতায়ন, এক কথায় নারীর সামগ্রিক উন্নয়ন করে জেন্ডার বৈষম্য কমিয়ে আনাই এর মূখ্য উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে কতোটা এগিয়েছে এলজিইডি?

একজন মানুষ হিসেবে দুঃস্থ নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে তাঁকে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে শক্তিশালী করতে এলজিইডির রয়েছে নানামুখী প্রয়াস। পল্লী, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ– অবকাঠামো উন্নয়নের এই তিনটি সেক্টরেই বিভিন্ন প্রকল্পে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে –

১। কর্মসংস্থান

অবকাঠামো উন্নয়নে নারীরাও যাতে কাজের সুযোগ পায় এজন্য চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল (এলসিএস) গঠন করে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ এবং রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্যান্য অবকাঠামো, যেমন– গ্রামীণ সড়ক এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন, মার্কেট শেড, পাইপ কালভার্ট ও ইউ-ড্রেন নির্মাণ কাজে নারীদের সম্পৃক্ত করে স্বল্প মেয়াদে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হচ্ছে। এছাড়াও ঠিকাদারের মাধ্যমে অবকাঠামো নির্মাণেও নারীরা যাতে সমমজুরীতে কাজের সুযোগ পায়, সে বিষয়ে প্রকল্প থেকে ঠিকাদারগণকে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে।

২। আত্ম-কর্মসংস্থান

চাহিদার তুলনায় সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে সব দুঃস্থ নারীর জন্য সরাসরি কর্মসংস্থান করা দুঃসাধ্য। দুঃস্থ নারী, প্রকল্পের মাধ্যমে যাদের কাজের সুযোগ করে দেয়া সম্ভব হয় না এবং একই সঙ্গে স্বল্প মেয়াদে কাজ পাওয়া নারীরা প্রকল্পশেষে যাতে আবার আগের অবস্থায় ফিরে না যায় সেজন্য বিভিন্ন প্রকল্পে নারীদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করা হচ্ছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মূলতঃ দু-ভাবে আত্ম-কর্মসংস্থানের পথ তৈরী করা হয়। প্রত্যক্ষ আত্ম-কর্মসংস্থানের মধ্যে রয়েছে নারীদের সংগঠিত করে দল গঠন, সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম অথবা সম্পদে প্রবেশাধিকার। আর পরোক্ষ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে উপযুক্ত কোনও সংস্থার কাছে হস্তান্তর।

৩। মানবসম্পদ উন্নয়ন

সার্বিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত মানবসম্পদ উন্নয়ন। দুঃস্থ নারীরা সমাজের তথা দেশের বোঝা– প্রচলিত এই ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে তাদেরকে মানবসম্পদে পরিণত করতে প্রকল্প থেকে দেয়া হয় বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ। এর মধ্যে রয়েছে সামাজিক সচেতনতা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা, জেন্ডার বিষয়ক সচেতনতা, নেতৃত্ব বিকাশ, সংগঠন ও ব্যবসা ব্যবস্থপনা ইত্যাদি। এছাড়া নারীদের আত্ম-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সঠিক কাজটি খুঁজে নিতে এবং তাঁরা যাতে দক্ষতার সঙ্গে পণ্য উৎপাদন ও তা সঠিক মূল্যে বিপণন করতে পারেন সে জন্য রয়েছে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ। রয়েছে কর্মসংস্থান পাওয়া নারীদের কারিগরি প্রশিক্ষণের সুযোগ।

৪। ব্যবসা সহায়ক সুবিধা

আমাদের দেশের নারীরা সামাজিক নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে উৎপাদিত পণ্য হাট-বাজারে বিক্রয় করতে পারেন না। এতে পণ্যের বাজার মূল্য থেকে বঞ্চিত হন তাঁরা। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রমের আওতায় দুঃস্থ নারীসহ অন্যান্য নারী, যারা পণ্য উৎপাদন করে থাকেন, তাঁদের পণ্য যাতে সহজেই বাজারে বিপণন করা যায় সে সুযোগ তৈরী করতে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ হাট-বাজারে এবং নগর উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে পৌরসভা সুপার মার্কেটে নারী বিপণন কেন্দ্র (উইমেন্স মার্কেট সেকশন) প্রতিষ্ঠা করা হয়ে থাকে। এসব বিপণন কেন্দ্রে একাধিক দোকান তৈরী করে তা

নারী ব্যবসায়ীদের বরাদ্দ দেয়া হয়, যাতে একজন নারীর মধ্যে সত্যিকার ব্যবসায়ীক মনোভাব গড়ে ওঠে। একই সঙ্গে তিনি যাতে মধ্যস্বত্বভোগীদের খপ্পর থেকে নিজেকে মুক্ত করে উৎপাদিত পণ্য ন্যায্য মূল্যে বাজারে বিক্রি করে বেশী লাভবান হতে পারেন।

৫। কর্মক্ষেত্রে এবং অন্যান্য স্থাপনায় সহায়ক সুবিধা

পুরুষের সঙ্গে নারীরা যাতে সাবলীলভাবে কাজ করতে পারেন, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে ইউনিয়ন কমপ্লেক্স ভবনের মূল ডিজাইনে নারী ইউপি সদস্যদের জন্য টয়লেটসহ আলাদা কক্ষ সংযোজন করা হয়েছে। বিভিন্ন পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে এসব ইউপি কমপ্লেক্স ভবন তৈরী হচ্ছে। পৌরসভাসহ এলজিইডির বিভিন্ন কার্যালয়ে নারীদের সহায়ক সুবিধা, যেমন– আলাদা টয়লেট, নামাজের স্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে। নগর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত পৌর বাস টার্মিনালে নারী ও শিশুদের জন্য আলাদা বিশ্রামাগার, টয়লেট, টিকেট কাউন্টার ও নামাজের স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

৬। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন

রাষ্ট্রীয়, সামাজিক বা পারিবারিক যে কোনও পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পুরুষের অংশগ্রহণ থাকলে ফলাফল একপেশে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই সিদ্ধান্তে ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং এ ক্ষেত্রে নিজেদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কথা বলতে নারীর অংশগ্রহণ অপরিহার্য। নারীর ক্ষমতা বাড়াতে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নারীদের অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এছাড়া উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ ও মত প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন কমিটিতে সরকারিভাবে নারীদের অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে, এর মধ্যে রয়েছে গ্রামীণ বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি, যেখানে রয়েছে একজন নারী ইউপি সদস্য ও একজন ব্যবসায়ী নারী প্রতিনিধি এবং পৌর বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটিতে পৌরসভার নারী কাউন্সিলারবৃন্দ।

প্রকল্প প্রণয়ন, উপ-প্রকল্প চিহ্নিতকরণ বা স্কীম নির্বাচনের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রণয়ন পর্যায়ে নারীদের সরাসরি অংশগ্রহণের জন্য পৌরসভা পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটি, যেমন– নগর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি), ওয়ার্ড লেভেল কমিটি (ডব্লিউএলসিসি), বিভিন্ন স্ট্যান্ডিং কমিটি ও উপ-কমিটি এবং কমিউনিটি ভিত্তিক অর্গানাইজেশন (সিবিও), বস্তি উন্নয়ন কমিটি (এসআইসি) বা কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (সিডিসি) ইত্যাদিতে নারীদের সভাপতি ও সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গঠিত বিভিন্ন উপ-প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) এবং উপ-প্রকল্প পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটিতেও নারীদের রাখা হয়েছে সদস্য হিসেবে।

৭। নেতৃত্ব বিকাশ

জেন্ডার বিষয়ে সমতা আনতে নারীদের জন্য শুধুমাত্র কর্মসংস্থান বা সহায়ক সুবিধা বাড়ালেই চলবে না, নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও আনতে হবে সমতা, তৈরী করতে হবে নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ। এলক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন সেক্টরে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল, রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি, বিভিন্ন ধরণের সংগঠন, উপকারভোগী গ্রুপ ইত্যাদিতে নেতৃত্ব বিকাশের অংশ হিসেবে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

নগর উন্নয়ন প্রকল্পে শহরের দুঃস্থ নারীদের সংঘবদ্ধ করে যেসব প্রাথমিক দল গঠন করা হয়ে থাকে তার নেতৃত্বে থাকেন একজন দলনেত্রী ও একজন সম্পাদিকা। এসব নারী নেত্রীদের সমন্বয়ে গঠিত বস্তি উন্নয়ন কমিটি (এসআইসি) বা কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটির (সিডিসি) চেয়ারপার্সন ও ভাইস-চেয়ারম্যানের মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে একজন নারীকে রাখা হয়। নেতৃত্ব বিকাশের জন্য দেয়া হয় প্রশিক্ষণ।

পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পে যে পাবসস সমিতি গঠন করা হয়, তাতে সভাপতি ও সেক্রেটারী পদে নারীদের অন্তর্ভুক্তি, নারী-পুরুষের সমমজুরী, পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন উপ-কমিটিতে এক-তৃতীয়াংশ নারী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

উপসংহার

জেন্ডার সমতাকরণ বর্তমান বিশ্বের একটি আলোচিত বিষয়। এলজিইডি এমনই একটি প্রতিষ্ঠান যা উন্নয়নের আধুনিক ভাবধারার সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে চলতে প্রত্যয়ী। আর এ প্রত্যয় থেকেই জেন্ডার সমতাকরণে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে এ প্রতিষ্ঠানটি। তাই পল্লী, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামো – উন্নয়নের এই তিনটি সেক্টরেই জেন্ডারকে সমান গুরুত্বের সঙ্গে জুড়ে নিয়েছে এলজিইডি।

নারীদের জন্য সমান সুবিধা

স্থানীয়
সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেন্ডার সহায়ক কর্মপরিবেশ

এলজিইডি ডে-কেয়ার সেন্টার

এলজিইডি ডে-কেয়ার সেন্টার

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন

আত্ম-নির্ভরশীল নারীদের সম্মাননা প্রদান

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১১
সেমিনার

জেন্ডার কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি

এলজিইডির পল্লী, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের মোট ১৬টি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত জেন্ডার কার্যক্রমের ২০১০-২০১১ অর্থবছর পর্যন্ত অর্জিত প্রকল্প ভিত্তিক অগ্রগতি সেক্টর ওয়ারী পরবর্তী অংশে সংযোজিত হলো ।

পল্লী উন্নয়ন সেক্টর

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের ৭৩% মানুষ গ্রামে বাস করে। বিপুল জনসংখ্যার এই দেশের প্রায় ৪০% মানুষের অবস্থান দারিদ্র্য সীমার নিচে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গ্রামীণ অর্থনীতির অবদান অনেক। আর এই উন্নয়নের চালিকাশক্তি গ্রামীণ জনগণ, যার অর্ধেকটাই নারী। অর্থনৈতিক উন্নয়নকে গতিশীল করতে প্রয়োজন অবকাঠামোগত উন্নয়ন, যা নির্মাণ করা এলজিইডির অন্যতম দায়িত্ব। এসব অবকাঠামো উন্নয়নে পুরুষের সঙ্গে নারীকে যেমন সম্পৃক্ত করা হচ্ছে, একইভাবে নারীর উন্নয়নে নেয়া হয়েছে নানান পদক্ষেপ। জেন্ডার সমতা অর্জনে এলজিইডি বিভিন্ন পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পে যে সব কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে ২০১১ সালের জুন মাস পর্যন্ত এসব ক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতি প্রকল্প ওয়ারী দেয়া হলো।

বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলীয় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (ইবিআরআইডিপি)

পল্লী এলাকায় দারিদ্র্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভূমিহীনতা, কৃষিতে অতি-বিনিয়োগ, অ-কৃষি খাতের অনগ্রসরতা, বেকারত্ব, কম সঞ্চয়, ঋণ সুবিধার অপ্রতুলতা ইত্যাদি। মৌলিক সুবিধার অভাবে পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগণের মধ্যে শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়, যা প্রতিনিয়তই বেড়ে যাচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে সুষম আঞ্চলিক উন্নয়ন নীতির ভিত্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে বেগবান করতে এবং একই সঙ্গে দরিদ্র জনগোষ্ঠির স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের জন্য বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলীয় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২০০৫ সাল থেকে দেশের পূর্বাঞ্চলীয় নয়টি জেলা, যথা- সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর-এ বাস্তবায়ন করা হয়। বাংলাদেশ সরকার ও জাপান আন্তর্জাতিক সহায়তা সংস্থা (জাইকা) এর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পটির কার্যক্রম ২০১১ সালের জুন মাসে শেষ হয়েছে।

পল্লী অঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং গ্রোথ সেন্টার ও ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্স ভবন নির্মাণের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে গতিশীল করতে ভূমিকা রেখেছে প্রকল্পটি। একই সঙ্গে পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র নারীদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ এবং জেন্ডার সমতায়ন কার্যক্রম পরিচালনা ছিলো এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। আর এ লক্ষ্যে স্থানীয় দুঃস্থ নারীদের সড়ক মেরামত ও রক্ষণবেক্ষণ এবং বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যার কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে। নারীদের স্বাবলম্বী করে গ্রামীণ অর্থনীতিতে অবদান রাখতে উন্নয়নকৃত গ্রোথ সেন্টারে নারী বিপণীকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।

জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রম

বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলীয় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে নারীর কর্মসংস্থান, মানবসম্পদ উন্নয়ন, ব্যবসা সহায়ক সুবিধা এবং নেতৃত্ব বিকাশ ও ক্ষমতায়ন ক্ষেত্রে নানামুখী পদক্ষেপ নেয়া হয়। এগুলো হচ্ছে-

ক) **কর্মসংস্থান:** রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ এবং বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যায় এলসিএস এর মাধ্যমে নারী নিয়োগ;

খ) **মানবসম্পদ উন্নয়ন:** ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার ও সচিব, অবকাঠামো নির্মাণ কাজের ঠিকাদার এবং এলজিইডির কর্মকর্তা / কর্মচারীদের জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ। এলসিএস নারীদের দক্ষতাবৃদ্ধি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের ওপর প্রশিক্ষণ। নারী বিপণীকেন্দ্রের নারী ব্যবসায়ীদের দোকান ব্যবস্থাপনার ওপর প্রশিক্ষণ;

গ) **ব্যবসা সহায়ক সুবিধা:** গ্রোথ সেন্টারে নারী বিপণীকেন্দ্র নির্মাণ করে নারী ব্যবসায়ী বাছাই ও দোকান বরাদ্দ;

ঘ) **কর্মক্ষেত্রে এবং অন্যান্য স্থাপনায় সহায়ক সুবিধা:** ৬৭টি ইউপি কমপেক্স ভবন নির্মাণ, যেখানে নারী ইউপি সদস্যদের জন্য টয়লেটসহ আলাদা কক্ষ নির্মাণ; এবং

ঙ) **সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন:** বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটিতে দুজন নারী সদস্য অন্তর্ভুক্তি।

জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক) কর্মসংস্থান

প্রকল্প এলাকার দুঃস্থ নারীদের কর্মসংস্থানের জন্য প্রকল্পভুক্ত এলাকায় লক্ষ্যমাত্রা ১০৫৫ কিঃ মিঃ এর মধ্যে ৯৬২ কিঃমিঃ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কের রক্ষণবেক্ষণ এবং পথিপার্শ্বে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে ইবিআরআইডিপি। ২০১১ সালের জুন পর্যন্ত একাজে ১৯৪৫ জন নারীকে এলসিএস পদ্ধতিতে তিন বছরের জন্য নিয়োজিত করা হয়েছে (ছক-১: পৃষ্ঠা ১৩ দ্রষ্টব্য)।

খ) মানবসম্পদ উন্নয়ন

মানবসম্পদ উন্নয়নের অংশ হিসেবে এ প্রকল্পের বিভিন্ন প্রশিক্ষণে জেন্ডার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মোট ৬৬৪টি ব্যাচে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণের মধ্যে ছিলো নারী-পুরুষের যৌথ অংশগ্রহণে জেন্ডার বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ। ছিলো কারিগরি, ব্যবস্থাপনা ও আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ। প্রকল্প থেকে ২০১১ সালের জুন পর্যন্ত এলজিইডির ৬৯ জন নারী ও ৪৫৫ জন পুরুষ কর্মকর্তা/কর্মচারীকে জেন্ডার সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। জেন্ডার সচেতনতাসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণে মোট ৫৪৩১ জন নারী ও ৬৮৮২ জন পুরুষ অংশ নেন; অর্থাৎ প্রশিক্ষণে অংশ নেয়া নারী পুরুষের অনুপাত ১:১.২৭ (ছক-২: পৃষ্ঠা ১৪ দ্রষ্টব্য)।

গ) ব্যবসা সহায়ক সুবিধা

বাংলাদেশের গ্রোথ সেন্টারসমূহ দেশের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। এর মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের অধিকতর কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি হয়ে থাকে। ইবিআরআইডিপিতে ৬৭টি গ্রোথ সেন্টার উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। নারীদের ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহী করতে এসব গ্রোথ সেন্টারের ৬৫টিতে নারী বিপণীকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে, যাতে করে নারীগণ পেশাদার ব্যবসায়ী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। অবদান রাখতে পারেন গ্রামীণ অর্থনীতিতে। প্রতি বিপণীকেন্দ্রে ৫টি করে মোট ৩২৫টি দোকান নির্মিত হওয়ার জন্য নির্ধারণ থাকলেও দুটো বিপণীকেন্দ্রে ৪টি করে দোকান নির্মিত হওয়ায় মোট নির্মিত দোকানের সংখ্যা ৩২৩টি, যার সবগুলোই ব্যবসায়ী নারীদের বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ এই প্রকল্পের সহায়তায় ৩২৩ জন নারী ব্যবসা পরিচালনা করার সুযোগ পেয়েছেন (ছক-৩: পৃষ্ঠা ১৪ দ্রষ্টব্য)।

ঘ) কর্মক্ষেত্রে সহায়ক সুবিধা

কর্মক্ষেত্রে নারীদের সহায়ক পরিবেশ তৈরী জেন্ডার সমতা কৌশলের একটি অন্যতম বিষয়। এলজিইডি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ইউপি কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করে থাকে। এই কমপেক্স ভবনের মূল ডিজাইনে নারী সদস্যদের জন্য আলাদা কক্ষ ও টয়লেট সংযোজন করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৬৭টি ইউপি কমপেক্স ভবনেও এই সুবিধা দেয়া হয়েছে (ছক-৪: পৃষ্ঠা ১৪ দ্রষ্টব্য)।

ঙ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন

নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পুরুষের মতো নারীরাও যাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিতে পারেন, সচেষ্ট হতে পারেন অধিকার আদায়ে, সেজন্য বাংলাদেশ সরকার বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটিতে (এমএমসি) একজন নারী ইউপি সদস্য ও একজন ব্যবসায়ী নারী অন্তর্ভুক্তির বিধান করেছে। প্রকল্পের আওতায় মোট ৬৭টি গ্রোথ সেন্টারে ৬৭টি এমএমসি গঠন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ২০১১ সালের জুন পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৬৭টি বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬৭ জন নারী ইউপি সদস্য এবং ৬৫ জন নারী ব্যবসায়ীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা হয়েছে (ছক-৫: পৃষ্ঠা ১৪ দ্রষ্টব্য)।

উপসংহার

২০১১ সালের জুন মাসে শেষ হয়েছে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলীয় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। এই প্রকল্পে ১৯৪৫ জন গ্রামীণ দুঃস্থ নারীর তিন বছরের জন্য কর্মসংস্থান করা হয়েছে। ৬৫টি গ্রোথ সেন্টারে ৬৫টি নারী বিপণীকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। এসব বিপণীকেন্দ্রে দোকান রয়েছে মোট ৩২৩টি, যার মধ্যে ২০১১ সালের জুন মাস পর্যন্ত ৩২৩টি দোকান নারী ব্যবসায়ীদের বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ৬৭টি গ্রোথ সেন্টারের বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটিতে ৬৭ জন নারী ইউপি সদস্য ও ৬৫ জন নারী ব্যবসায়ী প্রতিনিধিকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৬৭টি ইউপি কমপ্লেক্স ভবনে রয়েছে নারী ইউপি সদস্যদের আলাদা বসার কক্ষ ও টয়লেট। প্রকল্প থেকে মোট ১২৩১৩ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, যার প্রায় ৪৪% নারী। এলজিইডির অন্যান্য পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মতো জেন্ডার সমতাকরণে ইবিআরআইডিপিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

ছক-১: কর্মসংস্থান

সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ এবং বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা		নারীর কর্মসংস্থান (সংখ্যা)				
সড়কের ধরণ	লক্ষ্যমাত্রা (কিঃমিঃ)	লক্ষ্যমাত্রা	জুন ২০০৯ পর্যন্ত	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	মোট
উপজেলা সড়ক	৯৪৭	১৯৯২	১৮৬২	৮৩	-	১৯৪৫
ইউনিয়ন সড়ক	১০৮					
মোট	**১০৫৫**	**১৯৯২**	**১৮৬২**	**৮৩**	**-**	**১৯৪৫**

ছক-২: মানব সম্পদ উন্নয়ন

প্রশিক্ষণের বিষয়	লক্ষ্যমাত্রা	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নারী–পুরুষের সংখ্যা							
		জুন ২০০৯ পর্যন্ত		২০০৯–২০১০		২০১০–২০১১		মোট	
	(নারী–পুরুষ)	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
এলজিইডির কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জেন্ডার সচেতনতা	৩৪৬	-	-	২৯	৩২৪	৪০	১৩১	৬৯	৪৫৫
নিয়মিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা	২৪৭৮	১৫৫৬	১৭৭	১৯১	২১	-	-	১৭৪৭	১৯৮
বাজার ও ঘাট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	১০৪০	১৬৫	১৩৫৬	-	-	-	-	১৬৫	১৩৫৬
দোকান ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায়ী কৌশল, পুঁজি গঠন ও ব্যবস্থাপনা	৪০২	৪২৮	-	-	-	-	-	৪২৮	-
আয়বর্ধনমূলক	২৪৭৮	১৫৫৬	১৭৭	১৯১	২১	-	-	১৭৪৭	১৯৮
ইউপি প্রতিনিধিদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ	৬২৩০	১২৭৫	৪৬৭৫	-	-	-	-	১২৭৫	৪৬৭৫
মোট	**১২৯৭৪**	**৪৯৮০**	**৬৩৮৫**	**৪১১**	**৩৬৬**	**৪০**	**১৩১**	**৫৪৩১**	**৬৮৮২**

ছক-৩: ব্যবসা সহায়ক সুবিধা

নারী বিপণী কেন্দ্র	লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	অগ্রগতি (সংখ্যা)			
		জুন ২০০৯ পর্যন্ত	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	মোট
নারী বিপণীকেন্দ্র নির্মাণ	৬৫	৪৭	১৮	-	৬৫
দোকান সংখ্যা	৩২৫	২৩৫	৮৮	-	৩২৩
দোকান বরাদ্দ এবং ব্যবসা পরিচালনাকারী নারীর সংখ্যা	৩২৫	২৩৫	৭৩	১৫	৩২৩

ছক-৪: কর্মক্ষেত্র ও অন্যান্য স্থাপনায় সহায়ক সুবিধা

ইউপি কমপ্লেক্স ভবন	লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	অগ্রগতি (সংখ্যা)			
		জুন ২০০৯ পর্যন্ত	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	মোট
ইউপি কমপ্লেক্সে নারীদের আলাদা কক্ষ ও টয়লেট নির্মাণ	৬৭	৪০	২২	৫	৬৭
মোট	৬৭	৪০	২২	৫	৬৭

ছক-৫: সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন

হাট বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি	লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	অগ্রগতি (সংখ্যা)			
		জুন ২০০৯ পর্যন্ত	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	মোট
কমিটি গঠন	৬৭	৬৭	-	-	৬৭
নারী ইউপি সদস্য সংখ্যা	৬৭	৬৭	-	-	৬৭
নারী ব্যবসায়ী প্রতিনিধি সংখ্যা	৬৭	৬৫	-	-	৬৫
মোট নারী প্রতিনিধি	**১৩৪**	**১৩২**	**-**	**-**	**১৩২**

চর অঞ্চলে বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (এমআইডিপিসিআর)

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ নারী-পুরুষই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর ভিত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করে। স্বভাবতঃই কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনের পাশাপাশি তা বাজারজাতকরণ দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া অ-কৃষিখাতে উৎপাদিত সামগ্রীর বাজারজাতকরণও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার গ্রামীণ হাট-বাজার ও বাজার সংযোগ সড়ক নির্মাণে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

গ্রামীণ এলাকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতি তরান্বিত করতে হাট-বাজার ও বাজার সংযোগ সড়কের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। গ্রামাঞ্চলে অধিকতর কর্মসংস্থান ও জনগণের আয়বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণ বাজার ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধার ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে। গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে হাট-বাজার এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে এলজিইডি "চর অঞ্চলে বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পটি" বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের প্রতিনিয়তই দুর্দশায় পড়তে হয় স্থানীয় হাট-বাজারে পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে। এর কারণ হচ্ছে বাজারের দুর্বল ও অপর্যাপ্ত অবকাঠামো, ব্যবসায়ীদের অদক্ষতা, পুঁজির স্বল্পতা, বাজার সংক্রান্ত তথ্য ও ব্যবসায়ীক সহায়তার অভাব। ক্ষুদ্র চাষী ও পণ্য উৎপাদনকারীগণ সামান্য পরিমাণ পণ্য বিক্রি করতে এসে শিকার হন বেশী টোল আদায়ের। সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার কারণে ব্যবসায়ী নারীগণ উৎপাদিত পণ্য বাজারে বিক্রয়ে নিরুৎসাহী হন। মূলতঃ প্রভাবশালী ব্যক্তি বা কমিউনিটি সাপোর্ট না থাকলে নারীদের পক্ষে ব্যবসা করা অনেকটাই দুঃসাহসী কাজ। এছাড়া ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নারীদের পুঁজির অভাব একটা বড় বাধা।

প্রকল্প এলাকার তৃণমূল পর্যায়ের উৎপাদনকারী, চর এলাকায় বসবাসরত দরিদ্র নারী, ক্ষুদ্র পুঁজির ব্যবসায়ী, ভূমি এবং বিত্তহীন জনগোষ্ঠী, দুঃস্থ-বিধবা কর্মক্ষম নারী ও তাদের পরিবারের আয়, কর্মসংস্থান এবং উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ প্রকল্প বহুমুখী সমন্বিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন এবং জীবিকায়নের নানামুখী ক্ষেত্র সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রেখেছে প্রকল্পটি।

২০০৬ সালে শুরু হয় চর অঞ্চলে বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। ইফাদ এর আর্থিক সহায়তায় বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলার ২০টি উপজেলায় বিস্তৃত এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিলো প্রাথমিক উৎপাদনকারী, চর এলাকার ব্যবসায়ী নারী-পুরুষ, ভূমিহীন ও বিধবা নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে দারিদ্র্য কমিয়ে আনা। আর এ লক্ষ্যে প্রকল্প থেকে যে সব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা হলোঃ

১। বাজার অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করে নারী-পুরুষের বাজারে আসার সুযোগ তৈরী করা;
২। নারীদের জন্য কর্মসংস্থান ও মজুরী বৃদ্ধি;
৩। পণ্য উৎপাদন ও বাজারে বিক্রয়ের হার বাড়ানো; এবং
৪। মধ্যস্বত্বভোগীদের হাত থেকে রক্ষা করে প্রাথমিক উৎপাদনকারী ও প্রান্তিক চাষীদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য ভ্যালু চেইনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা।

জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রম

অবকাঠামো উন্নয়নে পুরুষের সঙ্গে নারীর অংশগ্রহণ, চর অঞ্চলের দুঃস্থ নারীদের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি এবং ব্যবসায়ী নারীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারে বিক্রয়ের সুযোগ তৈরী করে অবহেলিত নারীদের স্বাবলম্বী করার মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মসূচি ও জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিকে অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে নিতে চর অঞ্চলে বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে যে সব কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে তা হলো-

ক) **কর্মসংস্থান:** দুঃস্থ নারীদের নিয়ে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদল (এলসিএস) গঠন করে বাজার অবকাঠামো (যেমন- মার্কেট শেড, অভ্যন্তরীণ পাকা সড়ক ও ড্রেন, প্লাটফরম, টয়লেট ইত্যাদি), ও বাজার সংযোগকারী গ্রামীণ (এইচবিবি) সড়ক নির্মাণ এবং মাটির কাজ, বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যার কাজে নারীদের সম্পৃক্ত করা;

খ) **আত্মকর্মসংস্থান:** প্রাথমিক উৎপাদনকারী নারীদের নিয়ে দল গঠন, সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম;

গ) **মানবসম্পদ উন্নয়ন:** সামাজিক সচেতনতা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, পুষ্টি, আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম, কমিটি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসা পরিচালনা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ;

ঘ) **ব্যবসা সহায়ক সুবিধা:** হাট-বাজারে নারী বিপণীকেন্দ্র (উইমেন্স মার্কেট সেকশন) নির্মাণ করে ক্ষুদ্র নারী ব্যবসায়ীদের পণ্য বিপণনের সুযোগ সৃষ্টি করা;

ঙ) **সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন:** একজন নির্বাচিত নারী ইউপি সদস্য এবং একজন স্থায়ী বা অস্থায়ী নারী ব্যবসায়ীকে বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা;

চ) **নেতৃত্ব বিকাশ:** নারীদের নিয়ে এলসিএস গ্রুপ তৈরী এবং এদের মধ্য থেকে গ্রুপ লিডার নির্বাচন।

জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক) কর্মসংস্থান

চর অঞ্চলে বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প থেকে যে সব অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে, বাজার সংশ্লিষ্ট/সংযোগকারী সড়ক অবকাঠামো, ঘাট এবং বাজার অবকাঠামো। সড়ক যোগাযোগ অবকাঠামো ঠিকাদারের মাধ্যমে নির্মাণ করা হলেও বাজার সংলগ্ন গ্রামীণ দুঃস্থ নারীদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বাজার অবকাঠামো এবং বাজার সংযোগকারী গ্রামীণ এইচবিবি সড়ক নির্মাণের জন্য সংঘবদ্ধ শ্রমিকদল বা এলসিএস পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। বাজার অবকাঠামোর মধ্যে রয়েছে মার্কেট সেড; অভ্যন্তরীণ সড়ক ও ড্রেন এবং টয়লেট ব্লক নির্মাণ। প্রতিটি মার্কেটে মার্কেট সেডের জন্য ১০ জন এবং অভ্যন্তরীণ সড়ক ও ড্রেন এবং টয়লেট নির্মাণের জন্য ১৫ জন নারী সমন্বয়ে ২টি দল হিসেবে ৬৬টি মার্কেট নির্মাণে মোট ১৩২টি দল গঠন করা হয়েছে। একই সঙ্গে নারী বিপণী কেন্দ্রের চারটি করে দোকান নির্মাণের জন্য ৭ জন নারীর সমন্বয়ে ১৩টি এলসিএস গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। এছাড়া ২৮টি প্যাকেজের মাধ্যমে ৪০কিঃমিঃ বাজার সংযোগকারী এইচবিবি রাস্তা নির্মাণের জন্য প্যাকেজ প্রতি গড়ে ২০ জন নারীর সমন্বয়ে ২৮টি এলসিএস গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। মার্কেট শেড ও বাজারের অভ্যন্তরে অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণে এলসিএস পদ্ধতিতে লক্ষ্যমাত্রাভুক্ত ১৭৩টি দলের ২৩০১ জন নারী সদস্যের মধ্যে ২০০৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত ৯৫০ জন, ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৩৯৬ জন এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে ১৯৭ জন অর্থাৎ সর্বমোট ১৫৪৩ জন নারীর কর্মসংস্থান হয়েছে (ছক-৬ক: পৃষ্ঠা ১৮ দ্রষ্টব্য)।

দুঃস্থ নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং ন্যায্য পারিশ্রমিক নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চর অঞ্চলে বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে এলসিএস নারী দলকে ঠিকাদার হিসেবে গন্য করা হয়, যদিও কাজের ক্ষেত্রে অন্য ঠিকাদারদের মত এদের মূলধন এবং লাইসেন্স এর প্রয়োজন পড়ে না। প্রকল্পভুক্ত এলসিএস নারীদের জন্য কাজের উপযুক্ত পারিশ্রমিক ছাড়াও নির্মাণ কাজের ১০% মুনাফা বন্টন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রকল্পের আওতায় দরপত্রের মাধ্যমে নির্বাচিত ঠিকাদারগণ যে সব অবকাঠামো নির্মাণ করেছেন, সেখানেও নারীদের কাজের সুযোগ তৈরী করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রকল্প থেকে ঠিকাদারগণকে নারী শ্রমিক নিয়োগে ও সমমজুরী দিতে উৎসাহিত করা হয়েছে। মার্কেট ও এইচ বি বি সড়ক নির্মাণে এলসিএস নারী দলের কাজের বিপরীতে মজুরী ও মুনাফা বন্টনের ক্ষেত্রে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ১৫৪৩ জন নারীকে মজুরী ও মুনাফা হিসেবে ২৬১.০২ লক্ষ টাকা দেয়া হয়েছে (ছক-৬খ: পৃষ্ঠা ১৮ দ্রষ্টব্য)।

খ) আত্ম-কর্মসংস্থান

গ্রামীণ দুঃস্থ নারীদের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের মাধ্যমে সরাসরি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে এর পরিধির সীমাবদ্ধতার কারণে যে সব নারী এ সুযোগ পাননি তাঁদেরকে আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করতে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে দরিদ্র নারীদের সংগঠিত করে ২০ জনের দল গঠন করা হয়েছে। দেয়া হয়েছে দল পরিচালনাসহ বিভিন্ন সামাজিক ও আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ। চালানো হয়েছে সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম। দু'টি এনজিওর মাধ্যমে এসব কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

এদিকে যেসব নারী সরাসরি কাজের সুযোগ পেয়েছেন, কাজ শেষে তাঁরা যাতে আবার আগের অবস্থায় ফিরে না যান, সেজন্য এলসিএস দলভুক্ত নারীদেরও আলাদাভাবে সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় এনে এনজিওর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। নিয়মিত সদস্যদের সাপ্তাহিক ১০ টাকা হারে সঞ্চয় করা ছিলো বাধ্যতামূলক। এরাই প্রকল্প থেকে ক্ষুদ্রঋণ সুবিধা পেয়েছেন। এছাড়া অন্যান্য নারীদের জন্য স্বেচ্ছায় সুবিধামত অংকের টাকা সঞ্চয় করার সুযোগ রাখা হয়েছিলো, যদিও তারা কোনও ঋণ সুবিধা পাননি। সঞ্চয়কৃত অর্থ এবং পল্লী কর্মসহায়ক ফাউণ্ডেশনের ফাণ্ড থেকে নিয়মিত সদস্যদের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ২০০৭ সাল পর্যন্ত জনপ্রতি ৫০০০-২৫০০০ টাকা হারে এবং ২০০৯ সাল থেকে জনপ্রতি ১০০০০-২৯০০০ টাকা হারে এই ঋণ সুবিধা দেয়া হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মোট ৩৬৭৩ (৩৫০০টি সাধারণ ও ১৭৬টি এলসিএস) দলের মধ্যে ২০১১ সালের জুন মাস পর্যন্ত মোট ২৬৫৩টি দল গঠন করা হয়েছে, যার সদস্য সংখ্যা ৫৪২৭০ জন। দলীয় সদস্যগণ এ সময় পর্যন্ত ১২ কোটি ৪ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করেছেন এবং সংশ্লিষ্ট এনজিও ৪৬৮১৭ জন সদস্যের মধ্যে ১৭৩ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকার ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। ক্ষুদ্রঋণ পাওয়া নারীগণ আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক নানা কাজের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে প্রত্যয়ী হয়েছেন (ছক-৭: পৃষ্ঠা ১৯ দ্রষ্টব্য)।

গ) মানবসম্পদ উন্নয়ন

উন্নয়নকে টেকসই করতে অবকাঠামোগত ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মানবসম্পদ উন্নয়ন অপরিহার্য। উন্নত মানবসম্পদ সমৃদ্ধ জাতি গঠনের পূর্বশর্ত। এদেশের দুঃস্থ নারীদের মানবসম্পদে পরিণত করতে হলে তাদের আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণসহ সচেতন করা জরুরী। এই উদ্দেশ্যে প্রকল্পের লক্ষ্যভুক্ত নারীদের সামাজিক সচেতনতা, হাঁস-মুরগী ও পশু পালন, কৃষি উৎপাদন, আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। জেন্ডার এ্যাডভোকেসী কর্মশালার মাধ্যমে বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের জেন্ডার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক ব্যাধি দূর করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। ২০১১ সালের জুন মাস পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে মোট ১০৪৫০৫ জন নারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। (ছক-৮: পৃষ্ঠা ১৯ দ্রষ্টব্য)।

ঘ) ব্যবসা সহায়ক সুবিধা

সামাজিক নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে আমাদের দেশের দুঃস্থ নারীগণ তাঁদের উৎপাদিত পণ্য বাড়িতে বসে বিক্রয় করতেই বেশী স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন। এতে তাঁরা বঞ্চিত হন পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি থেকে। এই প্রতিবন্ধকতা দূর করে নারীদের ব্যবসায়ে উৎসাহিত করতে অর্থাৎ একজন নারীর ভেতরে সত্যিকারের ব্যবসায়ী মনোভাব সৃষ্টি করে বাজারে তাঁর পণ্যের বিপণন সহজতর করতে প্রকল্পের আওতায় গৃহীত ৬৬টি বাজারের ১৩টিতে একটি করে নারী বিপণীকেন্দ্র তৈরীর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ৪টি দোকানের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিটি বিপণীকেন্দ্র শুধুমাত্র ব্যবসায়ী নারী দ্বারা পরিচালিত হবে। এখানে পৃথক টয়লেট ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। এছাড়া এলসিএস নারীগণ তাদের উৎপাদিত অথবা ক্রয়কৃত পণ্য যাতে সহজেই বাজার জাত করতে পারেন তার জন্য প্রকল্প থেকে এলসিএসদের মাঝে টোল ফ্রি কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। এই পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে এলসিএস নারীগণ বাজারে পণ্য বিপণনে উৎসাহিত হয়েছেন। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১৩টির মধ্যে ২০১১ সালের জুন মাস পর্যন্ত ৯টি নারী বিপণীকেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শেষে ৩৬টি দোকান ৩৬ জন ব্যবসায়ী নারীকে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। দোকান বরাদ্দ পাওয়া সব নারী ব্যবসা পরিচালনা করছেন (ছক-৯: পৃষ্ঠা ২০ দ্রষ্টব্য)।

ঙ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন

কর্মসংস্থানের পাশাপাশি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ জেন্ডার সমতাকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীরা যাতে পুরুষের মতোই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন, নিজেদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হতে পারেন তার জন্য নারীর ক্ষমতায়ন অপরিহার্য। বাংলাদেশ সরকারের হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অনুযায়ী বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটিতে (এমএমসি) ১ জন নারী ইউপি সদস্য ও ১ জন নারী ব্যবসায়ী প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এই প্রকল্পে। লক্ষ্যমাত্রা

অনুযায়ী ৬৬টি কমিটির মধ্যে জুন ২০১১ পর্যন্ত মোট ৬৫টি কমিটি গঠিত হয়েছে, যার মধ্যে ৬৫ জন নির্বাচিত নারী ইউপি সদস্য এবং ৬৫ জন নারী ব্যবসায়ী প্রতিনিধিসহ মোট ১৩০ জন নারীকে কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । এছাড়া সঞ্চয় কার্যক্রমের আওতায় গঠিত ২৬৫৩টি দলের সদস্য সংখ্যা ৫৪২৭০ জন। সে হিসেবে সর্বমোট ৫৪৪০০ জন নারীকে বিভিন্ন কমিটি ও দলীয় সভায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে ক্ষমতায়ন করা হয়েছে। (ছক-১০: পৃষ্ঠা ২০ দ্রষ্টব্য)।

চ) নেতৃত্ব বিকাশ

প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র নারীদের মধ্যে নেতৃত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় ২০ সদস্যের ৩৫০০টি এবং বিভিন্ন ধরণের অবকাঠামো নির্মাণ কাজের জন্য ১৭৩টি দলের সভাপতি ও সেক্রেটারির পদ তৈরী করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মোট ৩৬৭৩টি দলের মধ্যে জুন ২০১১ পর্যন্ত ২৬৫৩ টি দল গঠনের মাধ্যমে ৫৩০৬ জন নারীর নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে (ছক-১১: পৃষ্ঠা ২০ দ্রষ্টব্য)।

উপসংহার

চর অঞ্চলে বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পটি ২০১৩ সালের জুন মাসে শেষ হয়েছে। এই প্রকল্পে জেন্ডার বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রকল্প এলাকার দুঃস্থ নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ২৩০১ জন নারীর জন্য স্বল্প মেয়াদী কর্মসংস্থান এবং ৭০০০০ জন নারীর আত্ম-কর্মসংস্থানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, যার মধ্যে ২০১১ সালের জুন পর্যন্ত ১৫৪৩ জন নারীর স্বল্প মেয়াদী কর্মসংস্থান এবং ৪৬৮১৭ জন নারীর আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী হয়েছে। পুরুষের পাশাপাশি নারীগণ তাদের উৎপাদিত পণ্য যাতে সহজেই বাজারে বিপণনের সুযোগ পান তার জন্য সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। নারীদের মানবসম্পদে পরিণত করে স্বাবলম্বী করতে দেয়া হয়েছে নানান প্রশিক্ষণ। নারী নেতৃত্ব বিকাশের পথ সহজতর করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও নারী উন্নয়ন নীতিমালার আলোকে জেন্ডার সমতাকরণের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরাসরি অবদান রেখেছে।

ছক-৬ক: কর্মসংস্থান

অবকাঠামো নির্মাণ		নারীর কর্মসংস্থান (সংখ্যা)				
অবকাঠামোর ধরণ	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি			মোট
			জুন ২০০৯ পর্যন্ত	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	
মার্কেট শেড ও অন্যান্য বাজার অবকাঠামো	৬৬ টি	১৬৫০	৯৫০	২২০	৫০	১২২০
নারী বিপণী কেন্দ্র	১৩ টি	৯১	-	৫৬	৭	৬৩
এইচ বি বি সড়ক	৪০ কিঃমিঃ	৫৬০	-	১২০	১৪০	২৬০
মোট		২৩০১	৯৫০	৩৯৬	১৯৭	১৫৪৩

ছক-৬খ: লভ্যাংশ বিতরণ

অবকাঠামো নির্মাণ		অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)						
অবকাঠামোর ধরণ	লক্ষ্যমাত্রা	জুন ২০০৯ পর্যন্ত		২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১		মোট
		মজুরী	মুনাফা	মজুরী	মুনাফা	মজুরী	মুনাফা	মজুরী ও মুনাফা
মার্কেট শেড ও অন্যান্য বাজার অবকাঠামো	৬৬ টি	২২.৪৮	-	২৭.৫৯	২২.৫১	৬৪.৬৫	৭০.৯৯	২০৮.২২
নারী বিপণী কেন্দ্র	১৩ টি	-	-	-	-	-	-	-
এইচ বি বি সড়ক	৪০ কিঃমিঃ	-	-	১০.৭৭	৪.২৩	২৭.১৩	১০.৬৭	৫২.৮০
মোট		২২.৪৮	-	৩৮.৩৬	২৬.৭৪	১১৪.২৬	৮১.৬৬	২৬১.০২

ছক-৭: আত্ম-কর্মসংস্থান

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	অগ্রগতি			
		জুন ২০০৯ পর্যন্ত	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	মোট
সঞ্চয় কার্যক্রম					
ক) দল গঠন					
১। সাধারণ	৩৫০০	২৫৩৫	-	-	২৫৩৫
২। এলসিএস	১৭৩	৭৬	৩০	১২	১১৮
মোট	**৩৬৭৩**	**২৬১১**	**৩০**	**১২**	**২৬৫৩**
খ) নারী সদস্য সংখ্যা					
১। সাধারণ নারী	৭০০০০	৫২৭২৭	-	-	৫২৭২৭
২। এলসিএসভুক্ত নারী	২৩০১	৯৫০	৩৯৬	১৯৭	১৫৩২
মোট	**৭২৩০১**	**৫৩৬৭৭**	**৩৯৬**	**১৯৭**	**৫৪২৭০**
গ) সঞ্চয় (লক্ষ টাকা)					
১। সাধারণ নারী	-	৪১২.০০	২১০.০০	৫৭৯.২০	১২০১.২০
২। এলসিএসভুক্ত নারী	-	০.১৫	০.৭১	২.১২	২.৯৮
মোট	-	**৪১২.১৫**	**২১০.৭১**	**৫৮১.৩২**	**১২০৪.১৮**
ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম					
ঘ) ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা					
১। সাধারণ নারী	৭০০০০	১২৩৭৬	২৩৭৮৯	১০৫৪৮	৪৬৭১২
২। এলসিএসভুক্ত নারী	২৩০১	-	-	১০৫	১০৫
মোট	**৭২৩০১**	**১২৩৭৬**	**২৩৭৮৯**	**১০৬৫৩**	**৪৬৮১৭**
ঙ) ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)					
১। সাধারণ নারী	-	৬৮৫০.০০	৩৪৬০.০০	৭০৭৬.১০	১৭৩৮৬.১০
২। এলসিএসভুক্ত নারী	-	-	৫.৫০	৭.৬২	১৩.১২
মোট	-	**৬৮৫০.০০**	**৩৪৬৫.৫০**	**৭০৮৩.৭২**	**১৭৩৯৯.২২**

ছক-৮: মানব সম্পদ উন্নয়ন

প্রশিক্ষণের বিষয়	লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নারী (সংখ্যা)			
		জুন ২০০৯ পর্যন্ত	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	মোট
এলসিএস নারীদের সামাজিক সচেতনতা	৭০০০০	২৫৭১০	১১২০০	১৯৭৪	৩৮৮৮৪
হাঁস-মুরগী ও পশু পালন, কৃষি উৎপাদন	২৫২৫০	-	৩২২৫	১২৯৫	৪৫২০
আয়বর্ধনমূলক	৬৭২৬০	২৭১৮০	২১৮৭০	১২০৫১	৬১১০১
মোট	**১৬২৫১০**	**৫২৮৯০**	**৩৬২৯৫**	**১৫৩২০**	**১০৪৫০৫**

ছক-৯: ব্যবসা সহায়ক সুবিধা

উপাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	অগ্রগতি (সংখ্যা)			
		জুন ২০০৯ পর্যন্ত	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	মোট
নারী বিপণীকেন্দ্র	১৩	-	৮	১	৯
দোকান সংখ্যা	৫২	-	৩২	৪	৩৬
ব্যবসা দোকান বরাদ্দ ও পরিচালনাকারী নারীর সংখ্যা	৫২	-	৩২	৪	৩৬

ছক-১০: সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন

নারী সদস্য	লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	অগ্রগতি (সংখ্যা)			
		জুন ২০০৯ পর্যন্ত	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	মোট
ক) হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি					
কমিটি গঠন	৬৬	৩৬	১১	১৮	৬৫
নারী ইউপি সদস্য সংখ্যা	৬৬	৩৬	১১	১৮	৬৫
নারী ব্যবসায়ী প্রতিনিধি সংখ্যা	৬৬	৩৬	১১	১৮	৬৫
মোট নারী প্রতিনিধি	**১৩২**	**৭২**	**২২**	**৩৬**	**১৩০**
খ) দলীয় ও এলসিএস গ্রুপ					
১। সাধারণ	৭০০০০	৫২৭২৭	-	-	৫২৭২৭
২। এলসিএস (মার্কেট শেড)	৬৬০	৩৮০	৮০	২০	৪৮০
৩। এলসিএস (অবকাঠামো)	৯৯০	৫৭০	১৪০	৩০	৭৪০
৪। এইচ বি বি সড়ক	৫৬০	-	১২০	১৪০	২৬০
৫। নারী বিপণী কেন্দ্র	৯১	-	৫৬	৭	৬৩
মোট নারী সদস্য	**৭২৩০১**	**৫৩৬৭৭**	**৩৯৬**	**১৯৭**	**৫৪২৭০**
সর্বমোট নারী সদস্য সংখ্যা	**৭২৪৩৩**	**৫৩৭৪৯**	**৪১৮**	**২৩৩**	**৫৪৪০০**

ছক-১১: নেতৃত্ব বিকাশ

নেতৃস্থানীয় নারীর সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	অগ্রগতি (সংখ্যা)			
		জুন ২০০৯ পর্যন্ত	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	মোট
১। সাধারণ দলের সভাপতি ও সেক্রেটারির সংখ্যা	৭০০০	৫০৭০	-	-	৫০৭০
২। এলসিএস (মার্কেট শেড) দলের সভাপতি ও সেক্রেটারির সংখ্যা	১৩২	৭৬	১৬	৪	৯৬
৩। এলসিএস (মার্কেট অবকাঠামো) দলের সভাপতি ও সেক্রেটারির সংখ্যা	১৩২	৭৬	১৬	৪	৯৬
৪। এইচ বি বি সড়ক দলের সভাপতি ও সেক্রেটারির সংখ্যা	৫৬	-	১২	১৪	২৬
৫। নারী বিপণী কেন্দ্রদলের সভাপতি ও সেক্রেটারির সংখ্যা	১৩	-	১৬	২	১৮
মোট নেতৃস্থানীয় নারীর সংখ্যা	**৭৩৩৩**	**৫২২২**	**৬০**	**২৪**	**৫৩০৬**

পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি (আরইআরএমপি)

১৯৭৪ সালে বন্যা ও দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচির সূচনা হয়েছিল। যদিও এ কর্মসূচি স্বল্প-মেয়াদী কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে হাতে নেয়া হয়েছিল; কিন্তু এ থেকে এটা উপলব্ধি করা গিয়েছিল যে, খাদ্যকে জাতীয় উন্নয়নে আরও কার্যকর সম্পদ হিসেবে– সারা বছরব্যাপী গ্রামীণ দুঃস্থ নারীদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে– ব্যবহার করা যায়। এ প্রেক্ষাপটে ১৯৮৩ সালে কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি (সিডা) থেকে সহায়তা হিসেবে পাওয়া খাদ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থে ৭টি ইউনিয়নে পাইলট প্রকল্প হিসেবে কেয়ার বাংলাদেশের মাধ্যমে পল্লী রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি (আরএমপি) শুরু করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে এ কর্মসূচি ১৮০০টি ইউনিয়নে এবং ১৯৮৬ সালে হাওড় ও পার্বত্য অঞ্চল বাদে ৪০০৬টি ইউনিয়নে সম্প্রসারিত হয়।

১৯৯২ সালে কেয়ারের অন্তর্বর্তীকালীন মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রকল্পের সুফল টেকসই করতে নতুন উদ্যোগ নেয়া হয়। দুঃস্থ নারীরা প্রকল্পশেষে যেন আগের অবস্থায় ফিরে না যায়, সেজন্য তাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বনির্ভর করতে 'সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কম্পোনেন্ট (আরএমসি)' ও 'ইনকাম ডাইভারসিফিকেশন কম্পোনেন্ট (আইডিসি)'– এ দুটি উপাংশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নতুন এ আংগিকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত প্রকল্পটি বিভিন্ন দাতা সংস্থার অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়।

আরএমপির দুটো উপাংশের সঙ্গে "বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা" এবং "দুঃস্থদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা মনিটরিং"– এদুটো উপাংশ যোগ করে ২০০৮ সালে দেশের ৪৪৯৮টি ইউনিয়নে শুরু হয় "পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি" বা আরইআরএমপি। এর মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামীণ দুঃস্থ নারীদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ করা, যাতে দীর্ঘ মেয়াদে পল্লী অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সরকারের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মসূচিকে অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে নেয়া যায়।

জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রম

পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ দুঃস্থ নারীদের কর্মসংস্থান, আত্ম-কর্মসংস্থান ও মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে নেয়া পদক্ষেপগুলো হচ্ছে–

ক) কর্মসংস্থান: গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ সড়ক এবং রাস্তার পাশে রোপিত বৃক্ষ পরিচর্যায় পাঁচ বছর মেয়াদে দুঃস্থ নারী নিয়োগ;

খ) আত্ম-কর্মসংস্থান: প্রকল্পের মেয়াদশেষে নারীকর্মীদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য দৈনিক মজুরীর ৪০% অর্থ সঞ্চয়, এবং

গ) মানবসম্পদ উন্নয়ন: আত্ম-কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে দক্ষতা বাড়াতে প্রশিক্ষণ।

জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক) কর্মসংস্থান

আরইআরএমপির মাধ্যমে বাংলাদেশের ৪৪৯৮টি ইউনিয়নের ৫১৭৪০জন দুঃস্থ নারীর পাঁচ বছরের কর্মসংস্থান করা হয়েছে। বৃহত্তর রংপুরের দারিদ্র্য পীড়িত পাঁচটি জেলার ৩৫টি উপজেলার ৩৪২টি ইউনিয়নে বিশেষ বিবেচনায় ইউনিয়ন প্রতি ৩০জন এবং অন্য জেলার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন প্রতি ১০জন দুঃস্থ নারীকে এ কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ এবং এসব সড়কের পাশে রোপিত বৃক্ষ পরিচর্যায় নিয়োজিত হয়েছেন এসব নারীরা। ২০০৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৫১৭৪০ জন নারীকে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ এবং বৃক্ষ পরিচর্যায় নিযুক্ত করা হয়েছে। যেহেতু এটি পাঁচ বছর মেয়াদী একটি চলমান প্রক্রিয়া, তাই ২০১৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত একই সংখ্যক নারীর কর্মসংস্থান হয়েছে (ছক-১২: পৃষ্ঠা ২২ দ্রষ্টব্য)।

খ) আত্ম-কর্মসংস্থান

কর্মসূচিশেষে কাজে নিযুক্ত দুঃস্থ নারীরা যাতে আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বনির্ভর হতে পারেন, তাই তাদের দৈনিক মজুরীর ৪০% অর্থ বাবদ ৩৬ টাকা বাধ্যতামূলকভাবে ব্যাংকে সঞ্চয় করা হয়েছে। পাঁচ বছর পর কর্মসূচির মেয়াদ শেষে সুদে-আসলে একজন নারীর সঞ্চয় দাঁড়িয়েছে প্রায় ৭৫ হাজার টাকা, যা দিয়ে তিনি পছন্দমতো পণ্য উৎপাদন করে অথবা সুবিধাজনক ব্যবসা পরিচালনা করে আত্ম-কর্মসংস্থান করতে পারেন।

গ) মানবসম্পদ উন্নয়ন

আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে দক্ষতা বাড়াতে এবং উৎপাদিত পণ্য সঠিক মূল্যে বিপণনের কৌশল শেখাতে কর্মসূচিভুক্ত নারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দেয়া হয়েছে জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ। ২০০৯ সালের জুন পর্যন্ত জেন্ডার বিষয়ে এলজিইডির ১০৭২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, যেখানে ১০৬২ জন পুরুষ ও ১০ জন নারী। ২০১১ সালের জুন মাস পর্যন্ত আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে মোট ৩১৩৮২ জন নারীকে, অর্থাৎ প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ৩১৩৯২ জন নারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে (ছক-১৩: পৃষ্ঠা ২২ দ্রষ্টব্য)।

উপসংহার

আরইআরএমপি প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের দুঃস্থ নারীদের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃক্ষরোপণ কাজে নিয়োজিত করে একদিকে যেমন নারীদের কর্মসংস্থান করা হয়েছে, যা বাংলাদেশের দারিদ্র্য হ্রাসকরণে অবদান রাখছে; অন্যদিকে রক্ষণাবেক্ষণের ফলে গ্রামীণ সড়ক সারা বছর চলাচলের উপযোগী থাকছে, যা গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল রাখতে পালন করছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ২০১৩ সালের জুন মাসে আরইআরএমপির সফল সমাপ্তির পর এরই ধারাবাহিকতায় ৫৯১৮০ জন গ্রামীণ দুঃস্থ নারীর কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে ২০১৩ সালের জুলাই মাস থেকে শুরু হয় আরইআরএমপি-২ এর কার্ক্রম।

ছক-১২: কর্মসংস্থান

গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও রোপিতবৃক্ষ পরিচর্যা		কর্মসংস্থান (সংখ্যা)				
উপাংশ	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	জুন ২০০৯ পর্যন্ত	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	মোট
সড়ক বৃক্ষ পরিচর্যা	৯৮০০০ কিঃমিঃ ২২.৪৫ লক্ষ	৫১৭৪০	৫১৭৪০	৫১৭৪০	৫১৭৪০	৫১৭৪০
মোট		**৫১৭৪০**	**৫১৭৪০**	**৫১৭৪০**	**৫১৭৪০**	**৫১৭৪০**

ছক-১৩: মানব সম্পদ উন্নয়ন

প্রশিক্ষণের বিষয়	লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)		অগ্রগতি (সংখ্যা)							
			জুন ২০০৯ পর্যন্ত		২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১		মোট	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
এলজিইডির কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জেন্ডার বিষয়ক	১০	১০৬২	১০	১০৬২	-	-	-	-	১০	১০৬২
আত্ম–কর্মসংস্থানমূলক	৫১৭৪০	-	-	-	৮৯৩২	-	২২৪৫০	-	৩১৩৮২	-
মোট	৫১৭৪০	১০৬২	১০	১০৬২	৮৯৩২		২২৪৫০		৩১৩৯২	১০৬২

দ্বিতীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আরআইআইপি-২)

২০০৩-২০১০ মেয়াদে বাংলাদেশের পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলীয় খুলনা ও বরিশাল বিভাগের ১৬টি জেলায় বাস্তবায়িত গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২৫) এর ধারাবাহিকতায় ২০০৬ সালে বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও কুমিল্লার ২৩টি জেলায় শুরু হয় দ্বিতীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প বা আরআইআইপি-২। বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে এ প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), জার্মান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (জিআইজেড), জার্মান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (কেএফডব্লিউ) এবং ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি)।

বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদের শ্রমবাজারে এবং অর্থনীতিতে পুরুষের তুলনায় নারীর অংশগ্রহণ কম। এ কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বঞ্চনার শিকার হন নারীরা। তাই গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ এবং গ্রামীণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি নারীর কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়নের দিকে বিশেষ নজর দেয়া হয়েছে এই প্রকল্পে।

জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রম

জেন্ডার ও দারিদ্র্য ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। জেন্ডার উন্নয়ন ছাড়া দারিদ্র্য কমানো কখনোই সম্ভব নয়। আর এ লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকার শ্রেণী, লিঙ্গ, পেশাভেদে সর্বস্তরের মানুষকে উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে একটি সুপরিকল্পিত জেন্ডার কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে– প্রকল্পের সব কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণবৃদ্ধি করা, গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে দরিদ্র নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা, আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের ওপর প্রশিক্ষণ, স্থানীয় হাট-বাজারে নারীদের প্রবেশাধিকার সহজ করা, সেবা এবং টেকসই জীবনযাপনের সুযোগ পাওয়ার জন্য দরিদ্র নারীদের যোগ্যতা বৃদ্ধি করা, স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় নারী ইউপি সদস্য ও স্থানীয় নারীদের কার্যকর অংশগ্রহণ বাড়ানো, জেন্ডার সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জেন্ডার সমতা ও নিরপেক্ষতার উন্নতি সাধন।

আরআইআইপি-২ এর একটি অন্যতম লক্ষ্য গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে তাদেরকে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে ক্ষমতায়ন করা। বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মসূচি ও জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালাকে সামনে রেখে প্রকল্পটি বিভিন্ন নারী উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে, এর মধ্যে রয়েছে–

ক) কর্মসংস্থান: দুঃস্থ নারীদের একত্রিত করে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদল (এলসিএস) এর মাধ্যমে ইউনিয়ন ও উপজেলা সড়ক নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং ঠিকাদারের মাধ্যমে বাস্তবায়িত অবকাঠামো নির্মাণ কাজে নারীদের শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করতে অনুপ্রাণিত করা;

খ) আত্ম-কর্মসংস্থান: রাজস্ব বাজেটে পল্লী সড়ক ও কালভার্ট মেরামত কর্মসূচির আওতায় সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃক্ষ পরিচর্যার কাজে নিয়োজিত দুঃস্থ নারীদের বাধ্যতামূলক সঞ্চয়কে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহারের বিষয়ে সহায়তা করা;

গ) মানবসম্পদ উন্নয়ন: এলজিইডির কর্মকর্তা/কর্মচারী, ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও সচিব, অবকাঠামো নির্মাণে নিয়োজিত ঠিকাদার এবং পার্টনার এনজিওদের জেন্ডার সচেতনতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ। এছাড়া রয়েছে এলসিএস নারীদের মৌলিক প্রশিক্ষণসহ জেন্ডার বিষয়ে ধারণা দেয়া এবং বন্যা বিধ্বস্ত সড়ক সংস্কারে নিয়োজিত এলসিএস নারীদের কারিগরি ও জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ;

ঘ) ব্যবসা সহায়ক সুবিধা: হাট-বাজার ও গ্রোথ সেন্টারে নারী বিপণীকেন্দ্র (উইমেন্স মার্কেট সেকশন) নির্মাণ করে ক্ষুদ্র নারী ব্যবসায়ীদের পণ্য বিক্রয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় নির্মিত প্রতিটি মার্কেটে উন্মুক্ত সেডের (ওপেন সেড) কমপক্ষে ১৫% জায়গা ক্ষুদ্র নারী ব্যবসায়ীদের জন্য বাধ্যতামূলক ভাবে সংরক্ষিত রাখা;

ঙ) কর্মক্ষেত্রে সহায়ক সুবিধা: ৫৬টি ইউপি কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ, যেখানে নারী ইউপি সদস্যদের জন্য টয়লেটসহ আলাদা কক্ষ নির্মাণ;

চ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন: ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যদের বিভিন্ন কমিটিতে সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তি। এছাড়া নারী

ক্রেতা-বিক্রেতাদের ক্রয়-বিক্রয়ের সুযোগ সুবিধা নিয়ে কথা বলতে বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটিতে দুজন নারী সদস্য অন্তর্ভুক্তি;

ছ) **প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়নঃ** উন্নয়ন কার্যক্রমে প্রতিবন্ধীদের সম্পৃক্ত এবং প্রতিবন্ধী বান্ধব অবকাঠামো নির্মাণে উদ্বুদ্ধ করতে স্থানীয় প্রশাসন বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদ এবং মার্কেট ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রতিবন্ধীতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ। এছাড়া প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযুক্ত, টেকসই ও লাভজনক প্রকল্প তৈরি ও তা বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে সমাজে যারা প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করেন তাদের জন্য আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড বিষয়ে প্রশিক্ষণ।

জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক) কর্মসংস্থান

দ্বিতীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২৩টি জেলায় অবকাঠামো নির্মাণ বা সংস্কারের কাজ মূলতঃ দু-ভাবে– প্রচলিত ঠিকাচুক্তির মাধ্যমে এবং চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের (এলসিএস) মাধ্যমে– বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ঠিকাদারের মাধ্যমে অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে ন্যায্য মজুরীর ভিত্তিতে মোট শ্রমিকদের ৩০ শতাংশ নারী অন্তর্ভুক্তির বিধান রাখা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নকৃত ১০০০ কিঃমিঃ সড়কের পাশে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা করা হয়েছে। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ নারী। এছাড়া ময়মনসিংহ অঞ্চলের ৬টি জেলায় ২০০৭ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৭৭ কিঃমিঃ গ্রামীণ মাটির রাস্তা সংস্কার ও টার্ফিং এবং রংপুর অঞ্চলের দারিদ্র্য পীড়িত ৫টি জেলার ১০০ কিঃমিঃ গ্রামীণ মাটির রাস্তা সংস্কারের জন্য চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলে পুরুষের সঙ্গে দুঃস্থ নারীদের অন্তর্ভুক্ত করে নারীর কর্মসংস্থান করা হয়েছে। প্রকল্পের শুরু থেকে ২০০৯ সালের জুন পর্যন্ত ২৯৩৬ জন, ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৩২৯১ এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে ২৮১৭ জন অর্থাৎ সর্বমোট ৯০৪৪ জন দুঃস্থ নারীর কর্মসংস্থান করা হয়েছে আরআইআইপি-২ থেকে, যা প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৯১% (ছক-১৪: পৃষ্ঠা ২৭ দ্রষ্টব্য)।

খ) আত্ম-কর্মসংস্থান

দ্বিতীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ দুঃস্থ নারীদের জন্য পরোক্ষভাবে আত্ম-কর্মসংস্থানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় যেসব উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন করা হয়, নির্মাণ পরবর্তী এক বছর সেসব সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের। পরবর্তীতে এসব সড়ক রাজস্ব বাজেটে এলজিইডির পল্লী সড়ক ও কালভার্ট মেরামত কর্মসূচির আওতায় সড়ক সংলগ্ন দুঃস্থ নারীদের মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। লেন্থ-পারসন পদ্ধতিতে এসব নারীরা তিন বছর পর্যন্ত রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত থাকেন। আরআইআইপি-২ থেকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় সম্পর্কে এসব নারীদের অবহিত করা হয়, যাতে কাজের মেয়াদশেষে আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিতে পারেন। ২০০৯-১০ অর্থবছরে ২৫০৮ জন নারীর সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৫০.০০ লক্ষ টাকা (ছক-১৫: পৃষ্ঠা ২৭ দ্রষ্টব্য)।

গ) মানব সম্পদ উন্নয়ন

গ.১) জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ

উন্নয়নের একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত হলো মানব সম্পদের যথাযথ উন্নয়ন। এলক্ষ্যে আরআইআইপি-২ থেকে এলজিইডির কর্মকর্তা/কর্মচারী, ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও সচিব এবং অবকাঠামো নির্মাণে নিয়োজিত ঠিকাদার ও পার্টনার এনজিওদের জেন্ডার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ২০১১ সালের জুন মাস পর্যন্ত এলজিইডির ৩০ জন নারী ও ৯৩৭ জন পুরুষ কর্মকর্তা/কর্মচারীকে জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। একই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ১৮৩২ জন ইউপি চেয়ারম্যান, ৫৪৯৬ জন নারী ও ১৬৪৮৮ জন পুরুষ সদস্য এবং ১৮৩২ জন সচিবকে। নির্মাণ কাজে নিয়োজিত ১৮৮ জন পুরুষ ঠিকাদার এবং পার্টনার এনজিওর ৮৮ জন নারী প্রতিনিধিও অংশ নেন এ প্রশিক্ষণে। ২০১১ সালের জুন মাস পর্যন্ত জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশ নেয়া মোট নারী ও পুরুষের সংখ্যা যথাক্রমে ৫৬১৪ ও ২১২৭৭ জন (ছক-১৬: পৃষ্ঠা ২৮ দ্রষ্টব্য)।

গ.২) এলসিএস নারীদের প্রশিক্ষণ

এলজিইডির পল্লী সড়ক ও কালভার্ট মেরামত কর্মসূচির আওতায় লেন্থ-পারসন পদ্ধতিতে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত নারীদের মৌলিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। কাজের মেয়াদশেষে আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য মানসিক প্রস্তুতি এবং বাধ্যতামূলক সঞ্চয় সর্ম্পকে অবহিত করা এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য। এছাড়া বন্যা বিধ্বস্ত সড়ক সংস্কারে নিয়জিত এলসিএস নারীদের কারিগরি ও জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ২০০৯ সালের জুন পর্যন্ত ১৫০০ জন এবং ২০০৯ -২০১০ অর্থবছরে ১০০৮ জন অর্থাৎ মোট ২৫০৮ জন নারীকে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ও আত্ম-কর্মসংস্থানের

বিষয়ে মৌলিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ৯৯৮ জন নারীকে দেয়া হয়েছে কারিগরি ও জেন্ডার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ (ছক-১৬: পৃষ্ঠা ২৮ দ্রষ্টব্য)।

গ.৩) প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

বিশ্বের জনসংখ্যার শতকরা ১০ জন প্রতিবন্ধী। বাংলাদেশে এই হার মোট জনগোষ্ঠির ৫.৬ শতাংশ। এদের অধিকাংশই হতদরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত। বিরাট এই জনগোষ্ঠিকে উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে আরআইআইপি-২ থেকে স্থানীয় প্রশাসন বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদ এবং মার্কেট ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রতিবন্ধীতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে উন্নয়ন কার্যক্রমে প্রতিবন্ধীদের সম্পৃক্তকরণ এবং প্রতিবন্ধী বান্ধব অবকাঠামো নির্মাণে। এছাড়া আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে সমাজে যারা প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করেন তাদেরকে, যাতে প্রশিক্ষণশেষে প্রতিবন্ধীদের উপযোগী, টেকসই ও লাভজনক আয়বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প তৈরি ও বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারেন। একই সংগে এসব কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধীদের সম্পৃক্ত করার কৌশল আয়ত্ত্ব করতে পারেন। প্রতিবন্ধীদের শারীরিক সেবা দিতে সহযোগিতা করার জন্য পরিবারের সদস্যদের মৌলিক বিষয়সহ থেরাপী চিকিৎসা দেয়ার প্রক্রিয়াও শেখানো হয়েছে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। ২০১১ সালের জুন পর্যন্ত মোট ১৩৫৭ জনকে প্রতিবন্ধীতার বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে (ছক-১৬: পৃষ্ঠা ২৮ দ্রষ্টব্য)।

ঘ) ব্যবসা সহায়ক সুবিধা

বাংলাদেশের নারীরা বিশেষতঃ দরিদ্র নারীরা গৃহকর্ম, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীসহ বিভিন্ন সেবামূলক কাজে নিয়োগ পেলেও ব্যবসার ক্ষেত্রে তাদের বিচরণ খুবই কম। তাছাড়া বিভিন্ন সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকতার জন্য নারীরা সাধারণত ঘরে বসে পণ্য উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয়ে পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতা করে থাকেন। ব্যবসায়ী নারীদের ব্যবসা সহায়ক সুবিধা বাড়াতে আরআইআইপি-২ থেকে বাজারে নারী বিপণীকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে আছে ৪ থেকে ১২টি করে দোকান। এছাড়া প্রতিটি বাজারে নির্মিত উন্মুক্ত সেডের (ওপেন সেড) কমপক্ষে ১৫% জায়গা নারী ব্যবসায়ীদের জন্য সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ২০১১ সালের জুন মাস পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৪০টির মধ্যে ৩৪টি নারী বিপণীকেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শেষে ২৮৪টি দোকান নারী ব্যবসায়ীদের বরাদ্দ দেয়ার উপযোগী করে ১৯৭ জন নারী ব্যবসায়ীকে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। (ছক-১৭: পৃষ্ঠা ২৮ দ্রষ্টব্য)

ঙ) কর্মক্ষেত্রে সহায়ক সুবিধা

কর্মক্ষেত্রে নারীদের সহায়ক পরিবেশ তৈরী জেন্ডার সমতা কৌশলের একটি অন্যতম বিষয়। এলজিইডি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ইউপি কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করে থাকে। এই কমপ্লেক্স ভবনের মূল ডিজাইনে নারী সদস্যদের জন্য আলাদা কক্ষ ও টয়লেট সংযোজন করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৫৬টি ইউপি কমপ্লেক্স ভবনের মধ্যে ২০১১ সালের জুন মাস পর্যন্ত ৪৫টি নির্মিত হয়েছে, যেখানে রয়েছে এই সুবিধা (ছক-১৮ পৃষ্ঠা ২৯ দ্রষ্টব্য)।

এছাড়া ঠিকাচুক্তির মাধ্যমে নির্মাণকাজে নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য নির্মাণস্থলে আলাদা শ্রমিক সেড ও টয়লেট নির্মাণ বাধ্যতামূলক করে এ উদ্দেশ্যে ঠিকাদারের চুক্তিপত্রে বিশেষ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং তা নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা হয়েছে।

চ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন

নারীর ক্ষমতায়ন এবং সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটিতে নারী ইউপি সদস্যদের সরকারিভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের ১৩টি স্থায়ী কমিটির এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৪টিতে সভাপতি হবেন নারী ইউপি সদস্যগণ। প্রকল্পের আওতাধীন ১৮৩২টি ইউনিয়নের স্থায়ী কমিটিতে নারী ইউপি সদস্যদের সভাপতি হিসেবে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

চ.১) ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন কমিটিতে নারীর অন্তর্ভুক্তি

সরকারি নীতিমালা অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদের অন্যান্য কমিটি, যেমন– সমাজ উন্নয়ন, শিক্ষা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কমিটিতেও সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সদস্য হিসেবে নির্বাচিত নারী সদস্যদের প্রতিনিধি করা হয়েছে। এসব কমিটি কার্যকর করতে প্রকল্প থেকে ৪৫০টি ইউনিয়ন পরিষদকে পাইলট ভিত্তিতে বেছে নিয়ে প্রতিটি পরিষদের ৩টি কমিটিকে সক্রিয় করা হয়েছে। কমিটির সভায় নারীদের অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে ইউপি চেয়ারম্যান, নারী ও পুরুষ সদস্য এবং সচিবদের জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এর ফলে ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যগণ নিয়মিত সভায় মতামত দিয়ে অবদান রাখছেন সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৭৩২৮টির মধ্যে জুন ২০০৯ পর্যন্ত ১৮০০টি এবং ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ৩৫০০টি অর্থাৎ মোট ৫৩০০টি স্থায়ী কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হয়েছেন নারী ইউপি সদস্যগণ। এছাড়াও সরকার নির্দেশিত

অন্যান্য কমিটির মধ্যে ৩টি করে ৪৫০টি ইউপির ১৩৫০টি কমিটি সক্রিয় আছে, যেখানে ১৩৫০ জন নারী ইউপি সদস্য সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন (ছক-১৯: পৃষ্ঠা ২৯ দ্রষ্টব্য)।

চ.২) মার্কেট ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারীর অন্তর্ভুক্তি

সরকারি নীতিমালা অনুসারে প্রতিটি মার্কেট ব্যবস্থাপনা কমিটিতে (এমএমসি) দুইজন নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত আছেন। এদের একজন ব্যবসায়ী নারী ও অন্যজন ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্য। এরা প্রতি মাসে একবার সভার জন্য মিলিত হয়ে আলোচনায় অংশ নেন। নারী মার্কেট সেকশনের দোকানদার বাছাই সংক্রান্ত কমিটিতেও সংশ্লিষ্ট ইউপি নারী সদস্য ও একজন সমবায় সমিতির নেত্রী আছেন, যারা সঠিক ও যোগ্য নারী ব্যবসায়ী বাছাই, চুক্তি সম্পাদন ও দোকান বরাদ্দের ব্যাপারে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন। ২০১১ সালের জুন পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২২৮টি মার্কেট ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করে ২২৮ জন নারী ইউপি সদস্য এবং ২২৮জন নারী ব্যবসায়ী অর্থাৎ সর্বমোট ৪৫৬ জন নারীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা হয়েছে (ছক-২০: পৃষ্ঠা ২৯ দ্রষ্টব্য)।

জ) আন্তর্জাতিক নারী দিবস

মানবজাতির মৌলিক স্বাধীনতার আস্বাদ পেতে, শান্তি ও সামাজিক প্রগতি নিশ্চিত করতে প্রযোজ্য সব ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, সাম্য এবং প্রকৃত উন্নয়ন অতিব জরুরী। স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শান্তি, নিরাপত্তা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অবদানকে সম্মাননা জানানোর মাধ্যমে সাম্য ও ন্যায়পরায়ণতাকে উৎসাহিত করতে প্রতি বছর ৮ মার্চ বিশ্বব্যাপী উদযাপিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এরই অংশ হিসেবে নারী দিবসের মূল আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ২০১১ সালের ৮ মার্চ দ্বিতীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্যোগে প্রকল্পভুক্ত ২৩ জেলার ৪২টি ইউনিয়নে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপিত হয়।

নারী ইউপি সদস্য ও স্থানীয় নারীনেত্রীগণ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালা পরিচালনার সুযোগ পেয়েছেন, পেয়েছেন বক্তৃতাসহ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করার সুযোগ। ইউনিয়নের একজন কার্যকর সদস্য হিসেবে কার্যক্রম চালিয়ে যাবার বিষয়ে উৎসাহী ও উদ্দীপ্ত ছিলেন তাঁরা। সাফল্যের সঙ্গে উদযাপিত আন্তর্জাতিক নারী দিবসের বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালা প্রচার মাধ্যমগুলোতে ফলাও করে প্রচার করা হয়। উল্লেখ্য, ২০০৯ সালে প্রকল্পভুক্ত ১১ জেলার ১৪টি ইউনিয়নে এবং ২০১০ সালে ২৩ জেলার ৩৮টি ইউনিয়নে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপনের আয়োজন করা হয়েছিলো। এদিকে জেলার আচমিতা ইউনিয়ন ২০১০ সালে নিজ উদ্যোগে দিবসটি উদযাপনের আয়োজন করে।

উপসংহার

দ্বিতীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পটি ২০১৩ সালের জুন মাসে শেষ হয়েছে। প্রকল্পটি এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্পের মতো গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে জেন্ডার সমতাকরণ এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণে কাজ করেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১১ এর জুন পর্যন্ত মোট ৯০৪৪ জন গ্রামীণ দুঃস্থ নারীর কর্মসংস্থান করা হয়েছে। পরোক্ষভাবে ২৫০৮ জন নারীর আত্ম-কর্মসংস্থানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ২৬৮৯১জন নারী-পুরুষকে। প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ৩৫০৬ জন এলসিএসভুক্ত দরিদ্র নারীকে। নারীর ক্ষমতায়নসহ বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনে।

ছক-১৪: কর্মসংস্থান

অবকাঠামো নির্মাণ		কর্মসংস্থান (নারীর সংখ্যা)				
অবকাঠামোর ধরণ	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	জুন ২০০৯ পর্যন্ত	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	মোট
ঠিকাচুক্তির মাধ্যমে						
উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক	১২৭০ কিঃমিঃ	৫২৩৫	১৪৩১	১৮৫৬	১৬২৮	৪৯১৫
গ্রোথ সেন্টার	৩৮টি	১৫৭	৭১	১৮	১৯	১০৮
গ্রামীণ হাট-বাজার	৫৩টি	১৯৭	৭২	৪৫	৩৪	১৫১
ব্রীজ/কালভার্ট	৫৩১৮ মিঃ	৯৬৫	৫১	১২৪	২৮৫	৪৬০
ডুবন্ত সড়ক	৪৮ কিঃমিঃ	৫৪৭	৩২১	১০৬	১২০	৫৪৭
ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	৫৫টি	৩৬৮	২১০	৯০	৬৬	৩৬৬
নারী মার্কেট সেকশন	৪০টি	৭০	২৭	২৩	১৩	৬৩
বন্যা পুনর্বাসন কেন্দ্র	২টি	২৫	-	১৮	৭	২৫
এলজিইডি ভবন	১২৪৪৭ বঃমিঃ	১৫০	৫৬	৪৪	৪৫	১৪৫
মোট	-	**৭৭১৪**	**২২৩৯**	**২৩২৪**	**২২১৭**	**৬৭৮০**
চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের মাধ্যমে						
বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা	৩০০ কিঃমিঃ	৬৬৬	-	৬৬	৬০০	৬৬৬
বন্যা বিধ্বস্ত গ্রামীণ মাটির রাস্তা সংস্কার	৭৭ কিঃমিঃ	৪৯৯	৪৪৭	৫২	-	৪৯৯
টার্ফিং	৭৭ কিঃমিঃ	২৬৬	২৫০	১৬	-	২৬৬
গ্রামীণ মাটির রাস্তা সংস্কার	১০০ কিঃমিঃ	৮৩৩	-	৮৩৩	-	৮৩৩
মোট	-	**২২৬৪**	**৬৯৭**	**৯৬৭**	**৬০০**	**২২৬৪**
সর্বমোট	-	**৯৯৭৮**	**২৯৩৬**	**৩২৯১**	**২৮১৭**	**৯০৪৪**

ছক-১৫: আত্ম-কর্মসংস্থান

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি			
		জুন ২০০৯ পর্যন্ত	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	মোট
আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কাজের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নারীর সংখ্যা	২৫০৮	১৫০০	১০০৮	-	২৫০৮
সঞ্চয়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	২৫০.৮০	-	১৫০.০০	-	১৫০.০০

ছক-১৬: মানব সম্পদ উন্নয়ন

প্রশিক্ষণের বিষয় / অংশগ্রহণকারী	লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা							
		জুন ২০০৯ পর্যন্ত		২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১		মোট	
		নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
ক) জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ									
১। এলজিইডি কর্মকর্তা/কর্মচারী	১০০০	৩০	৯৩৭	-	-	-	-	৩০	৯৩৭
২। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (ইউনিয়ন পরিষদ) প্রতিনিধি									
ইউপি চেয়ারম্যান	১৮৩২	-	১৮৩২	-	-	-	-	-	১৮৩২
ইউপি সদস্য	২১৯৮৪	-	-	৫৪৯৬	১৬৪৮৮	-	-	৫৪৯৬	১৬৪৮৮
ইউপি সচিব	১৮৩২	-	১৮৩২	-	-	-	-	-	১৮৩২
মোট	**২৫৬৪৮**	**-**	**৩৬৬৪**	**৫৪৯৬**	**১৬৪৮৮**	**-**	**-**	**৫৪৯৬**	**২০১৫২**
৩। অন্যান্য উন্নয়ন অংশীদার									
ঠিকাদার	২০০	-	২৩	-	১৬৫	-	-	-	১৮৮
পার্টনার এনজিও	১০০	৬০	-	২৮	-	-	-	৮৮	-
মোট	**৩০০**	**৬০**	**২৩**	**২৮**	**১৬৫**	**-**	**-**	**৮৮**	**১৮৮**
জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণের মোট	**২৬৯৪৮**	**৯০**	**৪৬২৪**	**৫৫২৪**	**১৬৬৫৩**	**-**	**-**	**৫৬১৪**	**২১২৭৭**
খ) এলসিএস নারীদের প্রশিক্ষণ									
মৌলিক প্রশিক্ষণ	২৫০৮	১৫০০	-	১০০৮	-	-	-	২৫০৮	-
বন্যা বিধ্বস্ত সড়ক সংস্কার বিষয়ক এবং কারিগরি ও জেন্ডার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১০০০	৯৯৮	-	-	-	-	-	৯৯৮	-
এলসিএস প্রশিক্ষণের মোট	**৩৫০৮**	**২৪৯৮**		**১০০৮**				**৩৫০৬**	
গ) প্রতিবন্ধী বিষয়ে প্রশিক্ষণ									
সচেতনতাবৃদ্ধি ও পরিচিতি	১৮০	-	-	১৬৬	-	-	-	১৬৬	-
আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড ব্যবস্থাপনা	৬০০	-	-	৫০৪	-	-	-	৫০৪	-
মৌলিক পুনর্বাসন ও থেরাপী সেবা	৭০০	-	-	৬৮৭	-	-	-	৬৮৭	-
প্রতিবন্ধী বিষয়ে প্রশিক্ষণের মোট	**১৪৮০**	**-**	**-**	**১৩৫৭**	**-**	**-**	**-**	**১৩৫৭**	**-**
সর্বমোট	**৩১৯৩৬**	**২৫৮৮**	**৪৬২৪**	**৭৮৮৯**	**১৬৬৫৩**	**-**	**-**	**১০৪৭৭**	**২১২৭৭**

ছক-১৭: ব্যবসা সহায়ক সুবিধা

উপাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	অগ্রগতি (সংখ্যা)			
		জুন ২০০৯ পর্যন্ত	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	মোট
নারী বিপণীকেন্দ্র	৪০	-	১৭	১৭	৩৪
নারীদের দোকান সংখ্যা	৩১২	-	৮৪	২০০	২৮৪
দোকান বরাদ্দ ও ব্যবসায়ী কার্যক্রম পরিচালনাকারী নারীর সংখ্যা	৩১২	-	৮০	১১৭	১৯৭

ছক-১৮: কর্মক্ষেত্র ও অন্যান্য স্থাপনায় সহায়ক সুবিধা

ইউপি কমপ্লেক্স ভবন	লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	অগ্রগতি (সংখ্যা)			
		জুন ২০০৯ পর্যন্ত	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	মোট
ইউপি কমপ্লেক্সে নারীদের আলাদা কক্ষ ও টয়লেট নির্মাণ	৫৬	-	২৫	২০	৪৫
মোট	**৫৬**	**-**	**২৫**	**২০**	**৪৫**

ছক-১৯: সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন

কমিটি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি (নারীর সংখ্যা)			
		জুন ২০০৯ পর্যন্ত	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	মোট
স্থায়ী কমিটি (সভাপতি হিসেবে)	৭৩২৮	১৮০০	৩৫০০	-	৫৩০০
সরকার নির্দেশিত অন্যান্য কমিটি	১৩৫০	৭৫৩	৫৯৭	-	১৩৫০
মোট	**৮৬৭৮**	**২৫৫৩**	**৪০৯৭**	**-**	**৬৬৫০**
মার্কেট ব্যবস্থাপনা কমিটি					
কমিটি গঠন	২২৮	৭৬	১৫২	-	২২৮
নারী ইউপি সদস্য সংখ্যা	২২৮	৭৬	১৫২	-	২২৮
নারী ব্যবসায়ী প্রতিনিধি সংখ্যা	২২৮	৭৬	১৫২	-	২২৮
মোট নারী প্রতিনিধি	**৪৫৬**	**১৫২**	**৩০৪**	**-**	**৪৫৬**
সর্বমোট নারী প্রতিনিধি	**৯১৩৪**	**২৭০৫**	**৪৪০০**	**-**	**৭১০৬**

গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আরআরএমএআইডিপি)

বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও দারিদ্র্য সহায়ক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কৃষিখাত সহায়তা কর্মসূচি-২ এর আওতায় গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (অংগ-৩) ২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে শুরু হয়। ডানিডা সহায়তাপুষ্ট এই প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের উপকূলীয় ৪টি জেলা, যথা– পটুয়াখালী, বরগুনা, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর এর ৯টি উপজেলায় গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এসব অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গতিশীল হওয়ার পাশাপাশি দরিদ্র ও বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যা দারিদ্র্য হ্রাসকরণে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, গ্রামীণ দরিদ্রদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করা এবং ন্যায্য মজুরী নিশ্চিত করে দারিদ্র্য কমিয়ে আনা। এখানে ঠিকাদারের পাশাপাশি নারী-পুরুষ মিলে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল (এলসিএস) গঠন করেও কাজ করা হয়েছে।

জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রম

গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (অংগ-৩)-এ জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে নারীর কর্মসংস্থান, আত্ম-কর্মসংস্থান ও মানবসম্পদ উন্নয়ন।

ক) কর্মসংস্থান: মাটির রাস্তা ও এইচবিবি সড়ক এবং পাইপ কালর্ভাট ও ইউ-ড্রেন নির্মাণ, রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ এবং বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা ইত্যাদি কার্যক্রমে এলসিএস পদ্ধতিতে এলাকার দুঃস্থ নারী নিয়োগ। এছাড়া ঠিকাদারী কিছু কাজে বাধ্যতামূলক সাব-কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে এলসিএস নারী নিয়োগ;

খ) আত্ম-কর্মসংস্থান: স্বল্প মেয়াদে কর্মসংস্থান পাওয়া এলসিএস দলের নারী সদস্যদের আয়কে স্থায়ী আয়ে পরিণত করতে তাদেরকে বিভিন্ন ধরণের আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তি; এবং

গ) মানবসম্পদ উন্নয়ন: নারী কর্মীদের কাজের দক্ষতা বাড়াতে কারিগরী প্রশিক্ষণ, আয়বর্ধন ও সামাজিক সচেতনতামূলক এবং নারীর মানবিক অধিকার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ।

জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক) কর্মসংস্থান

প্রথাগতভাবে ঠিকাদারের মাধ্যমে অবকাঠামো নির্মাণ কাজ বাস্তবায়িত হলেও গ্রামীণ দুঃস্থ নারীদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে আরআরএমএআইডিপি পরীক্ষামূলকভাবে তিনটি ভিন্ন কৌশল নির্ধারণ করে। এগুলো হচ্ছে –

১। ঠিকাদারের মাধ্যমে বাস্তবায়ন;
২। সরাসরি এলসিএস এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন এবং
৩। এলসিএস গ্রুপকে ঠিকাদারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ করে বাস্তবায়ন

গ্রামীণ দুঃস্থ নারীদের সমন্বয়ে এলসিএস গঠন করে তাদের মাধ্যমে হালকা ও মাঝারী ধরণের কাজ, যেমন– মাটির রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত, বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা, ইউ-ড্রেন নির্মাণ, পেভমেন্ট মেরামত ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা হয়। এর মধ্যে পাকা কাজে নারী ও পুরুষ নিয়ে মিশ্র এলসিএস দল গঠন করা হয়। এছাড়া ঠিকাচুক্তির মাধ্যমে বাস্তবায়িত কিছু কাজে বাধ্যতামূলকভাবে এলসিএস শ্রমিকদের সাব-কন্ট্রাক্ট এর মাধ্যমে নিয়োগ দেয়া হয়। এ উদ্দেশ্যে ঠিকাদারগণকে এলসিএস সাব-কন্ট্রাক্ট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণও দেয়া হয়েছে। এভাবেই আরআরএমএআইডিপিতে নারীর কর্মসংস্থান করা হয়েছে। প্রকল্পের শুরু থেকে ২০০৯ সালের জুন পর্যন্ত ১৪৭৭৮ জন ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ৩০৩২ জন এবং ২০১০ -২০১১ অর্থবছরে ৪৭৮৪ জন অর্থাৎ সর্বমোট ২২৬৬৪ জন দুঃস্থ নারীর কর্মসংস্থান করা হয়েছে আরআরএমএআইডিপি থেকে (ছক-২০: পৃষ্ঠা ৩২ দ্রষ্টব্য)।

খ) আত্ম-কর্মসংস্থান

পারিবারিক দারিদ্র্য নিরসন করে এলসিএস নারীদের আয়কে স্থায়ী করার জন্য প্রকল্পের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে আত্ম-কর্মসংস্থানের পথ তৈরী করা হয়েছে। কৃষি সহায়তা কর্মসূচি-২, যার আওতায় আরআরএমএআইডিপি প্রকল্পটি

বাস্তবায়িত হয়েছে, এর একটি অংশ হলো আঞ্চলিক মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন কম্পোনেন্ট (আরএফএলডিসি)। মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ উন্নয়নের জন্য স্থানীয় সরকারকে সহযোগিতা দেয়াই এর অন্যতম কাজ। ফার্মার ফিল্ড স্কুলের মাধ্যমে আরএফএলডিসি বিভিন্ন আয়বৃদ্ধি ও আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এলসিএসভুক্ত নারীদের আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের সাহায্যে আত্ম-কর্মসংস্থানের উপযোগী করে গড়ে তুলতে আনুষ্ঠানিকভাবে ফার্মার ফিল্ড স্কুল (এফএফএস) কেন্দ্রে হস্তান্তর করা হয়। ২০১১ সালের জুন পর্যন্ত ১২৪৬৭ জন নারীকে আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য এফএফএস কেন্দ্রে হস্তান্তর করা হয়েছে, যারা আত্ম-কর্মসংস্থানের পথ খুঁজে পেয়েছেন (ছক-২১: পৃষ্ঠা ৩২ দ্রষ্টব্য)।

গ) মানবসম্পদ উন্নয়ন

মানবসম্পদ উন্নয়ন আরআরএমএআইডিপি প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। অবকাঠামো উন্নয়নে কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং এলসিএস কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয়ে এলসিএস সদস্যদের বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। একইসঙ্গে এলসিএস নারীদের সামাজিক সচেতনতা ও জ্ঞান, নারীর মানবিক অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা ও সক্ষমতা বাড়াতে ৯টি উপজেলার ৩১৬টি কেন্দ্রে ছয়মাস ব্যাপী ব্যবহারিক শিক্ষা কার্যক্রম চালানো হয়েছে। প্রতি কেন্দ্রে ৩০ জন সদস্যকে নিয়ে প্রতিদিন ২ ঘন্টা লেখাপড়া শেখানো হয়। এই প্রশিক্ষণে স্বাস্থ্যবিধি ও স্যানিটেশন, আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম, সমাজ ও পরিবেশ, সঞ্চয় ও ঋণ, পরিবার পরিকল্পনা ও ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয়ের ওপর পাঠ দেয়া হয়। ২০০৯ সালের জুন পর্যন্ত ৩৩৩০৯ জন, ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ২০৪৬২ জন এবং ২০১০-২০১১ অর্থবছরে ৫৫৮৫ জন অর্থাৎ সর্বমোট ৬৪০৯৬ জন নারীকে দক্ষতা বৃদ্ধি, নেতৃত্ব ও সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া ঠিকাচুক্তির মাধ্যমে বাস্তবায়িত কাজে নারীদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে নির্মাণ কাজে নিয়োজিত ১১৯ জন ঠিকাদারকে এলসিএস সাব-কন্ট্রাক্ট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে (ছক-২২: পৃষ্ঠা ৩২ দ্রষ্টব্য)।

উপসংহার

বাংলাদেশের উপকূলীয় ৪টি জেলায় বাস্তবায়িত আরআরএমএআইডিপি গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি ২০১১ সালের জুন পর্যন্ত ২০৫৭১ জন দুঃস্থ নারীর কর্মসংস্থান করেছে। ২০১৩ সালের জুনে শেষ হয়ে যাওয়া প্রকল্পটি নারীর আত্ম-কর্মসংস্থানেরও উদ্যোগ নিয়েছে। এলসিএসভুক্ত ১২৪৬৭ জন নারীকে আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের সাহায্যে আত্ম-কর্মসংস্থানের উপযোগী করে গড়ে তুলে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে ফার্মার ফিল্ড স্কুল (এফএফএস) কেন্দ্রে। বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ৬৪০৯৬ জন নারীকে।

ছক-২০: কর্মসংস্থান

অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ		কর্মসংস্থান (নারীর সংখ্যা)				
			অগ্রগতি			
অবকাঠামো	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	জুন ২০০৯ পর্যন্ত	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	মোট
চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের মাধ্যমে						
মাটির রাস্তা নির্মাণ	৮৪৩ কিঃমিঃ	১৯৪২০	১২৭৭৭	১৭৪১	৩২১৫	১৭৭৩৩
পেভমেন্ট মেরামত	৩০ কিঃমিঃ	৬০০	২৭১	৬৬	-	৩৩৭
ইউ-ড্রেন নির্মাণ	২৩৬ মিঃ	২৬২	৫৫	২৪	৯৫	১৭৪
কিলোমিটার পোষ্ট নির্মাণ ও স্থাপন	-	৩০	-	১৮	-	১৮
মাটির রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ	৪১ কিঃমিঃ	১০৫	-	৫৫	-	৫৫
বৃক্ষরোপণ	১১৯ কিঃমিঃ	৪৬০	১৩১	৮৩	-	২১৪
মোট		২০৮৭৭	১৩২৩৪	১৯৮৭	৩৩১০	১৮৫৩১
ঠিকাচুক্তির মাধ্যমে						
রাস্তা নির্মাণ	১৮৩ কিঃমিঃ	২০০০	১৩৩৬	৯৯২	১৩৫৯	৩৬৮৭
ইউ-ড্রেন নির্মাণ	১৭৪ মিঃ	৩২৬	১৭১	৮৩	১১৬	৩৬৯
রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ	৪১ কিঃমিঃ	৪০	-	৪০	-	৪০
মার্কেট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ	৯ টি	৩৭	৩৭	-	-	৩৭
স্লোপ প্রটেকশন	৩০০ মিঃ	১০০	-	-	-	-
মোট	-	২৫০৩	১৫৪৪	১১১৫	১৪৭৫	৪১৩৩
সর্বমোট	-	২৩৩৮০	১৪৭৭৮	৩১০২	৪৭৮৪	২২৬৬৪

ছক-২১: আত্ম-কর্মসংস্থান

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	অগ্রগতি (নারীর সংখ্যা)			
		জুন ২০০৯ পর্যন্ত	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	মোট
এলসিএস নারীদের এফএফএস-এ প্রেরণ	১২৭৮৮	৫৮১১	৩৬২০	৩৬২০	১২৪৬৭
মোট	১২৭৮৮	৫৮১১	৩৬২০	৩৬২০	১২৪৬৭

ছক-২২: মানব সম্পদ উন্নয়ন

প্রশিক্ষণের বিষয়	লক্ষ্যমাত্রা	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নারী-পুরুষের সংখ্যা							
		জুন ২০০৯ পর্যন্ত		২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১		মোট	
	(নারী-পুরুষ)	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
এলসিএস সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি, নেতৃত্ব ও সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ	২৯৩৪০	১৪৩১৭	৪৬৬	১৩৬৮৬	৫৬৭	২৮৬৫	৪১৪	৩০৮৬৮	১৪৪৭
আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	২৩০০০	১৫৬৬২	-	৬৭৭৬	-	১৩২৩	-	২৩৭৬১	-
ব্যবহারিক শিক্ষা কার্যক্রম	৮০০০	৩৩৩০	-	৪৭৪০	-	১৩৯৭	-	৯৪৬৭	-
ঠিকাদারদের এলসিএস সাব-কন্ট্রাক্ট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	-	-	১১৯	-	-	-	-	-	১১৯
মোট	-	৩৩৩০৯	৫৮৫	২০৪৬২	৫৬৭	৫৫৮৫	৪১৪	৬৪০৯৬	১৫৬৬

কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (সিবিআরএমপি)

সুনামগঞ্জ বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অত্যন্ত দরিদ্র ও অনগ্রসর একটি জেলা। এ জেলার অনগ্রসরতার অন্যতম কারণ এটি একটি হাওড় এলাকা। এখানে বছরের অর্ধেকেরও বেশী সময় থাকে জলমগ্নতা। এসময় গ্রামগুলি রূপ নেয় এক-একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপে। জমিগুলো এক-ফসলী। যোগাযোগ ব্যবস্থা নিতান্তই অনুন্নত। বর্ষায় টইটুম্বুর হাওড়ের প্রবল ঢেউ বিধ্বস্ত করে গ্রাম-জনপদ, বসতবাড়ি। ভূমিহীনের সংখ্যা বাড়ে। এখানে শতকরা প্রায় ৫১ ভাগ মানুষ ভূমিহীন, আর ৩৫% লোক প্রান্তিক চাষি, যাদের জমি ২.৫০ একরের নিচে।

বেশীরভাগ জমি এক-ফসলী হওয়ায় কৃষি কাজের সুযোগ সীমিত। তার ওপর রয়েছে আগাম বন্যা ও অতি-বৃষ্টির প্রাদুর্ভাব, যা কৃষি কাজের সম্প্রসারণকে নিয়তই করে বাধাগ্রস্ত। কৃষি উৎপাদন ভালো না হলেও এখানে রয়েছে মৎস্য সম্পদের বিশাল ভাণ্ডার। তবে অব্যাহত নদী ভরাটের কারণে তাও আজ হয়ে আসছে সংকুচিত। সুবৃহৎ এ জলাশয়ে এলাকার হত-দরিদ্র মানুষের মৎস্য আহরণের সুযোগ সীমিত করে রেখেছে গুটি কয়েক সম্পদশালী সুবিধাভোগী। ফলে নিত্য বেড়ে চলেছে হত-দরিদ্রের সংখ্যা।

এমনই এক প্রেক্ষাপটে ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট (ইফাদ) এর সহায়তায় ২০০৩ সালের জানুয়ারি মাসে শুরু হয় কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বা সিবিআরএমপি। সুনামগঞ্জ জেলার ৯টি উপজেলায় ভূমিহীন এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সক্রিয় অংশগ্রহণে পরিচালিত এ প্রকল্পে পাঁচটি অঙ্গে কাজ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে– শ্রমঘন ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, কৃষি ও প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা। এখানে তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র নারী-পুরুষকে একত্রিত করে স্বপরিচালিত সংগঠন সৃষ্টির মাধ্যমে অভীষ্ট জনগোষ্ঠির জন্য কর্মসংস্থান করা হয়েছে। আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন, ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের জলমহালে দীর্ঘমেয়াদী প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে গ্রামীণ দরিদ্র জনগণকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এ প্রকল্পে।

জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রম

কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পে জেন্ডার বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পুরুষের পাশাপাশি এলাকার পিছিয়ে পড়া নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সংখ্যাগত দিক থেকে নারীদের অন্তর্ভুক্তিই শুধু নয়, গুনগত দিক থেকে তাঁদের জীবনমানের উন্নয়নের বিষয়টিও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে নিয়মিত। সার্বিকভাবে নারীদের উন্নয়নে যেসব কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে, তা হলো–

ক) **কর্মসংস্থান:** প্রকল্পের সব ধরণের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং মাটি খনন কাজে নারীদের সম্পৃক্ত করা;

খ) **আত্ম-কর্মসংস্থান:** নারীদের আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সঞ্চয় সৃষ্টি, ক্ষুদ্রঋণ প্রদান এবং বিভিন্ন আয়মূলক কর্মকাণ্ডের জন্য দক্ষতা বাড়ানো। এছাড়া জলমহাল, পতিত জমি ও বদ্ধ জলাশয়ে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সম্পদে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা;

গ) **মানবসম্পদ উন্নয়ন:** বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদের সার্বিক উন্নয়ন ঘটানো

ঘ) **সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন:** বিভিন্ন সংগঠনের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন এবং

ঙ) **নেতৃত্ব বিকাশ:** গঠিত বিভিন্ন সংগঠনে নারীদের জন্য নেতৃস্থানীয় পদ সৃষ্টি এবং বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা।

জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক) কর্মসংস্থান

প্রকল্পের পাঁচটি অঙ্গের মধ্যে শ্রমঘন ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম– এই তিনটি অঙ্গের কাজে নারীর কর্মসংস্থান করা হয়েছে। শ্রমঘন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ তিনভাবে করা হয়েছে, যথা–

১। **ঠিকাচুক্তির মাধ্যমে:** সড়ক উন্নয়ন ও মাল্টি পারপাস ভিলেজ সেন্টার (এমভিসি) নির্মাণ;

২। **এলসিএস পদ্ধতিতে:** রাস্তার কাজ, মাটি খনন ও অবকাঠামো মেরামত; এবং

৩। **লেন্থ পারসন:** রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃক্ষরোপণ কাজে শতভাগ নারী নিয়োজিত করা।

প্রকল্পের আওতায় ২০ থেকে ৩০ জন নারী বা পুরুষ নিয়ে আলাদা কমিউনিটি সংগঠন (সিও) তৈরী করে ঠিকাচুক্তির মাধ্যমে যেসব কাজ করা হয়েছে, সেখানে ঠিকাদারের নিজস্ব শ্রমিকের পাশাপাশি এসব সংগঠন থেকেও শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া এলসিএস ও লেন্থ-পারসন পদ্ধতির কাজ করা হয়েছে সংগঠনের সদস্যদের মাধ্যমে।

মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন অঙ্গের আওতায় বিল উন্নয়ন, খাল পুনর্খনন ও পুকুর সংস্কারের কাজে লাগানো হয় সংগঠনের নারী পুরুষদের। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় কমিউনিটি সংগঠনকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ফ্যাসিলিটেটর (সিডিএফ) এবং সভাপতি ও ম্যানেজারের পদ সৃষ্টির মাধ্যমে নারীর কর্মসংস্থান করা হয়েছে।

শ্রমঘন ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কাজে জুন ২০০৯ পর্যন্ত মোট ১১৫৩ জন, ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ২৮৪ জন এবং ২০১০ -২০১১ অর্থবছরে ২১৮ জন অর্থাৎ মোট ১৬৫৫ জন নারীর কর্মসংস্থান করা হয়েছে। একই সময়ে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন অঙ্গের আওতায় বিল/খাল/পুকুর পুনর্খনন কাজের মাধ্যমে কর্মসংস্থান করা হয়েছে যথাক্রমে ৩০৩, ১৬০ ও ২৪৮ জন অর্থাৎ মোট ৭১১ জন নারীর। এছাড়া সংগঠন পরিচালনার জন্য সিডিএফ এর ২০ জন নারীসহ মোট ৬৬৫৬ জন নারীর কর্মসংস্থান হয়েছে (ছক-২৩: পৃষ্ঠা ৩৬ দ্রষ্টব্য)।

খ) আত্ম-কর্মসংস্থান

প্রকল্পের মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, কৃষি ও প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম– এই তিনটি অঙ্গের মাধ্যমে সরাসরি আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

সম্পদে প্রবেশাধিকার: মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন অঙ্গের আওতায় মোট ৩০০টি জলমহাল ও ১৫০টি পুকুরে দরিদ্র জনগোষ্ঠির নারী-পুরুষের দীর্ঘমেয়াদী প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১১ সালের জুন মাস পর্যন্ত ১৬২টি জলমহাল ও ৬৪টি পুকুরে দরিদ্র গ্রামবাসীর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে মোট ৬২৩২ জন নারী পুরুষের আত্ম-কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হয়েছে।

আয়বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা: কৃষি ও প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন অঙ্গের আওতায় অভীষ্ট জনগোষ্ঠির আয় বাড়ানো এবং খাদ্য নিরাপত্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে উন্নত কৃষি খামার ও পশু পালনের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য কৃষকদের উদ্যোগী করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী খামার তৈরীর জন্য আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়েছে।

সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ: আত্ম-কর্মসংস্থানের গুরুত্বপূর্ণ একটি উপায় হচ্ছে সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম। কমিউনিটি সংগঠনের সদস্যদের সঞ্চয় কার্যক্রমের আওতায় এনে সঞ্চিত অর্থ এবং প্রকল্পের ক্ষুদ্রঋণের বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে দলীয় সদস্যদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ দেয়া হয়েছে। এসব সদস্যদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন ধরণের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণও দেয়া হয়েছে।

জুন ২০০৯ পর্যন্ত মোট ৭৮২ জন, ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ৮৩৬ জন এবং ২০১০-২০১১ অর্থবছরে ১৩৬২ জন অর্থাৎ মোট ২৯৮০ জন নারীর সম্পদে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান করা হয়েছে। একই সময়ে উন্নত কৃষক তৈরী এবং উন্নত কৃষি খামার ও পশু পালনের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান করা হয়েছে যথাক্রমে ৩২০৮, ৭২৪ ও ৭৪৮ জন অর্থাৎ মোট ৪৬৮৪ জন নারীর। এছাড়া আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ বাবদ জুন ২০০৯ পর্যন্ত ২২৫৬৯ জন নারীকে ১৯৬৪.০৫ লক্ষ টাকা, ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ৩৬৯৭ জনকে ২৫৫.৭৫ লক্ষ টাকা এবং ২০১০ -২০১১ অর্থবছরে ৪০১৩ জনকে ১৫৪.৩৯ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ২০১০-২০১১ অর্থবছর পর্যন্ত ৩০২৭৯ জন নারীকে ২৩৭৪.১৭ লক্ষ টাকা ক্ষুদ্রঋণ দেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৩৭৯৪৩ জন নারী আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন (ছক-২৪: পৃষ্ঠা ৩৬ দ্রষ্টব্য)।

গ) মানবসম্পদ উন্নয়ন

প্রকল্পের লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠির সচেতনতা সৃষ্টি ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে এলসিএস ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে অবকাঠামো নির্মাণ ব্যবস্থাপনা; রয়েছে মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, জলজ বৃক্ষরোপণ, বিল ব্যবস্থাপনা ও বিল উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন; কৃষি ও প্রাণী সম্পদ উন্নয়নে কারিগরি প্রশিক্ষণ, নার্সারী স্থাপন ও উন্নত কৃষক সৃষ্টি। এছাড়া নেতৃত্ব বিকাশ, দল ব্যবস্থাপনা, হিসাব সংরক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণও পরিচালনা করা হয়েছে প্রকল্প থেকে। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প

ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গকে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন বিষয়েও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে জুন ২০০৯ পর্যন্ত মোট ৮৮৭৭৪ জন, ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ২৩৩৬৭ জন এবং ২০১০-২০১১ অর্থবছরে ১৩৯০৭ অর্থাৎ সর্বমোট ১২৮০৪৮ জন নারীকে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। একই সময়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পুরুষের সংখ্যা যথাক্রমে ৪৩৩৬২, ৯২১১ ও ১৩৯০৭ অর্থাৎ সর্বমোট ৬৬৫৫৯ জন। প্রশিক্ষণে অংশ নেয়া নারী পুরুষের অনুপাত ১ঃ০.৫২ (ছক-২৫: পৃষ্ঠা ৩৭ দ্রষ্টব্য)।

ঘ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন

প্রকল্পের আওতায় হাওর এলাকার ভূমিহীন এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সমন্বয়ে ২০ থেকে ৩০ জন নারী বা পুরুষ নিয়ে আলাদা কমিউনিটি সংগঠন (সিও) তৈরী করা হয়েছে। কমিউনিটি সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে জলমহাল ব্যবস্থাপনা গ্রুপ বা বিইউজি গঠন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নারীদের ২১৪৫টি কমিউনিটি সংগঠন তৈরী করা হয়েছে, যেখানে নারী সদস্য সংখ্যা ৬১৫৪৩ জন। প্রকল্পের মাধ্যমে ২৬৯৭ জন নারীকে জলমহাল ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত করা হয়েছে (ছক-২৬: পৃষ্ঠা ৩৭ দ্রষ্টব্য)।

ঙ) নেতৃত্ব বিকাশ

প্রকল্পের আওতায় গঠিত কমিউনিটি সংগঠনের প্রত্যেকটিতে ছিলো একটি সভাপতি ও একটি ম্যানেজারের পদ। সংগঠনের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য সংগঠনের নেতাদের দেয়া হয়েছে নেতৃত্ব বিকাশ, ব্যবস্থাপনা ও সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ। এসব সংগঠন পরিচালনার পাশাপাশি বিভিন্ন আর্থিক (ব্যাংক) ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ৪২৯০ জন নারীকে সভাপতি ও ম্যানেজার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে (ছক-২৭: পৃষ্ঠা ৩৭ দ্রষ্টব্য)।

উপসংহার

হাওর এলাকার দরিদ্র জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য উপকারভোগী নারী-পুরুষের সরাসরি অংশগ্রহণে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পটি ২০১৪ সালের জুন মাসে শেষ হয়। এলজিইডির ভিন্নধর্মী এ প্রকল্পে জেন্ডার বিষয়টিতে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১১ সালের জুন পর্যন্ত ৬৬৫৬ জন নারীর কর্মসংস্থান এবং ৩৭৯৪৩ জন নারীর আত্ম-কর্মসংস্থান করা হয়েছে। ১২৮০৪৮ জন নারীর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ তৈরী করা হয়েছে ৪২৯০ জন নারীর, যার ফলশ্রুতিতে ঋণ সংগঠনের একজন নারী ২০০৯ সালের উপজেলা নির্বাচনে উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান এবং ২০১১ সালে ইউপি নির্বাচনে ৫৪ জন নারী ইউপি সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

ঝর্ণা রাণীর সাফল্য এবং ৫৪ জন নারী ইউপি সদস্য

২০০৩ সালে সিবিআরএমপি এর আওতায় গঠিত দোয়ারাবাজার উপজেলার পানাইল দক্ষিণপাড়া নারী ঋণ সংগঠনের ম্যানেজার ঝর্ণা রাণী দাস অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাঁর সংগঠন পরিচালনা করেন। তিনি প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং সংগঠন থেকে ঋণ নিয়ে নিজের মেধা, শ্রম ও বুদ্ধি দিয়ে আত্মকর্মসংস্থান করে ব্যক্তিগত জীবনে স্বাবলম্বী হন। এ প্রেক্ষিতে অন্যান্য সংগঠনের নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে এবং সাধারণ সদস্যগণ বিভিন্ন প্রয়োজনে তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণ করেন। সফলভাবে সংগঠনের দায়িত্ব পালনের ফলে তাঁকে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ফেসিলিটেটর হিসেবে প্রকল্প অফিসে নিয়োগ করা হয়। ফেসিলিটেটর হিসেবে নিয়োগের প্রেক্ষিতে তিনি উপজেলার বিভিন্ন কার্যালয়ে এবং বিভিন্ন গ্রামে গমনাগমনের সুযোগ লাভ করেন। এতে জনগণের সঙ্গে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি ঘটে। এলাকায় ঋণ সংগঠনসমূহের সদস্যগণের অনুপ্রেরণায় ঝর্ণা রাণী দাস ২০০৯ সালে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ভাইস-চেয়ারম্যানপদে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ হন এবং নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিপুল ভোটে ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন, যা এই প্রকল্পের নেতৃত্বে বিকাশের এক বিশাল অর্জন।

ঋণ সংগঠনের কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ততা ও উপজেলা পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব পালনে তার দক্ষতা এবং এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের অর্জিত এই সাফল্য পরবর্তী পাঁচ বছরে অন্যান্য ঋণ সংগঠনের সভাপতি, ম্যানেজার বা সাধারণ সদস্যগণকে স্থানীয় সরকার তথা ইউনিয়ন পরিষদে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করে। এরই ফলে ২০১১ সালের ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে সদস্য পদে সংগঠনভুক্ত মোট ২৭৯ জন অংশগ্রহণ করেন, যার মধ্যে ১০৫ জন সদস্য পদে নির্বাচিত হন, যেখানে ৫৪ জন নারী ও ৫১ জন পুরুষ।

ছক-২৩: কর্মসংস্থান

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা		কর্মসংস্থান (সংখ্যা)							
			জুন ২০০৯ পর্যন্ত		২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১		মোট	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
শ্রমঘন ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন										
ঠিকাচুক্তি ও এলসিএস	১২৫০	২৫০০	৯৭৩	১৯৪৬	১৮৭	৩৭৫	১৮৫	১১৩	১৩৪৫	২৪৩৪
লেন্থ পারসন	৩২৬	-	১৮০	-	৯৭	-	৩৩		৩১০	-
মোট	**১৫৭৬**	**২৫০০**	**১১৫৩**	**১৯৪৬**	**২৮৪**	**৩৭৫**	**২১৮**	**১১৩**	**১৬৫৫**	**২৪৩৪**
মৎস্য উন্নয়ন										
বিল/খাল/পুকুর পুনর্খনন	-	-	৩০৩	২১৪৭	১৬০	৩৭৩৮	২৪৮	৪৩০০	৭১১	১০২১২
ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম										
কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ফ্যাসিলিটিজ (সিডিএফ)	৩৬০০	২৪০০	১৭১৫	৭৪৭	৪০৬	১০০	২৪	৩	২১৪৫	৮৫০
কমিউনিটি সংগঠনে সিও সভাপতি ও ব্যবস্থাপক	-	-	৩৪৩০	১৪৯৪	৮১২	২০০	৪৮	৬	৪২৯০	১৭০০
সর্বমোট কর্মসংস্থান	**৫১৭৬**	**৪৯০০**	**৪৮৮৬**	**৫৬১৪**	**১২৫৬**	**৪৩১৩**	**৫১৪**	**৪৪১৯**	**৬৬৫৬**	**১৪৩৪৬**

ছক-২৪: আত্ম-কর্মসংস্থান

কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা		আত্ম-কর্মসংস্থান							
			জুন ২০০৯ পর্যন্ত		২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১		মোট	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
সম্পদে প্রবেশাধিকার										
জলাভূমিতে প্রবেশাধিকার	২৩৭৫	৭১২৫	৫৫৫	২৭৭২	৭৮০	১৮৪২	১৩৬২	৪২০৮	২৬৯৭	৮৮২২
পুকুরে প্রবেশাধিকার	৭৫০	-	২২৭	-	৫৬	-	-	-	২৮৩	-
মোট	**৩১২৫**	**৭১২৫**	**৭৮২**	**২৭৭২**	**৮৩৬**	**১৮৪২**	**১৩৬২**	**৪২০৮**	**২৯৮০**	**৮৮২২**
আয়বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা										
উন্নত কৃষক তৈরী	৭১৬	৭১৬	৬৯০	৬৭২	৯	১৪	৮	১২	৭১১	৬৯৮
উন্নত কৃষি খামার ও পশুপালন	৩৭৭২	৩৭৭২	২৫১৮	১৪১৭	৭১৫	৪৩৭	৭৪০	৪৪৯	৩৯৭৩	২৩০৩
মোট	**৪৪৮৮**	**৪৪৮৮**	**৩২০৮**	**২০৮৯**	**৭২৪**	**৪৫১**	**৭৪৮**	**৪৬১**	**৪৬৮৪**	**৩০০১**
সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ										
সঞ্চয়ী সদস্য সংখ্যা	৫৪০০০	৩৬০০০	৪৮১১৭	২১৭৮০	১২৭৩১	৩৩৩০	৬৯৫	৮৪	৬১৫৪৩	২৫১৯৪
সঞ্চয়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	১২৭২	৮৪৮	৪৫০.০৭	২৬৪.৪৮	১৮২.৩৯	৫৫.৩৯	১৫৫.১২	৩১.২১	৭৮৭.৫৮	৩৫১.০৮
ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	৩৯২০০	২৭৮০০	২২৫৬৯	১২৩১১	৩৬৯৭	৬৯৮	৪০১৩	৬৫৫	৩০২৭৯	১৩৭০৯
ক্ষুদ্রঋণের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	৪০৩০	২৭৩০	১৯৬৪.০৫	১০১৮	২৫৫.৭৫	৬০.৪৪	১৫৪.৩৯	২৪.৪৪	২৩৭৪.৭	১১০২.৮৮
সর্বমোট আত্ম-কর্মসংস্থান	**৪৬৮১৩**	**৩৯৪১৩**	**২৬৫৫৯**	**১৭১৭২**	**৫২৫৭**	**২৯৯১**	**৬১২৩**	**৫৩২৪**	**৩৭৯৪৩**	**২৫৫৩২**

ছক-২৫: মানব সম্পদ উন্নয়ন

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নারী-পুরুষের সংখ্যা							
		জুন ২০০৯ পর্যন্ত		২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১		মোট	
		নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
অবকাঠামো নির্মাণ ব্যবস্থাপনা	৫০৪৬	২০১১	১৮৬৮	১৪৮৪	৭০৮	২১৪৮	৭৬৪	৫৬৪৩	৩৩৪০
মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, জলজ বৃক্ষরোপণ, বিল ব্যবস্থাপনা ও বিল উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন	১৯৮২২	১০২৭	৫৭৩৪	৮৮৪	৩৩৮০	২৮২৮	১১৭৫৪	৪৭৩৯	২০৮৬৮
কৃষি ও প্রাণী সম্পদ উন্নয়নে কারিগরি প্রশিক্ষণ, নার্সারী স্থাপন ও উন্নত কৃষক সৃষ্টি	৪৫৭১৩	৩৭৭১৬	১৪৮৪৪	১০৬৩১	২৩২৩	৮২৫৯	১৩৮৪	৫৬৬০৬	১৮৫৫১
নেতৃত্ব বিকাশ, দল ব্যবস্থাপনা, হিসাব সংরক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা	৭৫০০০	৪২৮৭৫	১৮৬৭৫	১০১৫০	২৫০০	৬০০	৭৫	৫৩৬২৫	২১২৫০
প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন	৯০০০	৫১৪৫	২২৪১	২১৮	৩০০	৭২	৯	৭৪৩৫	২৫৫০
মোট	**১৫৪৫৮১**	**৮৮৭৭৪**	**৪৩৩৬২**	**২৩৩৬৭**	**৯২১১**	**১৩৯০৭**	**১৩৯৮৬**	**১২৮০৪৮**	**৬৬৫৫৯**

ছক-২৬: সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন

সংগঠন	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি							
			জুন ২০০৯ পর্যন্ত		২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১		মোট	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
কমিউনিটি সংগঠনে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তি	৫২৫৭৯	৩৭৪২১	৪৮১১৭	২১৭৮০	১২১৩০	৩০২৪	৬৯৫	৮৪	৬১৫৪৩	২৫১৯৪
বিইউজি-এর সদস্য	২৩৭৫	৭১২৫	৫৫৫	২৭৭২	৭৮০	১৮৪২	১৩৬২	৪২০৮	২৬৯৭	২৭৭৪৪
মোট সদস্য সংখ্যা	**৫৪৯৫৪**	**৪৪৫৪৬**	**৪৮৬৭২**	**২৪৫৫২**	**১২৯১০**	**৪৮৬৬**	**২০৫৭**	**৪২৯২**	**৬৪২৪০**	**৫২৯৩৮**

ছক-২৭: নেতৃত্ব বিকাশ

পদ	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি							
			জুন ২০০৯ পর্যন্ত		২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১		মোট	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
কমিউনিটি সংগঠনের সভাপতি ও ম্যানেজার	৩৬০০	২৪০০	৩৪৩০	১৪৯৪	৮১২	২০০	৪৮	৬	৪২৯০	১৭০০

পল্লী সড়ক ও কালভার্ট মেরামত কর্মসূচি

দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন অপরিহার্য। সরকার প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে অবকাঠামো উন্নয়নে। এসব উন্নয়নকে টেকসই করতে অর্থাৎ ডিজাইনে নির্ধারিত স্থায়ীত্বকাল পর্যন্ত অবকাঠামোকে টিকিয়ে রাখতে এর নিয়মতান্ত্রিক রক্ষণাবেক্ষণ আবশ্যক। জাতীয় পর্যায়ে পল্লী সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকার ১৯৯২-৯৩ অর্থবছর থেকে জাতীয় বাজেটের রাজস্ব খাতে পল্লী সড়ক ও কালভার্ট মেরামত কর্মসূচির অনুকূলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করে আসছে।

পল্লী সড়ক ও কালভার্ট মেরামত কর্মসূচির মাধ্যমে যেসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়, এর মধ্যে রয়েছে– নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং নির্দিষ্ট সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণ। এছাড়া বিশেষ পরিস্থিতিতে সড়ক অবকাঠামোর জরুরী রক্ষণাবেক্ষণও করা হয়ে থাকে এ কর্মসূচির আওতায়। নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সারা বছর সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা চলাচলের উপযোগী করে রাখার জন্য পেভমেন্টের পাশাপাশি রাস্তার সোলডারের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ জরুরী। পল্লী এলাকার সড়কের স্থায়ীত্বকাল দীর্ঘ করতে এবং এসব সড়কে যানবাহন চলাচল নির্বিঘ্ন করতে রাস্তার সোলডারের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। বৃষ্টি অথবা বন্যায় রাস্তার পার্শ্ব-ঢাল ও মাটির সোলডার ভেঙে গেলে সড়কের মূল অংশ অতি দ্রুত নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফলে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা হলে একদিকে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা যেমন হ্রাস পায়, তেমনি এর রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ও অনেক কমে যায়। রক্ষণাবেক্ষণের কাজে পুরুষ শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও গ্রামীণ দুঃস্থ নারীদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে লক্ষ্যে ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছর থেকে রাস্তার সোলডারের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কাজে দুঃস্থ নারীদের নিয়োজিত করা হচ্ছে।

জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রম

পল্লী সড়ক ও কালভার্ট মেরামত কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ দুঃস্থ নারীদের কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থানের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

ক) কর্মসংস্থান: সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ এবং রাস্তার পাশে রোপিত বৃক্ষ পরিচর্যায় বার্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে তিন বছরের জন্য দুঃস্থ নারী নিয়োগ; এবং

খ) আত্ম-কর্মসংস্থান: তিন বছর পর চুক্তির মেয়াদশেষে নারীকর্মীদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরীর জন্য দৈনিক মজুরীর ৪০% অর্থ বাধ্যতামূলকভাবে সঞ্চয়।

জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক) কর্মসংস্থান

রাস্তার সোলডারের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কাজে প্রতি কিলোমিটারে সড়ক পার্শ্বস্থ একজন দুঃস্থ নারীকে এলসিএস পদ্ধতিতে বার্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়। যে সড়কটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্বাচিত করা হয় তার পাশে বৃক্ষরোপণ করা হলে সেক্ষেত্রে কিলোমিটার প্রতি দুজন নারী শ্রমিক নিয়োগ করা হয় সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি রোপিত বৃক্ষ পরিচর্যার জন্য। প্রতি বছর পল্লী সড়ক ও কালভার্ট মেরামত কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের প্রায় ১২-১৫% খরচ করা হয় এ কাজে। কর্মসূচির শুরু থেকে ২০০৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত ২৪১৮৮৭ জন নারীকে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ এবং বৃক্ষ পরিচর্যায় নিয়োজিত করা হয়েছে। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ১৬১৭০ জন এবং ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে ১৮৩৯০ অর্থাৎ সর্বমোট ২৭৬৪৪৭ নারী কর্মসংস্থান করা হয়েছে এই কর্মসূচির আওতায় (ছক-২৮: পৃষ্ঠা ৩৯ দ্রষ্টব্য)।

খ) আত্ম-কর্মসংস্থান

রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত নারীরা তিন বছর কাজের সুযোগ পেয়ে থাকেন। প্রতিদিন ৯০ টাকা হারে মজুরীর ৪০% অর্থ বাবদ ৩৬ টাকা বাধ্যতামূলক ভাবে সঞ্চয় করতে হয়, যাতে কাজ শেষে তাঁরা আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন। রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃক্ষ পরিচর্যায় নিয়োজিত নারীদের বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের উপযোগী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ২০০৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত

১৭৬৫৫৮ জন, ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ২৩৭৫০ জন এবং ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে ২১৩০ জন অর্থাৎ সর্বমোট ২০২৪৩৮ জন নারীকে আত্ম-কর্মসংস্থানের উপযোগী করা হয়েছে (ছক-২৯: ৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ।

উপসংহার

বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতায় পল্লী সড়ক ও কালভার্ট মেরামত কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিবছর গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের কাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের সম্পৃক্ত করে কর্মসংস্থান করা হয় । ২০১১ সালের জুন মাস পর্যন্ত এই কর্মসূচির মাধ্যমে সারা দেশের মোট ২৭৬৪৪৭ জন নারীর কর্মসংস্থান করা হয়েছে । তিন বছরের জন্য কাজের সুযোগ পাওয়া এসব নারীরা তাঁদের সঞ্চয়ের অর্থে আত্ম-কর্মসংস্থান করে স্বাবলম্বী হয়েছেন । প্রতিবছর নতুন ভাবে দুঃস্থ নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে এ কাজে । এসব নারীদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র-হ্রাসকরণ ও জেন্ডার সমতা অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখছে পল্লী সড়ক ও কালভার্ট মেরামত কর্মসূচি ।

ছক-২৮: কর্মসংস্থান

কার্যক্রম	নারীর কর্মসংস্থান (সংখ্যা)			
	জুন ২০০৯-পর্যন্ত	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	মোট
নিয়মিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃক্ষ পরিচর্যা	২৪১৮৮৭	১৬১৭০	১৮৩৯০	২৭৬৪৪৭

ছক-২৯: আত্ম-কর্মসংস্থান

কার্যক্রম	সঞ্চয়ী নারীর সংখ্যা			
	জুন ২০০৯-পর্যন্ত	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	মোট
নিয়মিত সঞ্চয়	১৭৬৫৫৮	২৩৭৫০	২১৩০	২০২৪৩৮

দরিদ্র জনগোষ্ঠির দুর্যোগ সহন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক প্রকল্প (ইআরসিপি)

বিগত দশকগুলোতে বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে দারিদ্র্যের হার তুলনামূলকভাবে কমলেও বিশ্বে এখনও সর্বোচ্চ ক্ষুধার্ত মানুষের দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়। বিশ্বায়নের ফলে পৃথিবীর জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। এ কারণে বাড়ছে খড়া, বন্যা ও সাইক্লোনসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এদেশের প্রায় ৪০% লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে, যার মধ্যে ১৮% হতদরিদ্র। দারিদ্র্যের মানচিত্র (পোভার্টি ম্যাপ) অনুযায়ী দেখা যায়, উত্তর বঙ্গের দারিদ্র্য পীড়িত এলাকায় এসব হতদরিদ্র লোকের বাস অনেক বেশী এবং এরাই প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিশেষ করে বন্যায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। সংকটে থাকে নারী ও শিশুরা। ভোগে অপুষ্টিতে। এসব হতদরিদ্রদের প্রাক-দুর্যোগ প্রস্তুতি পরিকল্পনায় দক্ষতা বাড়াতে এবং পারিবারিক ও কমিউনিটি সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা সুদৃঢ় করতে উত্তর বঙ্গের নদী-ভাঙন কবলিত ৭টি জেলা, যথা– কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, জামালপুর ও বগুড়া এবং সিডর এলাকার ৬টি জেলা যথা: খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, বরগুনা, পটুয়াখালী ও ভোলা এর ৪৪টি উপজেলায় ২০০৮ সালে শুরু হয় দরিদ্র জনগোষ্ঠির দুর্যোগ সহন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক প্রকল্পটি। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি)-র সহায়তায় এ প্রকল্পের মাধ্যমে যে সব কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে তা হলো, খাদ্যের বিনিময়ে প্রশিক্ষণ, খাদ্যের বিনিময়ে সম্পদ সৃষ্টি ও সঞ্চয়। এছাড়া প্রকল্প শেষে উপকারভোগীগণ প্রকল্পে নিয়োজিত এনজিওর সদস্য হিসেবে ক্ষুদ্রঋণসহ অন্যান্য সহযোগিতা পেয়েছেন।

জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রম

দরিদ্র জনগোষ্ঠির দুর্যোগ সহন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক প্রকল্পে জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রম হলো, নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আত্ম-কর্মসংস্থান, মানবসম্পদ উন্নয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্ব বিকাশ।

ক) কর্মসংস্থান: খাদ্যের বিনিময়ে সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে জানুয়ারি-জুন পর্যন্ত সময়ে গ্রামীণ রাস্তা উন্নয়ন, বাঁধ, খাল-নালা সংস্কার, বসতভিটা উঁচুকরণ, মজা পুকুর খনন ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজের মাধ্যমে কর্মসংস্থান;

খ) আত্ম-কর্মসংস্থান: উপকারভোগীগণের কর্মকালীন সময়ে মাসিক ২৪০ টাকা এবং প্রশিক্ষণকালীন সময়ে মাসিক ৬০ টাকা বাধ্যতামূলকভাবে গ্রুপ একাউন্টে জমা। দু-বছরের পর্যায় (ফেজ) শেষে সঞ্চিত অর্থে আত্ম-কর্মসংস্থান;

গ) মানব সম্পদ উন্নয়ন: প্রাক-দুর্যোগ প্রস্তুতি পরিকল্পনায় দক্ষতা বাড়াতে জুলাই-ডিসেম্বর মেয়াদে উপকারভোগীদের আত্ম-সচেতনতা, স্বাক্ষর-জ্ঞান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা প্রস্তুতি ও আয়বর্ধন কর্মকাণ্ডে প্রশিক্ষণ;

ঘ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন: ওয়ার্ড পর্যায়ে গঠিত এনহেন্স রেজিলেন্স বা ইআর ওয়ার্ড কমিটিতে সংশ্লিষ্ট এলাকার নারী সদস্যকে সভাপতি এবং উপকারভোগী দলের দলনেতা ও উপকারভোগী কমিটির সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হতদরিদ্র নারীদের এই কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তি;

ঙ) নেতৃত্ব বিকাশ: ২০-২৫ জন হতদরিদ্র নারীর সমন্বয়ে গঠিত উপকারভোগী দলে একজন দলনেতা ও একজন উপদলনেতা নির্বাচন। ৬-৭টি উপকারভোগী দলের দলনেতার সমন্বয়ে গঠিত উপকারভোগী কমিটির সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সদস্য-সচিব হিসেবে নারীর অন্তর্ভুক্তি।

জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক) কর্মসংস্থান

প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র উপকারভোগীদের সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে জানুয়ারি-জুন মেয়াদে খাদ্যের বিনিময়ে নিজেদের বসতভিটা উঁচুকরণ, গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণ, মজাপুকুর খনন, বাঁধ-নালা সংস্কার ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজের মাধ্যমে কর্মসংস্থান করা হয়েছে। এসব কাজ চলাকালীন সময়ে বাস্তবায়িত কাজের পরিমাণের ভিত্তিতে অথবা দৈনিক গড়ে কমপক্ষে ২.৫ কেজি গম/চাল খাদ্য হিসেবে এবং ২.৫ কেজি খাদ্যের সমপরিমাণ অর্থ মজুরী হিসেবে দেয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২০০৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত ২২৫০০ জন ২০০৯-২০১০ অর্থ বছর ৩৩০০০ জন এবং ২০১০-২০১১ অর্থবছরে ৮২০০০ জন অর্থাৎ সর্বমোট ১৩৭৫০০ জন নারীর কর্মসংস্থান হয়েছে (ছক-৩০: পৃষ্ঠা ৪২ দ্রষ্টব্য)।

খ) আত্ম-কর্মসংস্থান

প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হতদরিদ্র জনগোষ্ঠির দুর্যোগ সহন ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলা। এই ক্ষমতাকে টেকসই করতে প্রয়োজন প্রকল্প থেকে ফেজ আউট হওয়ার পরও এদের আয়ের সংস্থান করা। এজন্য ২০ থেকে ২৫ জন উপকারভোগীর এক-একটি গ্রুপ, যাকে প্রাথমিক উপকারভোগী দল বলা হয়, তৈরী করে প্রত্যেক সদস্যকে কর্মকালীন ছ-মাস মাসিক ২৪০ টাকা হারে এবং প্রশিক্ষণকালীন ছ-মাস মাসিক ৬০ টাকা হারে বাধ্যতামূলকভাবে গ্রুপ একাউন্টে সঞ্চয় করতে হয়েছে। দু-বছর পর পর্যায়ের (ফেজ) মেয়াদ শেষে প্রতি সদস্য গ্রুপ একাউন্টে সঞ্চিত অর্থ বাবদ ৩৬০০ টাকা উত্তোলন করে আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য কাজে লাগাবেন। এসময় উপকারভোগীগণ প্রকল্পে নিয়োজিত ৪টি এনজিও-র সদস্য হিসেবে গণ্য হতে পারবেন, যেখান থেকেও সদস্যরা ঋণ সুবিধা পাবেন। ২০১১ সালের জুন মাস পর্যন্ত পর্যায়ের মেয়াদ শেষ হওয়া ৫৫৫০০ জন হতদরিদ্র নারীর মধ্যে এনজিও থেকে ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে মোট ২৭৭৫.০০ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। নিজস্ব সঞ্চয়ের সঙ্গে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণের অর্থ যুক্ত করে ওই সব নারীসদস্যগণ আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক নানা কাজের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে প্রত্যয়ী হয়েছেন (ছক-৩১: পৃষ্ঠা ৪২ দ্রষ্টব্য)।

গ) মানব সম্পদ উন্নয়ন

হতদরিদ্রের দারিদ্র্য লাঘবের পথে যেসব অন্তরায় রয়েছে, তার পুরোভাগে আছে অশিক্ষা, আত্ম-সচেতনতার অভাব ইত্যাদি। তাই হতদরিদ্র নারীদের প্রাক-দুর্যোগ প্রস্তুতি পরিকল্পনায় দক্ষতা বাড়ানোর জন্য জুলাই-ডিসেম্বর মেয়াদে এনজিও-র মাধ্যমে আত্ম-সচেতনতা, স্বাক্ষর-জ্ঞান, স্বাস্থ্য-শিক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা প্রস্তুতি ও আয়বর্ধন কর্মকাণ্ডের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ২০১১ সালের জুন মাস পর্যন্ত মোট ৬৬০০০ জন নারীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ পাওয়া নারীগণ মানবসম্পদে পরিণত হয়ে অবদান রাখছেন দেশের উন্নয়নে (ছক-৩২: পৃষ্ঠা ৪৩ দ্রষ্টব্য)।

ঘ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন:

সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এ প্রকল্পে যে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা হলো প্রতিটি ওয়ার্ডে এনহেন্স রেজিলেন্স বা ইআর ওয়ার্ড কমিটি গঠন করা। এই কমিটির সভাপতি সংশ্লিষ্ট এলাকার নারী ইউপি সদস্য। কমিটির অন্যান্য সদস্য হলো উপকারভোগী দলের দলনেতা, উপকারভোগী কমিটির সভাপতি, অন্যান্য ইউপি সদস্য এবং এনজিও প্রতিনিধি। এই কমিটির কাজ ওয়ার্ড পর্যায়ের স্কীম নির্বাচন ও বাস্তবায়নে উপকারভোগী দলকে সার্বিক সহায়তা দেয়া। ২০১১ সালের জুন মাস পর্যন্ত মোট ১৮২৬৪ জন নারী সিদ্ধান্ত গ্রহণে অবদান রেখেছেন, যার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে (ছক ৩৩: পৃষ্ঠা ৪৩ দ্রষ্টব্য)।

ঙ) নেতৃত্ব বিকাশ

হতদরিদ্র নারীদের ভাগ্যোন্নয়নে এবং তাদের এলাকার সমস্যাগুলো সম্মিলিতভাবে সমাধানে প্রত্যয়ী হতে যে বিষয়টি সব চেয়ে বেশী জরুরী তা হলো নারীদের নেতৃত্ব। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও প্রাক-দুর্যোগ প্রস্তুতি পরিকল্পনার জন্য হাতে নেয়া কার্যক্রমের প্রতিটি ধাপেই তাই নারী নেতৃত্বের সুযোগ রাখা হয়েছে। এ-লক্ষ্যে গড়ে ২০-২৫ জন হতদরিদ্র নারী সমন্বয়ে একটি প্রাথমিক উপকারভোগী দল গঠন করা হয়েছে। প্রতিটি উপকারভোগী দল থেকে একজন দলনেতা ও একজন উপদলনেতা নির্বাচন করে ৬-৭টি উপকারভোগী দলের দলনেতা সমন্বয়ে একটি উপকারভোগী কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রত্যেক উপকারভোগী কমিটিতে একজন করে সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সদস্য-সচিব নির্বাচন করে এই কমিটির মাধ্যমে এলাকার স্কীম নির্বাচন ও তা বাস্তবায়ন এবং সদস্যদের মধ্যে পারিশ্রমিক ও মজুরী বিতরণ করা হয়েছে।

২০০৯ সালের জুন পর্যন্ত ৯০০টি উপকারভোগী দলের ১৮০০জন নারীকে দলনেতা ও উপদলনেতা হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। ১৮০টি উপকারভোগী কমিটির সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সদস্য-সচিব হিসেবে নেতৃত্বে ছিলেন ৫৪০ জন নারী। ১৩৫টি ইআর কমিটির নেতৃত্ব দিয়েছেন ১৩৫ জন নারী। ২০০৯-১০ অর্থবছরে ১৩৪০টি উপকারভোগী দল এবং ২৬৮টি উপকারভোগী কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন যথাক্রমে ২৬৮০ ও ৮৪০ জন নারী। এই সময়ে ইআর কমিটির নেত্রী নির্বাচিত হন ১৯৮ জন নারী। ২০১০-১১ অর্থবছরে ৩২৮০টি উপকারভোগী দল এবং ৬৫৬টি উপকারভোগী কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন যথাক্রমে ৬৫৬০ ও ১৯৯৫ জন নারী, যেখানে ইআর কমিটির সভাপতি ছিলেন ২৫৮ জন নারী (ছক ৩৪: পৃষ্ঠা ৪৩ দ্রষ্টব্য)।

উপসংহার

দুর্যোগপূর্ণ এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ করে নারীদের দুর্যোগ সহন ক্ষমতা বৃদ্ধির যে পদক্ষেপ এই প্রকল্পে নেয়া হয়েছে তা ২০১২ সালের জুনে শেষ হয়েছে। ডব্লিউএফপির সহায়তায় এলজিইডির এ ব্যতিক্রমধর্মী প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১১ সালের জুন পর্যন্ত ১৩৭৫০০ জন দরিদ্র নারীর কর্মসংস্থান এবং ৫৫৫০০ জন নারীর আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়েছে। একই সময়ে ৬৬০০০ জন নারীকে অক্ষর জ্ঞান সহ সামাজিক অন্যান্য বিষয়ে সচেতন করে তোলা হয়েছে। দরিদ্র নারীকে ক্ষমতায়িত করার যে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তাতে ২০১১ সালের জুনের মধ্যে ১৮২৬৪ জন নারী সিদ্ধান্ত গ্রহণে অবদান রেখেছেন এবং নেতৃত্বে ছিলেন ১৫০০৬ জন নারী। আর এভাবেই দুর্যোগ মোকাবিলা করে দরিদ্র নারীরা সমাজে টিকে থাকার জন্য আরও একধাপ এগিয়েছেন।

ছক-৩০: কর্মসংস্থান

অবকাঠামো নির্মাণ		কর্মসংস্থান (নারীর সংখ্যা)				
কাজের ধরণ	লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকা)	লক্ষ্যমাত্রা	জুন ২০০৯ পর্যন্ত	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	মোট
বসতভিটা উঁচুকরণ, মজাপুকুর খনন, গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণ, খাল খনন ও বাঁধনির্মাণ খাল	১৪৪.১২	১৪০০০০	২২৫০০	৩৩০০০	৮২০০০	১৩৭৫০০

ছক-৩১: আত্ম-কর্মসংস্থান

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি (নারীর সংখ্যা)			
		জুন ২০০৯ পর্যন্ত	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	মোট
প্রাথমিক উপকারভোগী দল					
গঠিত দলের সংখ্যা	৫৬০০	৯০০	১৩৪০	৩২৮০	-
দলে নারী সদস্য সংখ্যা	১৪০০০০	২২৫০০	৩৩০০০	৮২০০০	-
দলীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	২৫২০.০০	১৮৯.০০	৭৮৩.০০	১৪৭৬.০০	-
পর্যায়ের মেয়াদ শেষ হওয়া নারী সদস্য সংখ্যা	১৪০০০০	-	২২৫০০	৩৩০০০	-
দলীয় একাউন্টের সঞ্চয় থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	-	-	৮১০.০০	১১৮৮.০০	-
ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম					
এনজিওর সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তি	১৪০০০০	-	২২৫০০	৩৩০০০	৫৫৫০০
এনজিও থেকে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	১৪০০০০	-	২২৫০০	৩৩০০০	৫৫৫০০
এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	-	-	১১২৫.০০	১৬৫০.০০	২৭৭৫.০০

ছক-৩২: মানব সম্পদ উন্নয়ন

কার্যক্রম	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকা)	অংশগ্রহণকারী নারীর সংখ্যা				
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি			মোট
			জুন ২০০৯ পর্যন্ত	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	
আত্ম-সচেতনতা, স্বাক্ষরতা জ্ঞান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রাক-দুর্যোগ মোকাবিলা ও আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ	৫৪.৮১	১৪০০০০	১০৫০০	২২৫০০	৩৩০০০	৬৬০০০

ছক ৩৩: সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন

কমিটি	নারী সদস্য সংখ্যা			
	জুন ২০০৯ পর্যন্ত	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	মোট
ক) ই আর কমিটি				
কমিটির সংখ্যা	১৩৫	১৯৮	২৫৮	৫৯১
সদস্য সংখ্যা	১২১৫	১৮০৬	৪২০৩	৭২২৪
খ) উপকারভোগী কমিটি				
কমিটির সংখ্যা	১৮০	২৬৮	৬৫৬	১১০৪
কমিটির সদস্য সংখ্যা	১৮০০	২৬৮০	৬৫৬০	১১০৪০
মোট নারীর সংখ্যা	**৩০১৫**	**৪৪৮৬**	**১০৭৬৩**	**১৮২৬৪**

ছক ৩৪: নেতৃত্ব বিকাশ

দল/কমিটির নেত্রী	নারী নেত্রীর সংখ্যা			
	জুন ২০০৯ পর্যন্ত	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	মোট
ই আর কমিটি সভাপতি (নারী ইউপি সদস্য)	১৩৫	১৯৮	২৫৮	৫৯১
উপকারভোগী দলের দলনেতা ও উপদলনেতা	১৮০০	২৬৮০	৬৫৬০	১১০৪০
উপকারভোগী কমিটির সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সদস্য-সচিব	৫৪০	৮৪০	১৯৯৫	৩৩৭৫
সর্বমোট	**২৪৭৫**	**৩৭১৮**	**৮৮১৩**	**১৫০০৬**

সমন্বিত গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইভিআইডিপি)

বাংলাদেশের দারিদ্র্য কমানোর জন্য এ পর্যন্ত যে সব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে তাতে দারিদ্র্য কিছু কমলেও এর গতি ছিলো অনেকটাই মন্থর। এর অন্যতম একটি কারণ জনসম্পৃক্ততার অভাব। এ কারণে দারিদ্র্য কমানোর হারকে বেগবান করতে জাতীয়ভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কৌশল পত্র বা পিআরএসপি। এই কৌশল পত্রে দারিদ্র্য হ্রাসকরণের গতিকে তরান্বিত করার পরিকল্পনা প্রণয়নে মূলতঃ তিনটি বাধা চিহ্নিত করা হয়। এগুলো হচ্ছে– অতীত কাজের বাধাসমূহকে প্রতিহত করা, দারিদ্র্যের বহুমাত্রিক বিষয়ের অগ্রাধিকারের কৌশল নির্ধারণ এবং সরকারি-বেসরকারি উদ্যোক্তার সঙ্গে কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করে দারিদ্র্য বিমোচনের সম্ভাবনার দ্বার উম্মোচন করা।

এ সকল চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে সমন্বিত গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। উন্নয়নের ধারাকে দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই করা তথা, উপকারভোগীগণ যাতে উন্নয়ন কার্যক্রম থেকে সুফল পেতে পারেন, প্রকল্প শেষেও যাতে স্বউদ্যোগে কর্মসংস্থান ও উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত থেকে নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে পারেন সে দিকে লক্ষ্য রেখে বিকেন্দ্রী পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। আর তাই উন্নয়নের জন্য নির্বাচিত ২০টি জেলার ১০০টি গ্রামে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে। উন্নততর সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান, বাণিজ্যিক কার্যক্রম সম্প্রসারণ, কর্মসংস্থানের সুযোগসৃষ্টি তথা দারিদ্র্য হ্রাস ও গ্রামীণ জীবন যাত্রার গুনগত মান উন্নয়ন– এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যে কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে, তা হলো, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক/সেতু উন্নয়ন, গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন, সড়কের পাশে বৃক্ষরোপণ, স্থানীয় উন্নয়ন স্কীম বাস্তবায়ন, ঋণ সহায়তা প্রদান। আর এ সকল কাজে স্থানীয় পর্যায়ের নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রম

সমন্বিত গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জেন্ডার সংক্রান্ত কার্যক্রমগুলো হলো, কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষতায়ন ও নেতৃত্ব বিকাশ।

ক) কর্মসংস্থান: এলসিএস পদ্ধতিতে স্কীম বাস্তবায়ন, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে কর্মসংস্থান;

খ) আত্ম-কর্মসংস্থান: প্রকল্প থেকে এককালীন সুদবিহীন ঋণ এবং সমিতির সদস্যদের সঞ্চয় থেকে সদস্যদের মধ্যে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য ঋণ দিয়ে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী।

গ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন: সমিতির কার্যক্রম পরিচালনায় নিয়মিত বৈঠকে অংশগ্রহণ ও বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রদান;

ঘ) নেতৃত্ব বিকাশ: সমিতি গঠন কালে ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সদস্যের ভোটে কমপক্ষে তিনজন নারীর অন্তর্ভুক্তি, এসআইসি বা এলসিএস গঠনে নারীদের অংশগ্রহণ;

জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক) কর্মসংস্থান

নির্বাচিত গ্রামসমূহের দরিদ্র জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থানের জন্য গ্রামের ভেতর ক্ষুদ্র আকারের অবকাঠামো, যা স্থানীয় উন্নয়ন স্কীম হিসেবে এ প্রকল্পে চিহ্নিত, যেমন- সাকো, নালা/পাইপ, কালভার্ট তৈরী, স্কুল/বাজারের নিকট ফ্লাট সোলিং রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদি কাজ স্কীম বাস্তবায়ন কমিটি বা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ সকল কাজে সুযোগ ও সামর্থ অনুযায়ী দুঃস্থ নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও বৃক্ষরোপণ কাজে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্থানীয় উন্নয়ন স্কীম বাস্তবায়ন ও বৃক্ষরোপণ কাজে ২০০৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত ১০৫০জন এবং ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৩১১৮জন অর্থাৎ সর্বমোট ২০৯০জন নারীর কর্মসংস্থান হয়েছে (ছক ৩৫: পৃষ্ঠা ৪৬ দ্রষ্টব্য)।

খ) আত্ম-কর্মসংস্থান

আয় বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড এমন একটি ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক প্রয়াশ, যার মাধ্যমে কর্মের সংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধি হয়ে থাকে, যা ব্যক্তি বা পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখে। তবে অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, সব আয়বর্ধন কার্যক্রম লাভজনক হয় না। তাই দরিদ্র জনগোষ্ঠি, যাদের আইভিআইডিপি প্রকল্পের আওতায় এ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চেষ্টা

করা হয়েছে, তারা যাতে সত্যিকার অর্থেই আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ফলে লাভবান হতে পারে, সেজন্য প্রকল্প চলাকালীন সময়েই অর্থাৎ সমিতি তৈরীর পরপরই প্রকল্প থেকে এককালীন ঋণ হিসেবে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সমিতির একাউন্টে দেয়া হয়েছে, যাতে সমিতির সঞ্চয় তৈরীর আগেই অপেক্ষাকৃত দরিদ্র সদস্যদের মাঝে নির্ধারিত মানের ভিত্তিতে ঋণ হিসেবে এই অর্থ বিতরণ করা যায়। আয়বর্ধনমূলক ক্ষুদ্র প্রকল্প নির্বাচন ও তা বাস্তবায়নে প্রকল্পের পরামর্শকগণের মাধ্যমে সহায়তায় দেয়া হয়েছে, যাতে প্রকল্প শেষেও তারা নিজেরা উদ্যোগ গ্রহণ করে তা লাভজনক পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে। সমিতি ২০১০ সালের জুন পর্যন্ত ১০৩.৭৫ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করেছে এবং প্রকল্প থেকে ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বিতরণের জন্য ৩০০ লক্ষ টাকা দেয়া হয়েছে। ২০০৯ সালের জুন পর্যন্ত সমিতির ৫১৬৭ জন সদস্যদের মধ্যে ৩৭৬.৯১ লক্ষ টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়েছে যেখানে নারী সদস্যের সংখ্যা ১১২৬ এবং ক্ষুদ্রঋণের পরিমাণ ৮২.১৪ লক্ষ্য টাকা। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে বিতরণ করা হয় ২৬.৮৪ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ১০.৭৭ লক্ষ টাকা ৬৩ জন নারী সদস্যেকে বিতরণ করা হয়। অর্থাৎ ২০১০ সালের জুন মাস পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ পাওয়া ১১৮৯ জন নারী বিভিন্ন আত্ম কর্মসংস্থানমূলক কাজের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছেন (ছক-৩৬: পৃষ্ঠা ৪৬ দ্রষ্টব্য)।

গ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন

সমবায় সমিতি আইন ২০০১ ও সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ এর বিধানের আলোকে এই সমিতির কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। সমিতির উপ-আইন অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা কমিটি এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ নির্বাচন ও তার বাস্তবায়ন পদ্ধতি, ক্ষুদ্রঋণ ও আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রমের যে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা রাখে। উপবিধি অনুযায়ী প্রতিটি সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটিতে বাধ্যতামূলক ভাবে তিন জন নারী প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করার বিধান রাখা হয়েছে। সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে ২০০৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত ২৬৫ জন এবং ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ২৯৭ জন অর্থাৎ সর্বমোট ৫৯২ জন নারী সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিয়েছেন (ছক - ৩৭: পৃষ্ঠা ৪৬ দ্রষ্টব্য)।

ঘ) নেতৃত্ব বিকাশ

প্রকল্পভুক্ত গ্রামের সকল শ্রেণী ও পেশা নির্বিশেষে যে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে, তার প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোতে সদস্যের সুবিধা অসুবিধা এবং তাদের এলাকার উন্নয়ন কাজ নির্বাচন ইত্যাদি করার জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটি দায়িত্ব পালন করেছে। এই ব্যবস্থাপনা কমিটিতে কমপক্ষে তিনজন নারী সদস্য সমিতির সাধারণ সদস্যের ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। এই ব্যবস্থাপনা কমিটি ২ বছর মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেছে। এ প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থাপনা কমিটিতে ২০১০ সালের জুন মাস পর্যন্ত পুরুষের পাশাপাশি ৩০০ জন নারী নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ পেয়েছেন (ছক ৩৮: পৃষ্ঠা ৪৬ দ্রষ্টব্য)।

উপসংহার

২০১০ সালের জুন মাসে শেষ হয়েছে এ প্রকল্পটি। উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের যে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এ প্রকল্পে তাতে প্রকল্প চলাকালীন সময় পুরুষের পাশাপাশি মোট ২০৯০ জন নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও ১১৮৯ জন নারী আয় কর্মসংস্থান মূলক কাজের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছেন। স্থানীয় উন্নয়নের ধারাকে দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই করার জন্য যে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি করা হয়েছে তাতে ৫৯২ জন নারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণসহ নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ পেয়েছেন। প্রকল্প শেষেও এসব সমিতি কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে স্থানীয় উন্নয়ন তথা এলাকার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নীত করণে ভূমিকা রাখবে।

ছক ৩৫: কর্মসংস্থান

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	কর্মসংস্থান (সংখ্যা)					
		জুন ০৯ পর্যন্ত		২০০৯-২০১০		মোট	
		নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
স্থানীয় উন্নয়ন স্কীম বাস্তবায়ন	৫০০০টি	১০৫০	৩১৫০	৫২৫	১৫৭৫	১৫৭৫	৪৭২৫
বৃক্ষরোপণ	৩৭৮ কি:মি:	-	-	৫১৫	১৫৪৩	৫১৫	১৫৪৩
সর্বমোট	-	**১০৫০**	**৩১৫০**	**১০৪০**	**৩১১৮**	**২০৯০**	**৬২৬৮**

ছক-৩৬: আত্ম-কর্মসংস্থান

কার্যক্রম	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম					
	জুন ২০০৯ পর্যন্ত		২০০৯ থেকে ২০১০		মোট	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
সমিতির সঞ্চয়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	১৯.৬৮	৩৭.৮৬	৫.৮১	১৩.৮৬	২৫.৪৯	৫১.৭২
সমিতির শেয়ারের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	৬.৮৬	১২.৫০	১.৮৯	৫.২৯	৮.৭৫	১৭.৭৯
মোট ক্ষদ্রঋণের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	৮২.১৪	২৯৪.৭৭	১০.৭৭	১৬.০৭	৯২.৯১	৩১০.৮৪
ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	১১২৬	৪০৪১	৬৩	১০৬	১১৮৯	৪১৪৭

ছক-৩৭: সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন

কমিটি	ব্যবস্থাপনা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত সদস্য					
	জুন ২০০৯ পর্যন্ত		২০০৯-২০১০		মোট	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
ব্যবস্থাপনা কমিটি	২৬৫	৮৭৫	২৯৭	৮৯৩	৫৯২	১৭৮৬

ছক ৩৮: নেতৃত্ব বিকাশ

পদ	নারীর সংখ্যা		
	জুন ২০০৯ পর্যন্ত	২০০৯-২০১০	মোট
	নারী	নারী	নারী
ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃস্থানীয় পদ	২৫০	৫০	৩০০

নারীর জন্য কর্মসংস্থান

নারীর জন্য কর্মসংস্থান

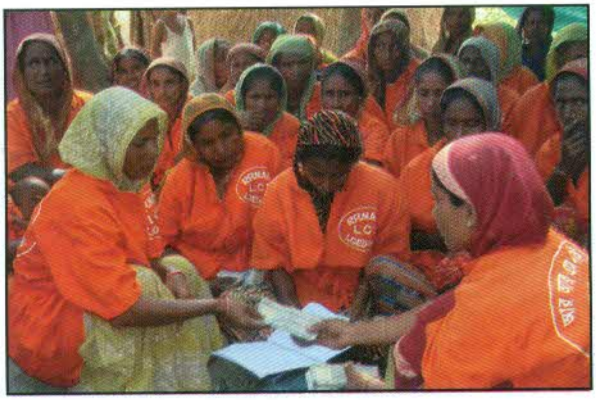

পল্লী অঞ্চলের আত্ম-নির্ভরশীল নারী

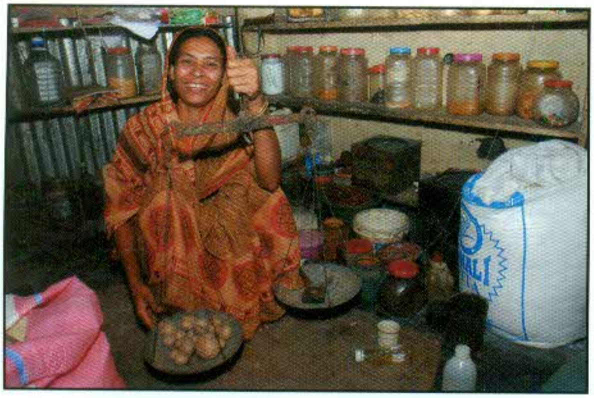

সম্পদে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত নারী

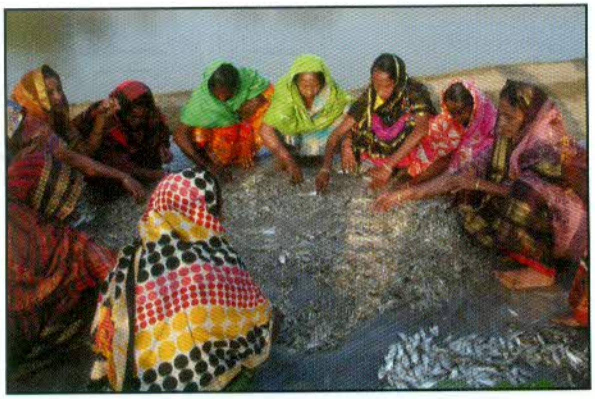

সম্পদে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত নারী

বৈরাগীমারা বিল ব্যবহারকারী সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে
লভ্যাংশ বিতরণ ও
বিনিময়
বৈরাগীমারা
মাঠ
সুনাম

প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন গ্রামীণ দুঃস্থ নারীরা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ডানিডা সাহায্যপুষ্ট
গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
এলসিএস কর্মীদের জন্য
দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ
Advance Skill Development Training for LCS Member
RRMAIDP, ASPS-II, LGED - Danida
Patuakhali District

নারীদের জন্য ব্যবসায়ীক সুবিধা

সুমাইয়া
কসমেটিকস স্টোর্স

নগর উন্নয়ন সেক্টর

দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ অপরিসীম। সুবিধা ভোগী হিসেবে নয়, উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে পুরুষের পাশে স্থান দিলে নারীরা একদিকে যেমন উন্নয়নে অবদান রাখতে পারবে, পাশাপাশি নিজেদের অধিকার থেকেও বঞ্চিত হবে না।

পৌরসভার সর্বস্তরের নারীদের উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশীদার করতে এলজিইডির নগর উন্নয়ন সেক্টরের প্রকল্পসমূহে জেন্ডার এ্যাকশন প্লান (গ্যাপ) প্রণয়ণ করা হয়ে থাকে। কর্মক্ষেত্রে নারীরা যাতে পুরুষের সমমর্যাদা নিয়ে সুন্দর পরিবেশে কাজ করতে পারে তা নিশ্চিত করা হয় গ্যাপ বাস্তবায়নের মাধ্যমে।

শহরের দরিদ্র নারীদের কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থান এবং নারীদের ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ তৈরি করে শহরের নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে এলজিইডি। নগর উন্নয়ন সেক্টরে ২০১১ সালের জুন মাস পর্যন্ত জেন্ডার সমতা অর্জনের অগ্রগতি প্রকল্প ওয়ারী দেয়া হলো।

সেকেন্ডারী টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রোটেকশন প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়)

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ ও ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। সাধারণত প্রতি বছর বন্যায় দেশের শতকরা ২০ ভাগ এলাকা প্লাবিত হয়ে থাকে। বিগত ১৯৮৮, ১৯৯৮ এবং ২০০৪ সালে দেশ তিনটি বড় বন্যার সম্মুখীন হয়েছে। ভয়াবহ এসব বন্যা দুর্গত এলাকার জান-মাল ও অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছে, ফলে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিঘ্নিত হয়েছে। ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯০ সালের প্রথমদিকে ফ্লাড এ্যাকশন প্লান বা ফ্যাপ প্রণয়ন করা হয়, যার মধ্যে নগর এলাকার "ফ্যাপ ৯এ" সমীক্ষায় ১৫টি শহরকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

নগরায়নের ফলে নগরকেন্দ্রিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দেশের স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে অনেক বেশী। নগরবাসীকে সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে পৌরসভার সামর্থ্য তুলনমূলক ভাবে অনেক কম। বন্যা নগর অর্থনীতিকে বেশী মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত করে, ফলে পৌরসভাসমূহের সেবা দেয়ার সামর্থ আরও কমে যায়। অতিরিক্ত নগর জনসংখ্যা এবং নগর উন্নয়নে প্রাকৃতিক দুর্যোগ তথা বন্যা প্রতিরোধ কর্মসূচিকে গুরুত্ব দিয়ে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর সহায়তায় ৬টি মাঝারী শহরে ১৯৯৪-২০০০ মেয়াদে "সেকেন্ডারী টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রোটেকশন প্রকল্প পর্যায়-১" (এসটিআইএফপিপি-১) বাস্তবায়ন করা হয়। অবশিষ্ট ৯টি শহরের জন্য এডিবির কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের আওতায় ২০০৩-২০০৪ সালে সম্ভাব্যতা যাচাই পূর্বক "সেকেন্ডারী টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রোটেকশন প্রকল্প পর্যায়-২"(এসটিআইএফপিপি-২) ২০০৪-২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য হাতে নেয়া হয়। এ প্রকল্পে কুষ্টিয়া, গাইবান্ধা, জামালপুর, ময়মনসিংহ, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, বি.বাড়ীয়া ও সুনামগঞ্জ এই ৮টি মাঝারী শহর এবং রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে বন্যা প্রতিরোধের পাশাপাশি নগরবাসীর মৌলিক চাহিদা, যথা: নিস্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন, পয়ঃ নিস্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়ন করে তাদের আর্থিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, পরিবেশের অবক্ষয় রোধ, দারিদ্র্য বিমোচন এবং প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থা মোকাবেলার জন্য ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এসব কার্যক্রমকে টেকসই করতে পৌর ব্যবস্থাপনায় অধিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাসহ পৌর সুবিধাদি প্রদানে পৌরসভাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বাড়ানো এবং সুবিধা প্রদানকারী ও সুবিধাভোগী হিসেবে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রম

সেকেন্ডারী টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রোটেকশন প্রকল্প পর্যায়-২ এর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে পৌরসভার সকল কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য একটি জেন্ডার কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এর আওতায় জেন্ডার বিষয়ক যে সব কার্যক্রম রয়েছে তা হলো পুরুষের পাশাপাশি সকল কাজে নারীরা যাতে এগিয়ে যেতে পারে সে লক্ষ্যে নারীদের জন্য কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মানবসম্পদ উন্নয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন, নারীদের জন্য অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করণ ইত্যাদি।

ক) কর্মসংস্থান: কমিউনিটি পদ্ধতিতে বস্তি অবকাঠামো উন্নয়নে চুক্তিভিত্তিতে নারী শ্রমিক নিয়োগের মাধ্যমে নারীদের জন্য সরাসরি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ;

খ) আত্ম-কর্মসংস্থান: প্রাথমিক দল গঠনের মাধ্যমে দরিদ্র নারী ও পুরুষের বাধ্যতামূলক সঞ্চয় এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ;

গ) মানবসম্পদ উন্নয়ন: মানব সম্পদ উন্নয়নের আওতায় দুর্যোগ মোকাবেলা এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে টিকে থাকার সামর্থ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দুঃস্থ, অসহায় মানুষদের বিশেষ করে নারীদের দক্ষ ভাবে গড়ে তোলার জন্য তাদের মেধা ও সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া; এছাড়া প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী ও জনপ্রতিনিধিদের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, জেন্ডার ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ;

ঘ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন: অংশগ্রহণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অবদান রাখতে পৌরসভার নগর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি), ওয়ার্ড পর্যায় সমন্বয় কমিটি (ডব্লিউএলসিসি), পৌরসভার অন্যান্য কমিটি এবং কমিউনিটি পর্যায়ে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (সিডিসি) তে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা এবং জেন্ডার ও পরিবেশ কমিটির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা;

ঙ) **নেতৃত্ব বিকাশ:** নারী নেতৃত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে পৌরসভা পর্যায় এবং কমিউনিটি ভিত্তিক কমিটির নেতৃস্থানীয় পদে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা; এবং

চ) **নারীদের জন্য অনুকূল অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টি:** পৌর এলাকার বিভিন্ন স্থানে নির্মিত ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি প্রদানে নারীদের চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিয়ে নর্দমা, ফুটপাথ, টুইন পিট ল্যাট্রিন ইত্যাদি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে নারীদের সম্পৃক্ত করা এবং পাবলিক টয়লেটে নারীদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা রাখা।

জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক) কর্মসংস্থান

উন্নয়নকে টেকসই করতে এবং দারিদ্র্য কমিয়ে আনার প্রক্রিয়ায় নারীদের অধিকহারে সম্পৃক্ত করার জন্য শহরের দরিদ্র এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণে চুক্তিবদ্ধ কমিউনিটি পদ্ধতির মাধ্যমে নারীদের সরাসরি সম্পৃক্ত করে কর্মসংস্থান করা হয়েছে। কমিউনিটি পদ্ধতিতে চুক্তির মাধ্যমে ২০১১ সালের জুন পর্যন্ত ৭০২ জন পুরুষের বিপরীতে ২৮০৮ জন নারীর কর্মসংস্থান করা হয়েছে। (ছক-১: পৃষ্ঠা ৫১ দ্রষ্টব্য)

খ) আত্ম-কর্মসংস্থান

প্রকল্পের দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে স্বাবলম্বী করার জন্য এবং প্রকল্প শেষ হওয়ার পরও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে প্রাথমিক দল। ১০ থেকে ১৫ জন উপকারভোগীর সমন্বয়ে গঠিত দলের সদস্যগণ প্রতি সপ্তাহে ১০ টাকা বাধ্যতামূলক ভাবে সঞ্চয় করে থাকেন। এই সঞ্চয় থেকে দলীয় সদস্যগণ জন প্রতি তিন থেকে দশ হাজার টাকা ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক বিভিন্ন কাজে বিনিয়োগ করেছেন। ২০১১ সালের জুন মাস পর্যন্ত নারীদের মোট ১০৬৯টি সঞ্চয়ী দল গঠন করা হয়েছে এবং এসব দলে মোট নারী সদস্য সংখ্যা ১৩০৩২ জন। একই সময় পর্যন্ত মোট দলীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ৮৪ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। সঞ্চিত অর্থ থেকে ২০১১ সালের জুন পর্যন্ত মোট ১৮৪৮ জন নারী ৮৩.৯৬ লক্ষ টাকা ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়েছেন। (ছক-২: পৃষ্ঠা ৫১ দ্রষ্টব্য)

গ) মানব সম্পদ উন্নয়ন

প্রকল্পের আওতায় হাতে নেয়া বিভিন্ন কার্যক্রম দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত এলজিইডি ও সংশ্লিষ্ট পৌরসভার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, পরামর্শক এবং জনপ্রতিনিধিদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন দেয়া হয়েছে। এছাড়া উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কার্যক্রম বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে প্রকল্প থেকে।

নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মপরিকল্পনা বা ইউজিআইএপি বাস্তবায়ন এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা বা পিআরএপি(প্রাপ), কমিউনিটি অ্যাকশন প্লান বা সিএপি (ক্যাপ) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য পৌরসভার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, ফ্যাসিলিলেটর এবং প্রকল্পের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া নগর পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখতে জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। আর এজন্য ম্যাপ তৈরী ও মিউনিসিপ্যাল ডেভেলপমেন্ট প্লান প্রণয়নে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

কমিউনিটি পর্যায়ে বাস্তবায়িত বিভিন্ন অবকাঠামোর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে যাতে নারীরা অধিকহারে সম্পৃক্ত হতে পারে সে লক্ষ্যে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটির নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেয়া হয়েছে টিউবওয়েল রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ।

জেন্ডার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পৌরসভার জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন দেয়া হয়েছে।

পৌর এলাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে এবং তাদের মধ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলার জন্য যে সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে, তার সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য সঞ্চয়ী দলের নেতাদের দেয়া হয়েছে সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ। এছাড়া গৃহীত ঋণ নিয়ে যাতে দরিদ্র নারীরা সঠিক আয়বর্ধনমূলক কাজের ক্ষেত্র নির্বাচন করে তা যথাযথভাবে ব্যবস্থাপনা করতে পারে তার জন্য সঞ্চয়ী গ্রুপ এবং কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটির সদস্যদের আয়বর্ধনমূলক বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ২০১১ সালের জুন মাস পর্যন্ত প্রকল্প থেকে ৪৯৩৫ জন নারীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করা হয়েছে। (ছক-৩: পৃষ্ঠা ৫১ দ্রষ্টব্য)

ঘ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন

পৌরসভার সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য পৌরসভার বিভিন্ন কমিটিতে

নারীদের অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং সে মোতাবেক পৌরসভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া অনুশীলন করা হচ্ছে। এসব কমিটির মধ্যে রয়েছে নগর সমন্বয় কমিটি বা টিএলসিসি, ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি বা ডব্লিউএলসিসি এবং পৌরসভার অন্যান্য কমিটি, যেখানে পুরুষের পাশাপাশি পৌরসভার নারী কাউন্সিলরবৃন্দ অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। এছাড়া কমিউনিটি ভিত্তিক কমিটিতেও রয়েছে নারীদের অংশগ্রহণ। এসব কমিটির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে নারীরা মূল্যবান ভূমিকা রেখেছেন।

ঘ. ১) বিভিন্ন কমিটিতে নারীর অন্তর্ভুক্তি

পৌরসভা পর্যায়ে গঠিত টিএলসিসি সমূহ তার বিভিন্ন কার্যক্রমের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রতি তিনমাসে একবার সভা আহবান করে। কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি ও ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভা প্রতিমাসে অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য কমিটি যথা, জেন্ডার ও পরিবেশ কমিটি, আইন শৃখলা কমিটি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, নারী ও শিশু অধিকার সংরক্ষণ কমিটি এবং সামাজিক ও পরিবেশ সচেতনতামূলক কমিটির সভা প্রয়োজনানুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়। আর এভাবেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। ২০১১ সালের জুন মাস পর্যন্ত পৌরসভার বিভিন্ন কমিটিতে মোট ৫৭২ জন নারী কাউন্সিলর এবং কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটিতে ২৮৯৮ জন নারী সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিয়েছেন। (ছক-৪: পৃষ্ঠা ৫২ দ্রষ্টব্য)

ঘ. ২) দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা বা প্র্যাপ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নারীর অন্তর্ভুক্তি

প্রকল্পের মাধ্যমে পৌরসভার দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা বা প্র্যাপ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ কাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া দরিদ্র এলাকার উন্নয়নের জন্য কমিউনিটি এ্যাকশন প্লান বা ক্যাপ প্রণয়নেও ছিলো স্থানীয় নারীদের সরাসরি অংশগ্রহণ। প্রকল্পের আওতায় দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা (প্র্যাপ) প্রণয়নে ৯৫ জন পুরুষের সঙ্গে ৪৫১ জন নারী এবং প্র্যাপ বাস্তবায়নে ৫৮০ জন পুরুষের বিপরীতে মোট ২৮৯৮ জন নারী অংশ নিয়েছেন। ক্যাপ প্রণয়ণে অংশ গ্রহণ করেছেন মোট ৩৫১০ জন নারী। (ছক-৪: পৃষ্ঠা ৫২ দ্রষ্টব্য)

ঙ) নেতৃত্ব বিকাশ

দরিদ্র নারীদের সামগ্রিক উন্নয়নে নারী নেতৃত্বের প্রয়োজনিয়তা অপরিসীম। তাই এই প্রকল্পে নারীদের জন্য কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি নেতৃত্ব বিকাশের গুরুত্ব অনুধাবন করে বিভিন্ন পর্যায়ে কমিটি তৈরীর মাধ্যমে নেতৃত্বের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠির নারীদের উদ্বুদ্ধ করে প্রাথমিক পর্যায়ে গঠিত দলের দলনেতা, সেক্রেটারী ও কোষাধ্যক্ষ পদে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়াও প্রাথমিক দলের দলনেত্রীদের সমন্বয়ে গঠিত সিডিসি এর সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সদস্য সচিব এই তিনটি পদের মধ্যে কমপক্ষে ২টি পদ নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। নারীদের অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ওয়ার্ড পর্যায়ে গঠিত ডব্লিউএলসিসি তে পুরুষ কাউন্সিলরকে সভাপতি ও নারী কাউন্সিলরকে সহ-সভাপতি এবং জেন্ডার ও পরিবেশ কমিটিতে ওয়ার্ডের নারী কাউন্সিলরদেরকে সভাপতি হিসেবে রাখা হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৩৭৬৮ জন নারীকে সভাপতি, সহ-সভাপতি, সদস্য সচিব ও কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচন করে নেতৃত্ব দেয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে। (ছক-৫: পৃষ্ঠা ৫২ দ্রষ্টব্য)

চ) নারীদের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি

পুরুষের পাশাপাশি নারীরা ঘরের বাইরে চলতিপথে যাতে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারেন সে লক্ষ্যে প্রকল্পের অর্থায়নে নির্মিত পাবলিক টয়লেটের প্রতিটিতে নারীদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি প্রদানে নারীদের চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিয়ে নারীদের নেতৃত্বে ও সরাসরি তত্ত্বাবধানে নর্দামা, ফুটপাথ, টুইন পিট ল্যাট্রিন ইত্যাদি নির্মিত হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় নির্মিত কমিউনিটি টয়লেটে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ২১টি পাবলিক টয়লেট পুরুষের পাশাপাশি নারীদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। (ছক-৬: পৃষ্ঠা ৫২ দ্রষ্টব্য)

উপসংহার

২০১২ সালের ডিসেম্বরে শেষ হওয়া এ প্রকল্পের মাধ্যমে নগরের ২৮০৮ জন নারীর জন্য কর্মসংস্থান এবং ১৮৪৮ জন নারী ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ৪৯৩৫ জন নারীকে। পৌরসভা এবং অন্যান্য কমিটিতে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়ন করা হয়েছে।

ছক-১: কর্মসংস্থান

অবকাঠামো নির্মাণ	কর্মসংস্থান (সংখ্যা)							
	জুন ২০০৯ পর্যন্ত		২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১		মোট	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
কমিউনিটি পদ্ধতির মাধ্যমে চুক্তি ভিত্তিতে বস্তি অবকাঠামো উন্নয়ন	৫৬২	১৪০	১৪০৪	৩৫১	৮৪২	২১০	২৮০৮	৭০২

ছক-২: আত্ম-কর্মসংস্থান

কার্যক্রম	অগ্রগতি (নারীর সংখ্যা ক্রমপুঞ্জিত)							
	জুন ২০০৯ পর্যন্ত		২০০৯-২০১০ ক্রমপুঞ্জিত		২০১০-২০১১ ক্রমপুঞ্জিত		মোট	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
সঞ্চয় কার্যক্রম								
প্রাথমিক দল	১০৬৯	-	-	-	-	-	১০৬৯	-
দলের সদস্য সংখ্যা	১২৮৩২	-	১২২০৭	-	১৩০৩২	-	১৩০৩২	-
সঞ্চয়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	৮৬.৬৫	-	৭৩.৭২	-	১২৪.৩৩	-	২৮৪.৭০	-
ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম								
ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	৬৯৯	-	১১৭৫	-	১৮৪৮	-	১৮৪৮	-
ক্ষুদ্র ঋণের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	১৬.১৬	-	৪৬.৭৯	-	৮৩.৭৪	-	৮৩.৯৬	-
ক্ষুদ্র ঋণ আদায়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	২.৬৬	-	৩১.০৭	-	৫৯.১২	-	৫৮.৯২	-

ছক-৩: মানব সম্পদ উন্নয়ন

প্রশিক্ষণের বিষয়	অগ্রগতি (নারীর সংখ্যা)							
	জুন ২০০৯ পর্যন্ত		২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১		মোট	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
ইউজিআইএপি বাস্তবায়ন, পিআরএপি ও সিএপি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	৪৪০	২৪১	-	-	১	১৪	৪৪১	২৫৫
জিআইএস ম্যাপ এবং মিউনিসিপাল ডেভেলপমেন্ট প্লান প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১৩	২৪৪	৩৬	৭২	-	-	৪৯	৩১৬
অবকাঠামো পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রশিক্ষণ	-		১১৮	১২	-	-	১১৮	১২
জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৫৭	২১১	-	-	১৪৮	২	৩০৫	২১৩
সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১৯২২	৬	১৭৮৬	৬	১৪৮	২	৩৮৫৬	১৪
আয়বর্ধনমূলক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ	-	-	১৬৬	৪	-	-	১৬৬	৪
মোট	২৫৩২	৭০২	২১০৬	৯৪	২৯৭	১৮	৪৯৩৫	৮১৪

ছক-৪: সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন

কমিটি / কার্যক্রম	কমিটির সংখ্যা	অগ্রগতি (নারীর সংখ্যা)							
		জুন ২০০৯ পর্যন্ত		২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১		মোট	
		নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
ক) বিভিন্ন কমিটিতে নারীর অন্তর্ভুক্তি									
টাউন-লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি	৮	১২৮	২৭২	-	-	-	-	১২৮	২৭২
ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি	১০৫	৪২০	৬৩০	-	-	-	-	৪২০	৬৩০
জেন্ডার ও পরিবেশ কমিটি	৮	২৪	৪০	-	-	-	-	২৪	৪০
উপ-মোট	১২১	৫৭২	৯৪২	-	-	-	-	৫৭২	৯৪২
কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি	১৯৫	২৮৯৮	৪৬	-	-	-	-	২৮৯৮	৪৬
মোট 'ক'	**৩১৬**	**৩৪৭০**	**৯৮৮**	-	-	-	-	**৩৪৭০**	**৯৮৮**
খ) প্র্যাপ ও ক্যাপ প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে নারীর অন্তর্ভুক্তি									
দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা প্র্যাপ প্রণয়ন	-	৪৫১	৯৫	-	-	-	-	৪৫১	৯৫
প্র্যাপ বাস্তবায়ন	-	২৯০	৫৮	১৪৪৯	২৯০	১১৫৯	২৩২	২৮৯৮	৫৮০
কমিউনিটি এ্যাকশন প্লান ক্যাপ প্রণয়ন	-	১৪০৪	-	১৪১০	-	৬৯৬	-	৩৫১০	-
মোট 'খ'		**২১৪৫**	**১৮৩**	**২৮৫৯**	**২৯০**	**১৮৫৫**	**২৩২**	**৬৮৫৯**	**৬৭৫**
সর্বমোট	**৩১৬**	**৫৬১৫**	**১১৭১**	**২৮৫৯**	**২৯০**	**১৮৫৫**	**২৩২**	**১০৩২৯**	**১৬৬৩**

ছক-৫: নেতৃত্ব বিকাশ

কমিটি	অগ্রগতি							
	জুন ২০০৯ পর্যন্ত		২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১		মোট	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
প্রাথমিক দল								
দলের নেতা, সেক্রেটারী ও কোষাধ্যক্ষের সংখ্যা	২৮৯৮	৪৬	-	-	-	-	২৮৯৮	৪৬
কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি								
কমিটির সভাপতি, সহ-সভাপতি, ও সদস্য সচিবের সংখ্যা	৭৫৭	২৩	-	-	-	-	৭৫৭	২৩
ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি								
কমিটির সভাপতি ও সহসভাপতি	১০৫	২১০		-	-	-	১০৫	২১০
জেন্ডার ও পরিবেশ কমিটি								
কমিটির সভাপতির সংখ্যা	৮	-	-	-	-	-	৮	-
মোট নেতার সংখ্যা	**৩৭৬৮**	**২৭৯**	**৬৭৮**	-	-	-	**৩৭৬৮**	**২৭৯**

ছক-৬: অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি

কার্যক্রম	টয়লেট ব্লক	অগ্রগতি							
		জুন ২০০৯ পর্যন্ত		২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১		মোট	
		নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
পাবলিক টয়লেট	২১	১০	১০	১১	১১	-	-	২১	২১
কমিউনিটি টয়লেট	১	১	১	-	-	-	-	১	১

নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ (ইউপিপিআর) প্রকল্প

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০০৫ সালের জরিপ প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৪৪% দরিদ্র এবং ২০% হতদরিদ্র । নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দেশের সামগ্রিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশী । নগর জনসংখ্যার একটি বড় অংশ দরিদ্র । নগরের দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগণ বস্তি এলাকার অস্বাস্থ্যকর ও অসহনীয় পরিবেশে বসবাস করে । দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অপুষ্টি, অশিক্ষা, রোগবালাই এদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত । এ সকল বস্তিবাসী নাগরিক জীবনের মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত । দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে মৌলিক সেবা প্রদানকারী সরকারি বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা এবং পৌরসভার কার্যক্রমের সমন্বয়হীনতার ফলে এ অমানবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে ।

দারিদ্র্য হ্রাসকরণ জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির একটি প্রধান লক্ষ্য । এ প্রেক্ষিতে বিগত ২০০১-২০০৭ মেয়াদে ৪টি সিটি কর্পোরেশন ও ১১টি পৌরসভায় কমিউনিটি পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের জন্য "স্থানীয় অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প" বা এলপিইউপিএপি বাস্তবায়ন করা হয় । এরই ধারাবাহিকতায় দরিদ্র জনগোষ্ঠির মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং উপার্জন বৃদ্ধির নানামুখী পদক্ষেপ নিয়েই "নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প" বা ইউপিপিআরপি জুলাই ২০০৭ এ শুরু হয়েছে । প্রকল্পটির কার্যক্রম ৩০টি শহরে বিস্তৃত করা হয়েছে । ইউপিপিআর প্রকল্পের উদ্দেশ্যে হলো ২০১৫ সালের মধ্যে নগর কেন্দ্রিক ৩০ লাখ দরিদ্র ও হত দরিদ্র বিশেষ করে নারী এবং কিশোরীদের জীবিকা এবং জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা ।

জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রম

ইউপিপিআর প্রকল্পে জেন্ডার বিষয়ক যে সব কার্যক্রম রয়েছে তা হলো নারীর জন্য কর্মসংস্থান, নারীর দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, মানব সম্পদ উন্নয়ন, সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর নেতৃত্ব বিকাশ এবং ব্যবসা ও অন্যান্য সহায়ক সুবিধা ।

ক) **কর্মসংস্থান:** প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষতা বাড়িয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাসহ অবকাঠামো উন্নয়নে সরাসরি নারীদের সম্পৃক্ত করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি;

খ) **আত্মকর্মসংস্থান:** যথোপোযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে এককালীন অনুদান এবং নিজস্ব সঞ্চয় থেকে ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে নারীদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যবস্থা;

গ) **মানব সম্পদ উন্নয়ন:** উপকারভোগীদের মধ্যে আত্মসচেতনতা সৃষ্টি, জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান;

ঘ) **সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন:** সিডিসি, ক্লাষ্টার সিডিসি, টাউন ফেডারেশন ইত্যাদি বিভিন্ন কমিটিতে নারীদের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে নিয়মিত সভায় অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি;

ঙ) **নেতৃত্ব বিকাশ:** বিভিন্ন দল এবং কমিটিতে নারীদের জন্য বিভিন্ন ধরণের পদ সৃষ্টির মাধ্যমে নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা;

চ) **ব্যবসা সহায়ক সুবিধা:** বাজারে / মার্কেটে নারীদের জন্য দোকান তৈরী করা; এবং

ছ) **সহায়ক সুবিধা:** নারীদের জীবনমানের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান ।

জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক) কর্মসংস্থান

ইউপিপিআর প্রকল্পের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত নগরের দরিদ্র ও হতদরিদ্র নারী পুরুষের জন্য দু-ধরনের কর্মসংস্থানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে । একটি হচ্ছে শিক্ষানবিশী সহায়তার আওতায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে নির্ধারিত পেশায় (ট্রেড) নিয়োগের সুযোগ করে দেয়া; অপরটি বস্তি এলাকার ভৌত অবকাঠামো নির্মাণে শ্রমিক হিসেবে সরাসরি নিয়োগ । প্রথম ক্ষেত্রে সুবিধাজনক কোনও পেশায় নিয়োগের উদ্দেশ্যে শিক্ষনবিশী সদস্যদের ৬ মাস ব্যাপি বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় । প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের যোগ্যতার ভিত্তিতে বিভিন্ন কাজ, যেমন-

টেইলারিং, রূপচর্চা, সেবিকা ইত্যাদি পেশায় নিয়োজিত করা হয়। শিক্ষানবীশকালীন সময়ে অংশগ্রহণকারীদের মাসিক ১৫০০ টাকা হারে ৬ মাস আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়। এছাড়া বস্তি এলাকায় দরিদ্র জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (সিডিসি)'র মাধ্যমে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজে পুরুষের পাশাপাশি সিডিসি'র নারী সদস্যের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়।

প্রকল্পের অধীনে শিক্ষানবীশ সহায়তার মাধ্যমে প্রকল্পের শুরু থেকে জুন'০৯ পর্যন্ত ১৭,৭৫৮ জন, ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ৯,৪৬৭জন এবং ২০১০-২০১১ অর্থবছরে ৮,৯৭১ জন অর্থাৎ সর্বমোট ৩৬,১৯৬ জন নারীর কর্মসংস্থান করা হয়েছে। ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজে জুন ০৯ পর্যন্ত ৪৫,৮০২ জন ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ৬২,৯৭৭ জন এবং ২০১০-২০১১ অর্থবছরে ৫২,৫৭২ জন অর্থাৎ সর্বমোট ১,৬১,৩৫১ জন নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়েছে। উল্লেখিত দুটি ক্ষেত্রে ২০১০-২০১১ অর্থবছর পর্যন্ত নারী-পুরুষের কর্মসংস্থানের অনুপাত ১ঃ০.৯৮ (ছক-৭ পৃষ্ঠা ৫৬ দ্রষ্টব্য)।

খ) আত্মকর্মসংস্থান

প্রকল্পের অন্যতম কাঙ্খিত ফলাফল হলো নারী ও কিশোরীদের জন্য আয়ের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের জীবনমানের উন্নয়ন সাধন করা। আয়বর্ধনমূলক কাজের মাধ্যমে নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্প থেকে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় কৃষি ও অ-কৃষি এদুটি খাতে যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে সর্বোচ্চ ৫০০০ টাকা করে থোক বরাদ্দ দেয়া হয়। নগর খাদ্য উৎপাদন কম্পোনেন্টের আওতায় কৃষি খাতে হাঁসমুরগী ও গরু-ছাগল পালন, মৎস্য চাষ, বসতভিটায় সব্জি চাষ ইত্যাদি বিষয়ের ওপর এবং অকৃষি খাতে স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এছাড়াও ক্ষুদ্র পুঁজি তৈরীর লক্ষ্যে দরিদ্র নারী ও পুরুষের আলাদা সঞ্চয়ী দল গঠন করা হয়। সপ্তাহে ৫-১০ টাকা সঞ্চয় করে সঞ্চয়ের বিপরীতে স্বল্প সুদে ঋণ নেয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। ২০১০-২০১১ অর্থবছর পর্যন্ত কৃষি খাতে ৪৮০০৪ জন এবং অকৃষি খাতে ৫৫০৬৪ জন অর্থাৎ মোট ১,০৩,০৬৮ জন নারী প্রকল্প থেকে এককালীন থোক বরাদ্দ গ্রহণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানমূলক নানান কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করে স্বাবলম্বী হয়েছেন। ক্ষুদ্র পুঁজি তৈরীর লক্ষ্যে ২০১০-২০১১ অর্থবছর পর্যন্ত ১৮৮২৩টি নারী সঞ্চয়ী দল ও ১৯০টি পুরুষ সঞ্চয়ী দল গঠন করা হয়েছে, যেখানে সদস্য সংখ্যা যথাক্রমে ৩১৪৮২০ ও ৩১৮০ জন। এ সময়কালে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ১২৫০.৮০ লক্ষ টাকা। সঞ্চিত অর্থ থেকে ৩১৪৮২০ জন নারী ও ৩১৮০ জন পুরুষ সদস্য কর্তৃক গৃহীত ঋণের পরিমাণ ১২৭৫.২৩ লক্ষ টাকা (ছক-৮ঃ পৃষ্ঠা ৫৬ দ্রষ্টব্য)।

গ) মানব সম্পদ উন্নয়ন

যে কোনও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন দক্ষ জনশক্তি। উন্নত মানব সম্পদ ছাড়া সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। শহরের দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগণ বিশেষ করে দুঃস্থ নারীদের মানব সম্পদে পরিণত করতে পারলে সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব, এই ধারণা থেকে প্রকল্পের আওতায় উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠির জ্ঞান, দক্ষতা, সামাজিক সচেতনতা, জেন্ডার বিষয়ক সচেতনতা, ব্যবসা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দক্ষতা বাড়াতে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ২০১১ সালের জুন মাস পর্যন্ত প্রকল্প থেকে ৪৯৫৬০ জন নারীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করা হয়েছে (ছক-৯ঃ পৃষ্ঠা ৫৬ দ্রষ্টব্য)।

ঘ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন

জেন্ডার সমতাকরণে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী। সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করা না গেলে নারীরা পিছিয়ে থাকবে এবং সামগ্রিক উন্নয়ন ব্যাহত হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এ প্রকল্পে প্রাথমিক দলের সভাপতি ও সহ-সভাপতি সমন্বয়ে গঠিত কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (সিডিসি) কমিটির মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিত করে তার অগ্রাধিকার নির্ণয় এবং কমিউনিটি কর্মপরিকল্পনা (ক্যাপ) প্রণয়ন করা হয়। জুন'১১ পর্যন্ত মোট ৫০,০৭৫ জন নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে ২০০৩টি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়িত হয়েছে। এসব কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে নারীগণ তাদের সুযোগ সুবিধাকে প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে মতামত প্রদান করেছেন, যার মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়নের পথটি আরও প্রশস্থ হয়েছে (ছক-১০ঃ পৃষ্ঠা ৫৭ দ্রষ্টব্য)।

ঙ) নেতৃত্ব বিকাশ

দরিদ্র ও হতদরিদ্র নারীদের সামগ্রিক উন্নয়নে নারী নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। তাই ইউপিপিআর প্রকল্প নারীদের জন্য কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি নেতৃত্ব বিকাশে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। প্রকল্পের প্রতিটি ধাপে নারী নেতৃত্বের সুযোগ রাখা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র জনগোষ্ঠির সার্বিক উন্নয়নের জন্য ১৫-২০টি পরিবার নিয়ে একটি প্রাথমিক দল গঠিত হয়। এই দলে একজন সভাপতি ও

একজন সদস্য সচিব নির্বাচন করা হয় । ১০-১৫টি প্রাথমিক দলের সভাপতি ও সদস্যসচিব নিয়ে ২ বছরের জন্য একটি কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (সিডিসি) গঠিত হয় । এই সিডিসি প্রকল্প এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে । প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সদস্যদের ভোটে ৪ জন করে নেতা নির্বাচিত হন । এরা হলেন সভাপতি, সহ-সভাপতি, সচিব ও কোষাধাক্ষ্য । নির্বাচিত নেতারা সকল উন্নয়নমূলক কাজের তদারকি করে থাকেন । ১০-১৫টি সিডিসির সভাপতি ও সদস্য সচিব নিয়ে একটি ক্লাষ্টার সিডিসি গঠন করা হয় । এই কমিটির অফিস পরিচালনার জন্যও একজন করে সভাপতি, সহ-সভাপতি, কোষাধাক্ষ্য ও সদস্য সচিব থাকে । প্রকল্পভুক্ত শহরে সকল ক্লাষ্টার সিডিসির সভাপতি ও সদস্য সচিব নিয়ে গঠিত হয় টাউন ফেডারেশন । এখানেও অফিস পরিচালনার জন্য ক্লাষ্টার সিডিসির মতো ৪টি করে পদে নেতা নির্বাচন করা হয় । এছাড়াও প্রাথমিক দলের সদস্য, যারা সঞ্চয় করেন, তাদেরকে নিয়ে সেভিংস এন্ড ক্রেডিট গ্রুপ তৈরী করা হয় । এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ২৪২৮২টি নারী প্রাথমিক দল গঠন করা হয়েছে, যেখানে ৪৮৫৬৪ জন নারী সভাপতি ও সহ-সভাপতি হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছেন । একই সময়ে মোট ২২২০টি সিডিসি গঠন করা হয়েছে, যেখানে ৮৮৮০ জন নারীকে সিডিসি'র সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে । এছাড়াও ২১৩টি ক্লাষ্টার সিডিসি ও ৩টি টাউন ফেডারেশনে যথাক্রমে ৮৫২ ও ১২ জন নারী বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন । অর্থাৎ ২০১১ সালের জুন পর্যন্ত মোট ৫৮৩০৮ জন নারী বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্ব দেয়ার সুযোগ পেয়েছেন (ছক-১১: পৃষ্ঠা ৫৭ দ্রষ্টব্য) ।

চ) ব্যবসা সহায়ক সুবিধা

নারীদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তারা যেন প্রকৃত বাজারমূল্য থেকে বঞ্চিত না হন সেজন্য প্রকল্প থেকে ৩টি শহর যথা- খুলনা, রংপুর ও চট্টগ্রামের বাজারে/মার্কেটে নারীদের জন্য মোট ১৫০টি দোকান তৈরী করা হয়েছে । দোকানগুলো নারী ব্যবসায়ী দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে এবং নারীরা তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজার মূল্যে বিক্রয়ের সুযোগ পাচ্ছেন ।

ছ) অন্যান্য সহায়ক সুবিধা

এই প্রকল্পের আওতায় জীবনযাপনের জন্য উন্নত পরিবেশ তৈরীর লক্ষ্যে ভৌত কাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে নারী ও কিশোরীদের জীবন মানের উন্নয়ন করা হয় । এছাড়াও বস্তিবাসী নারী ও কিশোরীদের জীবন মান উন্নয়নের জন্য যে সকল সহায়ক সুবিধা প্রয়োজন তা নির্ধারণ করে সেসব সুবিধাদি প্রদান করা হয়েছে । এগুলোর মধ্যে রয়েছে- পানি সরবরাহ, পয়ঃ নিস্কাশন, গোসলের সুবিধা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ফুটপাত উন্নতকরণ, রাস্তার বাতি ইত্যাদি । ২০১১ সালের জুন পর্যন্ত ২৮,১৮১টি টয়লেট, ৩০৬টি বাথরুম তৈরী হয়েছে যেখানে মোট ৬৯,৯১২ জন, সুবিধাভোগীর সংখ্যা যার মধ্যে ৩৫,০০০ জন নারী । এছাড়াও ৪০১৩টি টিউবওয়েল নির্মাণের মাধ্যমে ৫০,০০৯ জনের পানির নিশ্চয়তা নিশ্চিত করা হয়েছে । ৪২,৩০৫ জন নারীকে উন্নত চুলা প্রদান করা হয়েছে যার মাধ্যমে তাদের স্বাস্থ্যগত বিষয়টি সুরক্ষিত হয়েছে (ছক-১২: পৃষ্ঠা ৫৭ দ্রষ্টব্য) ।

উপসংহার

২০০৭ সালে শুরু হওয়া এ প্রকল্পটি ৩০টি শহরের ৩০ লাখ দরিদ্র ও হতদরিদ্র বিশেষ করে নারীদের জীবিকা ও জীবনের মান উন্নয়নে ব্রত । ২০১১ সালের জুন পর্যন্ত প্রায় ২ লাখ নারীর কর্মসংস্থান এবং প্রায় ৩ লাখ নারীর আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে প্রকল্পের মাধ্যমে । ২০১১ সালের জুন পর্যন্ত প্রায় ৫০ হাজার নারীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা হয়েছে । আশা করা যাচ্ছে ২০১৫ সালের মধ্যে প্রকল্পটি তার কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হবে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে ।

ছক-৭: কর্মসংস্থান

ক্ষেত্র	কর্মসংস্থান (সংখ্যা)							
	জুন ২০০৯ পর্যন্ত		২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১		মোট	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
শিক্ষানবীশ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান	১৭৭৫৮	১১৩৫৪	৯৪৬৭	৩৮৬৭	৮৯৭১	৫২৬৯	৩৬১৯৬	২০৪৯০
ভৌত অবকাঠামো নির্মাণকাজে নিয়োজিত করণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান	৪৫৮০২	৪৯৪৮৬	৬২৯৭৭	৬২৭৩৯	৫২৫৭২	৬১৭১৫	১৬১৩৫১	১৭৩৯৪০
মোট কর্মসংস্থান	**৬৩৫৬০**	**৬০৮৪০**	**৭২৪৪৪**	**৬৬৬০৬**	**৬১৫৪৩**	**৬৬৯৮৪**	**১৯৭৫৪৭**	**১৯৪৪৩০**

ছক-৮ : আত্মকর্মসংস্থান

কার্যক্রম	আত্ম-কর্মসংস্থান (সংখ্যা)							
	জুন ২০০৯ পর্যন্ত		২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১		মোট	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
নগর খাদ্য উৎপাদন কার্যক্রম								
কৃষি খাতে থোক বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে	৫৬৮৭	৮৫০	১৩৪৫৩	৫	২৮৮৬৪	৫৮৯	৪৮০০৪	১৪৪৪
অকৃষি খাতে থোক বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে	৭৭৯৬	২৪১	১২৫১১	১২৭	৩৪৭৫৭	৩৫১	৫৫০৬৪	৭১৯
থোক বরাদ্দের মাধ্যমে মোট	১৩৪৮৩	১০৯১	২৫৯৬৪	১৩২	৬৩৬২১	৯৪০	১০৩০৬৮	২১৬৩
সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম								
সঞ্চয়ী দলের সংখ্যা	৯৬৪৭	৯৭	৫৮৬১	৫৯	৩৩১৬	৩৩	১৮৮২৩	১৯০
সঞ্চয়ী দলের সদস্য সংখ্যা	১৫৭৪১০	১৫৯০	১০২৯৬০	১০৪০	৫৪৪৫০	৫৫০	৩১৪৮২০	৩১৮০
মোট সঞ্চয় (লক্ষ টাকা)	২১৮.৫০		৩৭৪.৬০		৪০৪.৫৪		১২৫০.৮০	
মোট ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৩৪৫.০৩		৪৮০.০০		৪৫০.২০		১২৭৫.২৩	
ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে মোট	**১৫৭৪১০**	**১৫৯০**	**১০২৯৬০**	**১০৪০**	**৫৪৪৫০**	**৫৫০**	**৩১৪৮২০**	**৩১৮০**
মোট আত্ম-কর্মসংস্থান	**১৭০৮৯৩**	**২৬৮১**	**১২৮৯২৪**	**১১৭২**	**১১৮০৭১**	**১৪৯০**	**৪১৭৮৮৮**	**৫৩৪৩**

ছক-৯ : মানব সম্পদ উন্নয়ন

প্রশিক্ষণের ধরণ	অগ্রগতি (নারীর সংখ্যা)					
	২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১		মোট	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
জেন্ডার ও নেতৃত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৬১৩	৩৯	৭৭৬	৪৯৫	১,৩৮৯	৫৩৪
ব্যবস্থাপনা বিষয়ক (সঞ্চয় ও হিসাব চুক্তি) প্রশিক্ষণ	১০৮৬১	১৩৪২	৫৩২০	২০৫৮	১৬১৮১	৩৪০০
আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ	৫৩৪৮	৬৬১	৪৬৫৪	১১৬৪	১০০০২	১৮২৫
বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	১৪৯৭৭	৪৭২৯	৭০১১	১৭৭৩	২১৯৮৮	৬৫০২
মোট	**৩১৭৯৯**	**৬৭৭১**	**১৭৭৬১**	**৫৪৯০**	**৪৯,৫৬০**	**১২২৬১**

ছক-১০ : সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন

কমিটি / কার্যক্রম	সদস্য সংখ্যা							
	জুন ২০০৯ পর্যন্ত		২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১		মোট	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
ক) পৌরসভা লেভেল								
টাউন-লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি	১২৮	২৭২	-	-	-	-	১২৮	২৭২
ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি	৯০০	১৫০০	-	-	-	-	৯০০	১৫০০
জেন্ডার ও পরিবেশ কমিটি	৬৯	১১৫	-	-	-	-	৬৯	১১৫
উপ-ভোট	**১০৯৭**	**১৮৮৭**	-	-	-	-	**১০৯৭**	**১৮৮৭**
খ) পরিকল্পনা প্রণয়ন								
মোট সম্পাদিত কর্মপরিকল্পনা	২২৮		৭৫০		১০২৫		২০০৩	
কমিউনিটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	৫৭০০	-	১৮৭৫০	-	২৫৬২৫	-	৫০০৭৫	-
মোট	**৫৯২৮**	-	**১৯৫০০**	-	**২৬৬৫০**	-	**৫২০৭৮**	-
সর্বমোট	**৭০২৫**	**১৮৮৭**	**১৯৫০০**	-	**২৬৬৫০**	-	**৫৩১৭৫**	**১৮৮৭**

ছক-১১ : নেতৃত্ব বিকাশ

কার্যক্রম	অগ্রগতি (নারীর সংখ্যা)							
	জুন ২০০৯ পর্যন্ত		২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১		মোট	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
প্রাথমিক দল								
দলের সংখ্যা	১৩৪৫৩	৩৭৭	৫১৫৩	৬	৫৬৭৬	১৩	২৪২৮২	৩৯৬
সভাপতি ও সহ-সভাপতির সংখ্যা	২৬৯০৬	-	১০৩০৬	-	১১৩৫২	-	৪৮৫৬৪	-
কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (সিডিসি)								
কমিটির সংখ্যা	১২৭৭		৫১১		৪৩২		২২২০	
সভাপতি, সহ-সভাপতি, কোষাধাক্ষ্য ও সদস্য-সচিবের সংখ্যা	৫১০৮	-	২০৪৪	-	১৭২৮	-	৮৮৮০	-
ক্লাষ্টার সিডিসি								
কমিটির সংখ্যা	১১৮		৬৬		২৯		২১৩	
সভাপতি, সহ-সভাপতি, কোষাধাক্ষ্য ও সদস্য-সচিবের সংখ্যা	৪৭২	-	২৬৪	-	১১৬	-	৮৫২	-
টাউন ফেডারেশন								
ফেডারেশনের সংখ্যা	৩						৩	
সভাপতি, সহ-সভাপতি, কোষাধাক্ষ্য ও সদস্য-সচিবের সংখ্যা	১২	-		-		-	১২	-
মোট নেতার সংখ্যা	**৩২৪৯৮**	-	**১২৬১৪**	-	**১৩১৯৬**	-	**৫৮৩০৮**	**৩৯৬**

ছক-১২ : অন্যান্য সহায়ক সুবিধা

সহায়ক সুবিধাসমূহ	অগ্রগতি			
	জুন ২০০৯ পর্যন্ত	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	মোট
টয়লেট	২৬৭৩২	৮০০	৬৪৯	২৮১৮১
বাথরুম	৬৯	১১০	১২৭	৩০৬
টিউবওয়েল	৩০৯২	৫২০	৪০১	৪০১৩
উন্নত চুলা	-	৪৫৭	৪১৮৪৮	৪২৩০৫

দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-২)

আমাদের দেশে নগরে বসবাসকারীদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৭%। নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৫%, যা দেশের মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধি হারের চেয়ে বেশী। অপ্রতুল নাগরিক সেবা, জীর্ণ পরিচালন ব্যবস্থা এবং নাগরিকদের দুর্বল অংশগ্রহণ মূল নাগরিক ইস্যুগুলোর অন্যতম।

দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-২) এলজিইডির বিভিন্ন নগর উন্নয়ন প্রকল্পের অভিজ্ঞতার ফসল। অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে এ প্রকল্পে কেবল অবকাঠামো উন্নয়নই নয় বরং একে টেকসই ও স্থায়ী করার জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা অর্জনের বিষয়টি সন্নিবেশ করা হয়েছে। একই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইতিপূর্বে ২০০৩-২০১০ মেয়াদে নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (ইউজিআইআইপি) বাস্তবায়িত হয়েছে এবং এর অভিজ্ঞতার আলোকে ও ধারাবাহিকতায় ইউজিআইআইপি-২ দেশের ৩৫ টি পৌরসভায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের কাঙ্খিত প্রভাব হলো লক্ষ্যভুক্ত পৌরসভাসমূহে নগর পরিবেশ ও জীবনের গুণগত মানের টেকসই/স্থায়ী উন্নয়ন সাধন করা। আর কাঙ্খিত ফলাফল হলো নগর অবকাঠামো ও নাগরিক সেবার ব্যবহার ও সুযোগ বৃদ্ধি এবং নগর পরিচালন ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন ঘটানো।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য সমূহের মধ্যে রয়েছে: মূল নাগরিক সেবাসমূহ বাস্তবায়নে, নিয়ন্ত্রণে, ব্যবস্থাপনায় ও পরিচালনায় পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধি; নগর পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন; নাগরিকদের কাছে পৌরসভার জবাবদিহিতা বৃদ্ধিকরণ এবং উন্নত ভৌত অবকাঠামো ও সেবা প্রদান। আর এসব উদ্দেশ্য পূরণে তিনটি উপাদানের ওপর ভিত্তি করে প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে- ক) নগর অবকাঠামো ও নাগরিক সেবা; খ) নগর পরিচালন এবং দক্ষতা উন্নয়ন; গ) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তবায়ন সহায়তা।

প্রকল্পটি ৩টি পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। নগর পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন অংশ বাস্তবায়নের জন্য প্রণীত নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মপরিকল্পনা বা 'ইউজিআইএপি' এ উল্লেখিত বিভিন্ন কর্মতৎপরতা বাস্তবায়নের মাপকাঠির ভিত্তিতে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহ এক পর্যায় থেকে পরবর্তী পর্যায়ে উন্নীত হবে। আর এই কর্মসম্পাদনার মাপকাঠি নগর পরিচালন ব্যবস্থার ৬টি ক্ষেত্রে নির্ধারিত, যার মধ্যে অন্যতম ক্ষেত্র হলো নারীদের অংশগ্রহণ। এ অংশগ্রহণ কার্যকর ও বাস্তবায়ন করার জন্য প্রকল্পের একটি মূল জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান (গ্যাপ) রয়েছে।

জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান (গ্যাপ): প্রকল্পের জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান (গ্যাপ) এমনভাবে প্রস্তুত করা, যা প্রকল্পের মূল তিনটি উপাদানেই জেন্ডারকে সম্পৃক্ত করে। এর মূল উপাদানগুলো হলো: প্রকল্পের কোটা এবং লক্ষ্যের ভিত্তিতে স্থানীয় পরিচালন প্রক্রিয়ায় নারীদের পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ; নগর পরিকল্পনায় উন্নত সেবা প্রদানে নারীদের সক্রিয় সম্পৃক্ততা; নারী সংবেদনশীল অবকাঠামো নক্শা এবং নারীদের সরাসরি অংশগ্রহণে বস্তি উন্নয়ন; কমিউনিটির নারীদের চাহিদাকে আরও ভালোভাবে বিবেচনার জন্য কাউন্সিলর ও স্থানীয় সরকার কমিটিগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি; জেন্ডারকে মূলধারায় আনার জন্য প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় নারীদের ভূমিকাকে অধিকতর উৎসাহিত করা এবং সকল প্রক্রিয়াকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।

এ প্রেক্ষিতে প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি পৌরসভা স্ব স্ব চাহিদা অনুযায়ী প্রকল্পের সামগ্রিক জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিজস্ব জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন করে বাস্তবায়ন করছে। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাপ্ত প্রকল্প সহায়তার পাশাপাশি বর্তমানে নিজস্ব রাজস্ব বাজেট ব্যবহারের মাধ্যমে পৌরসভাসমূহ জেন্ডার এ্যাক্শন প্ল্যান বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রম

ইউজিআইআইপি-২ প্রকল্পের আওতায় জেন্ডার বিষয়ক যে সব কার্যক্রম রয়েছে তা হলো: অবকাঠামো নির্মাণে নারী শ্রমিক নিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান, বিভিন্ন কমিটিতে নারীদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন, নারী নেতৃত্ব বিকাশ, প্রশিক্ষণ ও অবহিত করণের মাধ্যমে সচেতনতা বাড়িয়ে নারীদের পৌরসভা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করা, নারীদের জন্য আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা

এবং নারী বান্ধব অবকাঠামো নির্মাণ করা।

ক) **কর্মসংস্থান:** অবকাঠামো উন্নয়নে নারীদের কাজের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ কাজের কার্যাদেশে ২০% নারী শ্রমিক নিয়োগ এবং বস্তি এলাকার অবকাঠামো উন্নয়নে এসআইসি ও বস্তিবাসীদের সম্পৃক্ত করা। এছাড়া প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস, নগর ব্যবস্থাপনা সাপোর্ট ইউনিট আউএমএসইউ এবং পৌরসভায় পরামর্শক ও ফ্যাসিলিটেটর নিয়োগের ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধিকার।

খ) **আত্ম-কর্মসংস্থান:** সুবিধা বঞ্চিত নারীরা যাতে কর্মসংস্থানের জন্য কোনও প্রকল্প বা প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে স্ব উদ্যোগে আয় করতে পারে সে জন্য সুবিধা বঞ্চিত নারীদের নানা রকম দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও অনুদান প্রদান;

গ) মানব সম্পদ উন্নয়ন: নারীদের মানব সম্পদ হিসেবে তৈরীর লক্ষ্যে সচেতনতা, নেতৃত্বের বিকাশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণসহ গ্যাপ এর যথাযথ বাস্তবায়ন বিষয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও অবহিতকরণ;

ঘ) **সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন:** স্থানীয় পরিচালন ব্যবস্থা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কমিটিতে নারীদের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন;

ঙ) **নেতৃত্ব বিকাশ:** নারী নেতৃত্ব বিকাশের জন্য বিভিন্ন কমিটিতে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি নারী কাউন্সিলরদের বিভিন্ন ফোরাম, সভা, উঠান বৈঠক, র‍্যালী ইত্যাদিতে নেতৃত্ব প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি;

চ) **ব্যবসা সহায়ক সুবিধা:** নারীদের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করার লক্ষ্যে খোলা বাজার ও মার্কেটে নারীদের দোকান বরাদ্দের ব্যবস্থা করা;

ছ) **সহায়ক সুবিধা:** প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি পৌরসভায় স্টাফ ও কাউন্সিলরদের জন্য পৃথক টয়লেট, পানীয় জল ও বসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক) কর্মসংস্থান

অবকাঠামো উন্নয়নে নারীদের কাজের সুযোগ নিশ্চিত করতে অবকাঠামো নির্মাণ কাজে ২০% নারী শ্রমিক নিয়োগের বিষয়টিকে বাধ্যতামূলক এবং সমপরিমাণ কাজের জন্য সমপরিমাণ মজুরী প্রদান অন্তর্ভুক্ত আছে। ফলশ্রুতিতে প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন অবকাঠামো উন্নয়ন কাজে নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণ লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে ২৬% উত্তীর্ণ হয়েছে। গ্যাপ অনুযায়ী বস্তি এলাকায় নারীদের নিয়ে প্রাথমিক দল এবং নারী প্রধান বস্তি উন্নয়ন কমিটি গঠন করে অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ কেবল এসআইসি ও বস্তিবাসীদের দ্বারা করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিসে এবং পৌরসভায় পরামর্শক ও ফ্যাসিলিটেটর হিসেবে নারী নিয়োগের বিষয়টি সন্নিবেশিত থাকায় নারীদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে। এক্ষেত্রে জুন ২০১১ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় অবকাঠামো নির্মাণ কাজে ৬৮৯০ জন নারী শ্রমিক নিয়োজিত হয়েছে। একই সময়ে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস এবং পরামর্শক হিসেবে ৩৪ জন নারীকে নিয়োগ করা হয়েছে অর্থাৎ মোট ৬৯২৪ জন নারীর কর্মসংস্থান হয়েছে (ছক-১৩: পৃষ্ঠা ৬১ দ্রষ্টব্য)।

খ) আত্মকর্মসংস্থান

নারীরা যাতে কর্মসংস্থানের জন্য কোনও প্রকল্প বা প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভরশীলতা বাদে স্ব উদ্যোগে আয় করতে পারেন সে জন্য পৌরএলাকার চাহিদা অনুযায়ী সেলাই, বুটিক, কম্পিউটার পরিচালনা, বিউটি পার্লার ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীদের দক্ষ করে গড়ে তোলা হয়েছে, যাতে এসব নারীরা স্ব উদ্যোগে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন। এক্ষেত্রে ২০১১ সালের জুন পর্যন্ত মোট ৫৪৩ জন নারী সুযোগ পেয়েছেন।

গ) মানব সম্পদ উন্নয়ন

আমাদের দেশের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠিই নারী। নারীদের উন্নয়নের জন্য প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি পৌরসভা স্ব স্ব জেন্ডার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য পৌরসভার রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থও বরাদ্দ করা হচ্ছে। প্রকল্প থেকে নারীদের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে ২০১১ সালের জুন পর্যন্ত জেন্ডার বিষয়ে ৪৮৪ জন নারীকে ও প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কিত বিষয়ে জেন্ডার কমিটির ৬২৭ জন নারীকে, আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমে ৫৪৩ জন নারীকে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৩২ জন নারীকে এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, সড়ক বাতি ইত্যাদি বিষয়ের ব্যবস্থাপনার ওপরে ৭১৪০ জন নারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে অর্থাৎ সর্বমোট ৮৮২৬ জন নারীকে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে (ছক-১৪: পৃষ্ঠা ৬১ দ্রষ্টব্য)।

ঘ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন

নারীর ক্ষমতায়নে সরকারের পরিকল্পনাসমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পৌরসভার বিভিন্ন কমিটিতে নারীদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। যেমন-নারী কাউন্সিলরের নেতৃত্বে জেন্ডার কমিটি গঠন, অন্ততঃ ৪০% নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে পৌরসভার স্থায়ী কমিটি, ৩৩% নারীর অংশগ্রহণে নগর সমন্বয় কমিটি, ৪০% নারীর অংশগ্রহণে ওয়ার্ড লেভেল কোঅর্ডিনেশন কমিটি, ৩৩% নারীর অংশগ্রহণে কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন ইত্যাদি। প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহে প্রণীত 'পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনাতে' নারীদের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি পৌরসভায় নারী কাউন্সিলরের নেতৃত্বে ১টি করে জেন্ডার কমিটি গঠিত হয়েছে এবং নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি পৌরসভায় নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাকে অতিক্রম করে ৩৪% নারী সদস্যের সমন্বয়ে 'নগর সমন্বয় কমিটি' গঠিত হয়েছে এবং পরিচালিত হচ্ছে। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাকে অতিক্রম করে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহে যথাক্রমে ৪১% নারী সদস্যের সমন্বয়ে 'ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি' ও 'কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন' গঠিত হয়েছে এবং কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বস্তিবাসী নারীদের নিয়ে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহে ১১৪৫টি প্রাথমিক দল গঠিত হয়েছে এবং নির্ধারিত ৬৭% লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশী ৭৫% নারী সদস্যের সমন্বয়ে ও নারীর নেতৃত্বে এসআইসি গঠিত হয়েছে এবং কার্যকর রয়েছে (ছক-১৫ঃ পৃষ্ঠা ৬১ দ্রষ্টব্য)।

ঙ) নেতৃত্ব বিকাশঃ

নারী নেতৃত্ব বিকাশের জন্য এই প্রকল্প বিভিন্ন কমিটিতে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি নারী কাউন্সিলরদের বিভিন্ন ফোরাম, সভা, উঠান বৈঠক, র‍্যালী ইত্যাদিতে নেতৃত্ব প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এছাড়া নারী নেতৃত্ব বিকাশের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় বস্তিতে কেবল নারীদের নিয়ে প্রাথমিক দল (পিজি) গঠনের পরিকল্পনা করেছে, যার নেতৃত্বে থাকবেন নারী এবং এই নেতৃত্ব নির্দিষ্ট সময় অন্তর পর্যায়ক্রমে দলের অন্য সদস্যদের মধ্যে পরিবর্তিত/হস্তান্তরিত হবে। উপরন্তু প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত বস্তিতে অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ নারীর অংশগ্রহণে বস্তি উন্নয়ন কমিটি (এসআইসি) গঠনের পরিকল্পনা করা হয়েছে, যেখানে চেয়ারপার্সন/ ভাইস চেয়ারপার্সন হিসেবে আবশ্যিকভাবে থাকবেন একজন নারী। প্রকল্পের আওতায় বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য যে 'কমিউনিটি এ্যাকশন প্ল্যান' (ক্যাপ) প্রণীত হবে তা নারী নেতৃত্বাধিন পিজি ও এসআইসি-র মাধ্যমে হওয়ায় এলাকার চাহিদাও নির্ণীত হবে নারী নেতৃত্বে। প্রকল্পের আওতায় বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ বাস্তবায়িত হবে নারী নেতৃত্বে। জুন ২০১১ পর্যন্ত ৪৩৯টি কমিটিতে মোট ৩৬ জন নারীর নেতৃত্ব দেয়ার সুযোগ তৈরী হয়েছে (ছক-১৬ : পৃষ্ঠা ৬১ দ্রষ্টব্য)।

চ) অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিঃ

প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি পৌরসভা স্টাফ ও কাউন্সিলরদের জন্য পৃথক টয়লেট, পানীয় জল ও বসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে নারীদের অবস্থানের পরিধিকে বৃদ্ধি করতে যেমন সহায়তা করেছে তেমনি তাদের কর্মদক্ষতার বিকাশকে ত্বরান্বিত করায় ভূমিকা রাখছে।

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বিভিন্ন স্থাপনা, যথাঃ বাস টার্মিনাল ও রেল স্টেশনে নারীদের জন্য পৃথক টয়লেট, বুকিং কাউন্টার ও রেস্ট রুম; মার্কেটে পৃথক টয়লেট; খোলা বাজার ও মার্কেটে নারীদের জন্য দোকান বরাদ্দ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

এক্ষেত্রে প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি পৌরসভায় নারী স্টাফ ও কাউন্সিলরদের জন্য পৃথক টয়লেট, বসার ব্যবস্থা ও পানীয় জলের সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত বস্তিসমূহে নারীদের জন্য পৃথক টয়লেট, নারীদের জন্য সুবিধাজনক স্থানে টিউবওয়েল স্থাপন, নারীদের চাহিদা অনুযায়ী রাস্তা, ড্রেন ও সড়ক বাতি স্থাপনের এবং মার্কেটে নারীদের জন্য দোকান, পৃথক টয়লেট, বাস টার্মিনালে পৃথক টয়লেট, বুকিং কাউন্টার, রেস্টরুম স্থাপনের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

উপসংহার

দ্বিতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাল ২০১৪ থেকে ২০১৫ এর জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এই প্রকল্পটি নগরের নারী বিশেষ করে দরিদ্র নারীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। নারীর ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্ব বিকাশের ক্ষেত্রেও এই প্রকল্পের রয়েছে যথেষ্ট অবদান।

ছক-১৩ : কর্মসংস্থান

ক্ষেত্র	কর্মসংস্থান (সংখ্যা)							
	জুন ২০০৯ পর্যন্ত		২০০৯-২০১০		২০১০-১১		মোট	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
অবকাঠামো নির্মাণ	-	-	-	-	৬৮৯০	৩২৯৮০	৬৮৯০	৩২৯৮০
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস স্টাফ	-	-	১৭	৫০	১৭	৫০	১৭	৫০
পরামর্শক	-	-	১৭	১১৪	১৭	১১৪	১৭	১১৪
মোট কর্মসংস্থান	-	-	**৩৪**	**১৬৪**	**৬৯২৪**	**৩৩১৪৪**	**৬৯২৪**	**৩৩১৪৪**

ছক-১৪ : মানব সম্পদ উন্নয়ন

প্রশিক্ষণের ধরণ	অগ্রগতি (নারীর সংখ্যা)							
	জুন ২০০৯ পর্যন্ত		২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১		মোট	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	-	-	৩৫	-	৪৪৯	১২০৯	৪৮৪	১২০৯
ইউজিআইএপি ও প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ	-	-	১১৫	১১৬	৫১২	৫১০	৬২৭	৬২৬
আয় বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ	-	-	-	-	৫৪৩	-	৫৪৩	-
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ	-	-	-	-	৩২	-	৩২	-
ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	-	-	-	-	৭১৪০	১৩৮৬০	৭১৪০	১৩৮৬০
মোট	-	-	**১৫০**	**১১৬**	**৮৬৭৬**	**১৫৫৭৯**	**৮৮২৬**	**১৫৬৯৫**

ছক- ১৫ : সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন

কমিটির নাম	কমিটি/ দলের সংখ্যা	অগ্রগতি (নারীর সংখ্যা)							
		জুন ২০০৯ পর্যন্ত		২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১		মোট	
		নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
নগর সমন্বয় কমিটি	৩৫	-	-	৫৯১	১১৫৯	৫৯১	১১৫৯	৫৯১	১১৫৯
ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি	৩৬৯	-	-	১৫২৪	২১৬৬	১৫২৪	২১৬৬	১৫২৪	২১৬৬
জেন্ডার কমিটি	৩৫	-	-	১২৭	১২৫	১২৭	১২৫	১২৭	১২৫
কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন		-	-	৭১৪০	১৩৮৬০	৭১৪০	১৩৮৬০	৭১৪০	১৩৮৬০
মোট	৪৩৯	-	-	**৯৩৮২**	**১৭৩১০**	**৯৩৮২**	**১৭৩১০**	**৯৩৮২**	**১৭৩১০**

ছক- ১৬ : নেতৃত্ব বিকাশ

কার্যক্রম	কমিটি/ দলের সংখ্যা	অগ্রগতি (নারীর সংখ্যা)							
		জুন ২০০৯ পর্যন্ত		২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১		মোট	
		নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
নগর সমন্বয় কমিটি	৩৫	-	-	-	৩৫	-	৩৫	-	৩৫
ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি	৩৬৯	-	-	১	৩৬৮	১	৩৬৮	১	৩৬৮
জেন্ডার কমিটি	৩৫	-	-	৩৫	-	৩৫	-	৩৫	-
মোট নেতার সংখ্যা	৪৩৯	-	-	৩৬	৪০৩	৩৬	৪০৩	৩৬	৪০৩

নগর নারীদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ

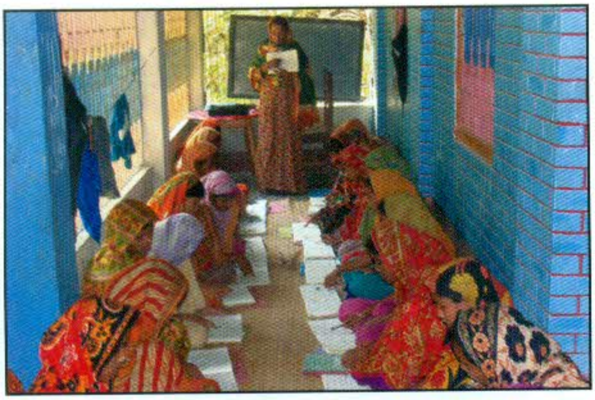

নগরের আত্ম-নির্ভরশীল নারী

পরিকল্পনা প্রণয়নরত নগরের নারীগণ

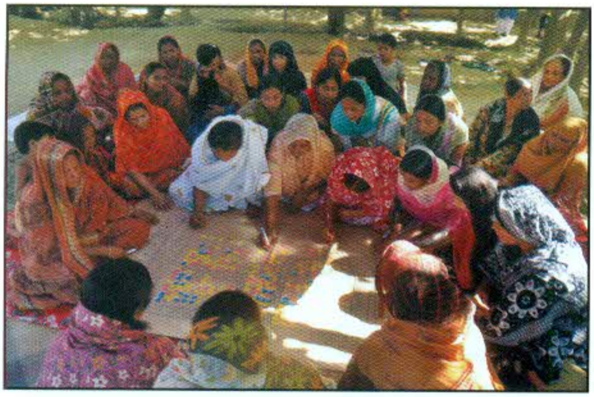

সচেতনতা বৃদ্ধিতে র‍্যালী

নারীদের জন্য বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা

নারীর জন্য পৃথক টয়লেট

ক্ষুদ্রঋণ পাওয়া নারীগণ

পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর

ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশের উত্তরে অবস্থিত পাহাড় থেকে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ পানি নেমে আসে। নদী-খাল-বিল জলাশয় বেয়ে এ পানি চলে যায় দক্ষিণের বঙ্গোপসাগরে। রেখে যায় পলি, যা একদিকে বাড়ায় জমির উর্বরতা, একই সঙ্গে ভরাট করে চলে নদীমাতৃক এদেশের হাজারো নদী-খাল-বিল। এতে কমে যায় নাব্যতা, নদীর পানিধারণ ক্ষমতা। সাধারণ বন্যাও তাই প্লাবিত করে গ্রাম ও নগর জনপদ। এদিকে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে কখনও আগাম বৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি; কখনও-বা প্লাবন আমাদের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি কৃষিকে করে বিপন্ন।

বাংলাদেশের শতকরা ৬০ ভাগ মানুষ সরাসরি কৃষির সঙ্গে জড়িত। মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপির ৩২ ভাগ জোগান আসে কৃষি থেকে। কিন্তু বন্যা ও অতিবৃষ্টি এবং খরার কারণে প্রতিবছরই কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয় দারুন ভাবে। যেসব নিয়ামকের ওপর কৃষি উৎপাদন নির্ভরশীল তার মধ্যে রয়েছে বন্যা ব্যবস্থাপনা, বন্যা পরবর্তী পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং শুকনো মৌসুমে ভূ-উপরিভাগের পানি সংরক্ষণ। সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পানি সম্পদের ভূমিকা অপরিসীম।

কৃষি উৎপাদন বাড়াতে ষাটের দশকের প্রথম থেকে এদেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ এবং পানি নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে শুরু হয় পানি সম্পদ উন্নয়নের কাজ। বড় আকারের পাশাপাশি ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ একই সঙ্গে শুরু হলেও তাতে প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যায়নি।

১৯৯৯ সালে প্রথম জাতীয় পানি নীতি প্রণীত হয়। এই নীতিমালায় উল্লেখ করা হয়, ১০০০ হেক্টর পর্যন্ত আবাদি জমির বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন এবং ভূ-উপরিভাগের পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান। তারই ধারাবাহিকতায় ২০০১ সালে অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়, যার মাধ্যমে সমন্বয় ঘটানো হয় সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে। জাতীয় পানি নীতিকে কার্যকর করতে ২০০৪ সালে তৈরী হয় জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, যার ভিত্তিতে বর্তমানে এলজিইডি সারা দেশে বাস্তবায়ন করছে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্প।

জেন্ডার সমতা অর্জনে এলজিইডি পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর বিভিন্ন প্রকল্প যে সব কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে ২০১১ সালের জুন মাস পর্যন্ত এসব ক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতি প্রকল্প ওয়ারী দেয়া হলো।

প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প

এলজিইডি জন্মলগ্ন থেকে বিভিন্ন পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ছোট ছোট অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে পানি সম্পদ উন্নয়ন স্কীম বাস্তবায়ন শুরু করে । পরবর্তীতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ১৯৯৫ সালে শুরু হয় প্রথম ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প (১৯৯৫-২০০২) । দেশের পশ্চিমাংশের উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত ৩৭ জেলায় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে পানি সম্পদ উন্নয়ন এবং টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বাড়ানোই ছিলো এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য । উপ-প্রকল্প বাছাই থেকে এর পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ– সব পর্যায়ের কাজেই নারী-পুরুষ সম্পৃক্ত করে জেন্ডার সমতাকরণে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয় এ প্রকল্পে । ১৯৯৫-২০০২ মেয়াদের এ প্রকল্পের আওতায় ২৮০টি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয় ২৮০টি উপ-প্রকল্প । এসব সমিতির মোট সদস্য ১০৭৯৩০ জন, যার মধ্যে নারী সদস্য ছিল ২৬৪৪৩ জন এবং পুরুষ সদস্য ছিল ৮১৪৮৭ জন, অর্থাৎ মোট সদস্যের ২৪.৫% ছিল নারী সদস্য । এই প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় ৩০১৪ জন নারী ও ৭৩১৬ জন পুরুষের মধ্যে মোট ১৮৩.৭৫ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় । এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে ২৮০টি পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটিতে ৮৮০ জন নারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছেন । এছাড়াও ৫ জন নারী ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছেন ।

প্রথম ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের সফল সমাপ্তির পর ২০০২ সালে শুরু হয় দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প । এ প্রকল্পের কার্যক্রম বিস্তৃত করা হয় তিনটি পাহাড়ী জেলা বাদে দেশের ৬১ জেলায় । এক্ষেত্রে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সঙ্গে যৌথ ভাবে আর্থিক সহায়তা দেয় নেদারল্যান্ড ও জাপান সরকার । টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে জেন্ডার সমতাকরণে আরও একধাপ এগিয়ে আসে এ প্রকল্পটি । এখানে নারীর অবস্থা ও অবস্থান পরিবর্তনের জন্য "বাস্তবমুখী" ও "কৌশলগত"– এ দুধরণের চাহিদা নিরূপণ করে তা পূরণের পদক্ষেপ নেয়া হয় ।

বাস্তবমুখী চাহিদা পূরণের জন্য বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা এবং রাস্তা/বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত এলসিএস-এ এক-তৃতীয়াংশ নারী শ্রমিক নিয়োগ করে দুঃস্থ নারীদের কর্মসংস্থান করা হয়। শাক-সবজি ও মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী পালন ইত্যাদি আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কাজের জন্য নারীদের দেয়া হয় ক্ষুদ্রঋণ । প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে দক্ষতা বাড়াতে ছিলো নানামুখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ।

নারীর কৌশলগত চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এলসিএস এর সভাপতি ও সেক্রেটারী পদে নারীদের অন্তর্ভুক্তি, নারী-পুরুষের সমান কাজে সমান মজুরী, পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি–পাবসস'র ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন উপ-কমিটিতে এক-তৃতীয়াংশ নারী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । ২০১০ সালের জুন এ প্রকল্পের কার্যক্রম শেষ হয় ৩০০টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্যদিয়ে ।

টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও মৎস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পে নারীর অবস্থা ও অবস্থানের পরিবর্তনের জন্য বাস্তবমুখী ও কৌশলগত চাহিদা পূরণের যে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, তাতে প্রকল্প চলাকালীন সময়ে ১৮,২৪৪ জন নারীর কর্মসংস্থান হয়েছে । এছাড়া কৌশলগত চাহিদার অংশ হিসেবে ৯৪৮৩ জন নারীর আত্ম-কর্মসংস্থান, ১,০৯,৩১৩ জন নারী প্রশিক্ষিত এবং ৪৮,৫৭২ জন নারী সিদ্ধান্ত প্রদানে সক্ষম হয়েছেন । সর্বোপরি টেকসই ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে পাবসস সমিতিতে ৫ জন নারী নেতৃত্ব দিয়েছেন ।

বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প

প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় ২০০৭ সালে শুরু হয় জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) সহায়তাপুষ্ট বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। এ প্রকল্পের মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্প এলাকার জনগণের অংশগ্রহণে একটি টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলা, যাতে করে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বাড়িয়ে সরকারের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মসূচিকে এগিয়ে নেয়া যায়। বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুরের ১৫টি জেলায় বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পে ২১৫টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এ প্রকল্পেও পুরুষের সঙ্গে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রকল্পের গ্রহণযোগ্যতা ও স্থায়িত্বের জন্য উপ-প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে বিশেষজ্ঞদের কারিগরী জ্ঞানের পাশাপাশি এলাকার জনগণের অভিজ্ঞতার সমন্বয় প্রয়োজন। এক্ষেত্রে নারীর অভিজ্ঞতাকেও গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে যাতে তাদের সমস্যা সমাধানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। শুধুমাত্র সংখ্যার দিক থেকে নয় স্থানীয় পর্যায়ে যোগ্য নারী নেতৃত্ব গড়ে তোলা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রেও কাজ করছে প্রকল্পটি। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এলাকার গরীব, দুঃস্থ ও ভূমিহীনদের জন্য কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ; আত্ম- কর্মসংস্থানে উৎসাহ ও এ লক্ষ্যে বিভিন্ন সুযোগ সৃষ্টি এবং সচেতনতা ও দক্ষতা বাড়াতে সামাজিক ও কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নারী উন্নয়নে প্রকল্পের একটি নিজস্ব নীতিমালা বা কৌশলপত্র আছে। এ কৌশলপত্র বাস্তবায়নে এলজিইডি ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সঙ্গে স্বক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুসরণ করা হচ্ছে।

জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রম

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পে নারীর কর্মসংস্থান, আত্ম-কর্মসংস্থান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণ ও নারীর ক্ষমতায়ন, নেতৃত্ব বিকাশ এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে নানামুখী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এগুলো হচ্ছে-

কর্মসংস্থান: বাঁধ নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ ও মেরামত; খাল খনন, পুনর্খনন ও মেরামত এবং বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি কাজে এলসিএস এর মাধ্যমে সরাসরি নারীর কর্মসংস্থান;

আত্ম-কর্মসংস্থান: প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদনসহ বিভিন্ন আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কাজে নারীর জন্য সুযোগ সৃষ্টি;

মানবসম্পদ উন্নয়ন: পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য এবং এলজিইডির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ, এলসিএস সদস্যদের দক্ষতাবৃদ্ধি, কৃষি ও মৎস্য উৎপাদনসহ বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের ওপর প্রশিক্ষণ;

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন: উপ-প্রকল্প চিহ্নিতকরণ বা স্কীম নির্বাচনের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা পর্যায়ে নারীদের সরাসরি অংশগ্রহণ। এছাড়া পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) এবং বিভিন্ন উপ-কমিটিতে কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্যের অন্তর্ভুক্তি; এবং

নেতৃত্ব বিকাশ: স্থানীয় পর্যায়ে যোগ্য নারী নেতৃত্ব গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটি ও বিভিন্ন উপ-কমিটিতে সভাপতি/সেক্রেটারি/কোষাধাক্ষ্য হিসেবে নারীর অন্তর্ভুক্তি।

জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক) কর্মসংস্থান

প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র্য কমানো। তাই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এলাকার গরীব, দুঃস্থ ও ভূমিহীনদের জন্য বাঁধ নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ ও মেরামত; খাল খনন, পুনর্খনন ও মেরামত এবং বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি কাজে এলসিএস এর মাধ্যমে সমান মজুরীর ভিত্তিতে নারীদের কর্মসংস্থান করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১০-১১ অর্থবছরে সর্বমোট ১১৫২ জন নারীর কর্মসংস্থান হয়েছে (ছক-১: পৃষ্ঠা ৬৫ দ্রষ্টব্য)।

খ) আত্ম-কর্মসংস্থান

প্রকল্প এলাকার নারী-পুরুষের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা প্রকল্পের

অন্যতম উদ্দেশ্য। এ-লক্ষ্য অর্জনে কৃষি ও মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী ও পশু পালন, নকশীকাঁথা, মোমবাতি তৈরীসহ অন্যান্য আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বাড়িয়ে পাবসসের শেয়ার/সঞ্চয় থেকে ক্ষুদ্রঋণ দেয়া হয় উপ-প্রকল্প এলাকার নারী-পুরুষদের। ২০১১ সালের জুন মাস পর্যন্ত মোট ৫.০৮ লক্ষ টাকা ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে ৯০ জন সদস্যের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে, যার মধ্যে ২৪ জন নারী (ছক-২: পৃষ্ঠা ৬৬ দ্রষ্টব্য)।

গ) মানবসম্পদ উন্নয়ন

উপ-প্রকল্প এলাকার নারী-পুরুষের সচেতনতা বৃদ্ধি; নারীর অধিকার ও ভূমিকা এবং নারীর প্রতি প্রচলিত মানসিকতার পরিবর্তন; দক্ষতা বাড়িয়ে আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে নিয়োজিত হয়ে স্বাবলম্বী হওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় প্রকল্প থেকে। এর মধ্যে রয়েছে উপ-প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, পাবসস ব্যবস্থাপনা, এলসিএস প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। এছাড়া পরিবেশ, জেন্ডার ও উন্নয়ন এবং আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি ও মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণও পরিচালনা করা হয় প্রকল্প থেকে। ২০১১ সালের জুন মাস পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে মোট ১৫৩০০ জন নারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে (ছক-৩: পৃষ্ঠা ৬৬ দ্রষ্টব্য)।

ঘ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন

সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে এ প্রকল্পে। এরই অংশ হিসেবে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি বা পাবসস-এ কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ নারীকে অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়াও এক তৃতীয়াংশ নারীকে সদস্য করা হয়েছে উপ-প্রকল্প বাছাই ও বাস্তবায়নে গঠিত পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং উপ-প্রকল্প পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গঠিত পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটিতে। ২০১১ সালের জুন মাস পর্যন্ত পাবসস এবং পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটিতে যথাক্রমে ৬৭৯৩ এবং ২৮৬ জন নারী সদস্য হয়েছেন; অর্থাৎ মোট ৭০৭৯ জন নারী সিদ্ধান্ত গ্রহণে অবদান রেখে চলেছেন (ছক-৪: পৃষ্ঠা ৬৬ দ্রষ্টব্য)।

ঙ) নেতৃত্ব বিকাশ

সমাজ ও দেশ গঠনে নারীকে সম্পৃক্ত করে তাদেরকে পশ্চাৎপদ অবস্থা থেকে তুলে আনতে নারী নেতৃত্ব অপরিহার্য। বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রত্যেক উপ-প্রকল্পের জন্য একটি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) গঠন করা হয়। এই সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয় সদস্যদের সরাসরি ভোটে। প্রতিটি পাবসসতে এক-তৃতীয়াংশ নারী-সদস্য-পদ সংরক্ষণ করায় নারী সদস্যদেরও সভাপতি পদে পুরুষের পাশাপাশি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নেতৃত্বে আসার সুযোগ রয়েছে। ২০১১ সালের জুন পর্যন্ত এ প্রকল্পে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য পদে ২০৪ জন নারী নির্বাচিত হয়ে সমিতির নেতৃত্ব দিচ্ছেন (ছক-৫: পৃষ্ঠা ৬৬ দ্রষ্টব্য)।

উপসংহার

কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বাড়িয়ে সরকারের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মসূচিকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পটি ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে শেষ হবে। পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারীর অংশগ্রহণের গুরুত্ব অনুধাবন করে ভিন্নধর্মী এ প্রকল্পে জেন্ডার বিষয়টিতে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১১ সালের জুন পর্যন্ত ১১৫২ জন নারীর কর্মসংস্থান এবং ২৪ জন নারীর আত্ম-কর্মসংস্থান করা হয়েছে। ১৫৩০০ জন নারীর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ তৈরী করা হয়েছে ২০৪ জন নারীর।

ছক-১ : কর্মসংস্থান

কার্যক্রম	কর্মসংস্থান (সংখ্যা)							
	জুন ২০০৯ পর্যন্ত		২০০৯ -২০১০		২০১০-২০১১		মোট	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
বাঁধ নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ ও মেরামত	-	-	-	-	৫০৬	১৩৯৮	৫০৬	১৩৯৮
খাল খনন, পুনর্খনন ও মেরামত	-	-	-	-	৬৪৬	২০০০	৬৪৬	২০০০
বৃক্ষরোপণ	-	-	-	-	-	-	-	-
সর্বমোট	-	-	-	-	১১৫২	৩৩৯৮	১১৫২	৩৩৯৮

ছক-২ : আত্ম-কর্মসংস্থান

কার্যক্রম	আত্ম-কর্মসংস্থান							
	জুন ২০০৯ পর্যন্ত		২০০৯ -২০১০		২০১০ -২০১১		মোট	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	-	-	-	-	২৪	৬৬	২৪	৬৬
ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ (লক্ষটাকা)	-	-	-	-	৫.০৮		৫.০৮	

ছক-৩ : মানব সম্পদ উন্নয়ন

প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নারী-পুরুষের সংখ্যা							
	জুন ২০০৯ পর্যন্ত		২০০৯-২০১০		২০১০ -২০১১		মোট	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা	১৩	২২৫	১৪৯১	৪০৪৩	৮৮২	৩৬০৮	২৩৮৬	৭৮৭৬
পরিকল্পনা, নকশা ও বাস্তবায়ন	-	-	৪১৬	১৩৩২	২১১২	৫০৮	২৫২৮	১৮৪০
এলসিএস প্রশিক্ষণ	-	-	৬৯	৩৫৫	১১২৯	৪৩৯৭	১১৯৮	৪৭৬২
পাবসস ব্যবস্থাপনা	-	-	৬৯৪	১৩৯৫	৭৩৩৯	১৩৯২৯	৮০৩৩	১৫৩২৪
পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	-	-	-	-	০৩	৪১	৩	৪১
কৃষি	-	-	৪৭	১১২	৩৩৫	৭৭১	৩৮২	৮৮৩
মৎস্য	-	-	০৮	১১২	০১	১৫৩	৯	২৭৫
পরিবেশ	-	-	১২৬	১১০	১৮৫	১৩৫	৩১১	২৪৫
জেন্ডার ও উন্নয়ন	-	-	১৩৬	১৭৬	৩১৪	৩৪৫	৪৫০	৫২১
সর্বমোট	**১৩**	**২২৫**	**২৯৮৭**	**৭৬৪৫**	**১২৩০০**	**২৩৮৮৭**	**১৫৩০০**	**৩১৭৫৭**

ছক-৪ : সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন

কমিটি	সদস্য সংখ্যা							
	জুন ২০০৯ পর্যন্ত		২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১		মোট	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
পাবসস	৩৬৯	১২০৫	১৪৭২	৩৯৮৬	৪৯৫২	৫	৬৭৯৩	৬৪৭৯৫
পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটি	-	-	৪০	৮০	২৪৬	৭৩৮	২৮৬	৮১৮
সর্বমোট	**৩৬৯**	**১২০৫**	**১৫১২**	**৪০৬৬**	**৫১৯৮**	**৬০৩৪২**	**৭০৭৯**	**৬৫৬১৩**

ছক-৫ : নেতৃত্ব বিকাশ

পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির পদ	নেত্রীস্থানীয় পদে নির্বাচিত নারীর সংখ্যা							
	জুন ২০০৯ পর্যন্ত		২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১		মোট	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি	-	-	-	৮	-	৪৫	-	৫৩
পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য	-	-	২৪	৪৮	১৮০	৩৬০	২০৪	৪০৮
সর্বমোট	-	-	**২৪**	**৫৬**	**১৮০**	**৪০৫**	**২০৪**	**৪৬১**

অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প

২০১০ সালের জানুয়ারিতে তিনটি পাহাড়ী জেলা বাদে দেশের ৬১ জেলায় শুরু হয়েছে অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প । বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি এ প্রকল্পে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সঙ্গে যৌথ ভাবে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট (ইফাদ) । অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পেও জেন্ডার সমতাকরণ এবং উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে আগের প্রকল্পগুলোর মতো ।

জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রম

অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পেও পূর্ববর্তী জাইকা সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের অনুরূপ নারীর কর্মসংস্থান, আত্ম-কর্মসংস্থান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন, নেতৃত্ব বিকাশ এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে নানামুখী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে ।

জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক) কর্মসংস্থান

গরীব, দুঃস্থ ও ভূমিহীনদের জন্য বাঁধ নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ ও মেরামত; খাল খনন, পুনর্খনন ও মেরামত এবং বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি কাজে এলসিএস এর মাধ্যমে সমান মজুরীর এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১১ সালের জুন মাস পর্যন্ত ১৫৭২ জন পুরুষের বিপরীতে ৭১৫ জন নারীর কর্মসংস্থান হয়েছে (ছক-৬: পৃষ্ঠা ৬৮ দ্রষ্টব্য) ।

খ) আত্ম-কর্মসংস্থান

কৃষি ও মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী ও পশু পালনসহ অন্যান্য আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বাড়িয়ে পাবসসের শেয়ার/সঞ্চয় থেকে ২০১১ সালের জুন মাস পর্যন্ত মোট ১০০ লক্ষ টাকা ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে ৪৮ জন সদস্যের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে, যার মধ্যে ১০ জন নারী (ছক-৭: পৃষ্ঠা ৬৮ দ্রষ্টব্য) ।

গ) মানবসম্পদ উন্নয়ন

২০১১ সালের জুন মাস পর্যন্ত কারিগরী বিষয়ে মোট ৬১৮ জন এলসিএস এর সদস্য নারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে (ছক-৮: পৃষ্ঠা ৬৮ দ্রষ্টব্য) ।

ঘ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন

২০১১ সালের জুন মাস পর্যন্ত পাবসস, পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটি, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি এবং এলসিএস হিসেবে যথাক্রমে ৩৮৪১, ৯২, ৪৬ এবং ৭১৫ জন নারী সদস্য হয়েছেন; অর্থাৎ মোট ৪৬৯৪ জন নারী সিদ্ধান্ত গ্রহণে অবদান রেখে চলেছেন, (ছক-৯: পৃষ্ঠা ৬৮ দ্রষ্টব্য) ।

ঙ) নেতৃত্ব বিকাশ

২০১০-১১ অর্থবছরে ৯২ জন নারী পাবসস'র ব্যবস্থাপনা কমিটির বিভিন্ন পদে নির্বাচিত হয়ে সমিতির নেতৃত্ব দিচ্ছেন (ছক-১০: পৃষ্ঠা ৬৮ দ্রষ্টব্য) ।

উপসংহার

অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প (তৃতীয় পর্যায়) এ পাবসস, পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটি, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি এবং এলসিএস হিসেবে নারীদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা হয়েছে । একই সঙ্গে করা হয়েছে নারীর কর্মসংস্থান ও দেয়া হয়েছে প্রশিক্ষণ ।

ক্ষুদ্রকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় এলজিইডি সর্বোচ্চ ১০০০ হেক্টর আবাদি এলাকার বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা নিরসন এবং ভূ-উপরিভাগের পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য পানি সম্পদ অবকাঠামো নির্মাণ করছে । এসব প্রকল্প থেকে দীর্ঘ মেয়াদে সুফল পেতে পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে নারী-পুরুষ সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে । এভাবেই জেন্ডার সমতাকরণে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প অবদান রেখে চলেছে ।

ছক-৬ : কর্মসংস্থান

কাজের ধরণ	কর্মসংস্থান (সংখ্যা)							
	জুন ২০০৯ পর্যন্ত		২০০৯ -২০১০		২০১০-২০১১		মোট	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
ঠিকাদারের মাধ্যমে পানি নিয়ন্ত্রণ ও সেচ অবকাঠামো নির্মাণ	কার্যক্রম শুরু হয়নি				-	-	-	-
এলসিএস এর মাধ্যমে বাঁধ, খাল নির্মাণ					৭১৫	১৫৭২	৭১৫	১৫৭২
পুরাতন উপপ্রকল্পের বাঁধ, খাল ইত্যাদির কার্যক্রম বৃদ্ধি					-	-	-	-
বৃক্ষরোপণ					-	-	-	-
সর্বমোট					৭১৫	১৫৭২	৭১৫	১৫৭২

ছক-৭ : আত্ম-কর্মসংস্থান

কার্যক্রম	আত্ম-কর্মসংস্থান							
	জুন ২০০৯ পর্যন্ত		২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১		মোট	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	-	-	-	-	১০	৩৮	১০	৩৮
ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ (লক্ষটাকা)	-	-	-	-	৩০	৭০	৩০	৭০

ছক-৮ : মানব সম্পদ উন্নয়ন

এলসিএস সদস্যদের কারিগরী প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নারী-পুরুষের সংখ্যা							
	জুন ২০০৯ পর্যন্ত		২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১		মোট	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
অংশগ্রহণকারী	-	-	-	-	৬১৮	১৪৪০	৬১৮	১৪৪০

ছক-৯ : সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন

কমিটি	সদস্য সংখ্যা							
	জুন ২০০৯ পর্যন্ত		২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১		মোট	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
পাবসস	-	-	-	-	৩৮৪১	৭৭২৮	৩৮৪১	৭৭২৮
পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটি	-	-	-	-	৯২	১৮৪	৯২	১৮৪
পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি	-	-	-	-	৪৬	১১৫	৪৬	১১৫
এলসিএস সদস্য	-	-	-	-	৭১৫	১৫৭২	৭১৫	১৫৭২
মোট	-	-	-	-	৪৬৯৪	৯৫৯৯	৪৬৯৪	৯৫৯৯

ছক-১০ : নেতৃত্ব বিকাশ

পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির পদ	নেত্রীস্থানীয় পদে নির্বাচিত নারীর সংখ্যা							
	জুন ২০০৯ পর্যন্ত		২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১		মোট	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি	-	-	-	-	-	২৩	-	২৩
পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য	-	-	-	-	৯২	১৮৪	৯২	১৮৪
সর্বমোট	-	-	-	-	৯২	২০৭	৯২	২০৭

সেচ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম

বিভিন্ন ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত উপ-প্রকল্পের অবকাঠামোসমূহ সঠিক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে কার্যকর রাখা গেলেই কেবল আশানুরূপ উপকার পাওয়া যেতে পারে। এ উদ্দেশ্যে ২০০৪-০৫ অর্থবছর থেকে এলজিইডির জেলা পর্যায়ে রাজস্ব বাজেটভুক্ত পল্লী সড়ক ও কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে প্রাথমিকভাবে সেচ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ শুরু হয়। পরবর্তীতে ২০০৬-২০০৭ অর্থবছর থেকে রাজস্ব বাজেটের আওতায় "সেচ অবকাঠামো কর্মসূচি" নামক কর্মসূচি চালুর মাধ্যমে নিয়মিত অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে। ১.৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়ে শুরু হলেও বর্তমানে তা কয়েকগুণ বেড়েছে।

সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা ইউনিটের মাধ্যমে এ কর্মসূচির আওতায় যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন হয় তাতে নারীর কর্মসংস্থান, আত্ম-কর্মসংস্থান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন এবং নেতৃত্ব বিকাশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়।

জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রম

কর্মসংস্থান: বাঁধ, খাল, পানি নিয়ন্ত্রক ও সেচ অবকাঠামো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কাজে এলসিএস এর মাধ্যমে সরাসরি নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি;

আত্ম-কর্মসংস্থান: প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করে বিভিন্ন আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কাজে নারীর জন্য সুযোগ সৃষ্টি;

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন: অবকাঠামো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এর চাহিদা চিহ্নিতকরণ বা স্কীম নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারীদের সরাসরি অংশগ্রহণ। এছাড়া পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) এবং বিভিন্ন উপ-কমিটিতে কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্যের অন্তর্ভুক্তি; এবং

নেতৃত্ব বিকাশ: স্থানীয় পর্যায়ে যোগ্য নারী নেতৃত্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটি ও বিভিন্ন উপ-কমিটিতে সভাপতি/সেক্রেটারি/কোষাধাক্ষ্য হিসেবে নারীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণ।

জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক) কর্মসংস্থান

২০০৪-২০০৫ থেকে ২০১০-২০১১ অর্থ বছর পর্যন্ত "সেচ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি" এর আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থের মাধ্যমে যে সব রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে তাতে সর্বমোট ১১০৪২ জন নারীর কর্মসংস্থান হয়েছে (ছক-১১: পৃষ্ঠা ৭০ দ্রষ্টব্য)।

খ) আত্ম-কর্মসংস্থান

সমাপ্তকৃত প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) সম্পদ বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা স্থায়ী করার জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০১১ সালের জুন মাস পর্যন্ত মোট ১৪৬০.৯০ লক্ষ টাকা ক্ষুদ্রঋণ দেয়া হয়েছে যার মধ্যে নারীর সংখ্যা ৯৪৮৩ জন (ছক-১২: পৃষ্ঠা ৭০ দ্রষ্টব্য)।

গ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন

অবকাঠামো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এর চাহিদা চিহ্নিতকরণ বা স্কীম নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারীদের সরাসরি অংশগ্রহণ এছাড়াও পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) এবং বিভিন্ন উপ-কমিটিতে কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্যের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। ২০১১ সালের জুন পর্যন্ত বিভিন্ন উপকমিটিতে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত নারীর সংখ্যা ১৩২১০০ জন (ছক-১৩: পৃষ্ঠা ৭০ দ্রষ্টব্য)।

ঘ) নেতৃত্ব বিকাশ

ক্ষুদ্রকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর এর মাধ্যমে সমাপ্তকৃত প্রত্যেক উপ-প্রকল্পের জন্য বিদ্যমান পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির (পাবসস) কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয় সদস্যদের সরাসরি ভোটে। প্রতিটি পাবসসতে এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্য পদ সংরক্ষণ করায় নারী সদস্যদেরও সভাপতি পদে পুরুষের পাশাপাশি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নেতৃত্বে আসার সুযোগ রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে পাবসস'র নেত্রীস্থানীয় পদে ২০১১ এর জুন পর্যন্ত নির্বাচিত নারীর সংখ্যা ২৬ জন (ছক-১৪: পৃষ্ঠা ৭০ দ্রষ্টব্য)।

উপসংহার

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কর্যক্রমকে আরও টেকসই করার জন্য সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতায় যে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, তাতে স্থানীয় জনগণ বিশেষ করে নারীদের সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে কর্মসংস্থান, আত্ম-কর্মসংস্থান, সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্ব বিকাশ ইত্যাদি উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

ছক-১১ : কর্মসংস্থান

প্রকল্পের নাম	কর্মসংস্থান (সংখ্যা)							
	জুন ২০০৯ পর্যন্ত		২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১		মোট	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
বাধঁ, খাল, পানি নিয়ন্ত্রক ও সেচ অবকাঠামো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৬২৫০	১২৫০০	১৬৬৭	৩৩৩৩	৩১২৫	৯৩৭৫	১১০৪২	২৫২০৮
মোট	৬২৫০	১২৫০০	১৬৬৭	৩৩৩৩	৩১২৫	৯৩৭৫	১১০৪২	২৫২০৮

ছক-১২ : আত্ম-কর্মসংস্থান

কার্যক্রম	আত্ম-কর্মসংস্থান							
	জুন ২০০৯ পর্যন্ত		২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১		মোট	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
সমাপ্তকৃত প্রথম ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত সমিতি								
ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	১১০৫৫	২০৭৯১	-৫৪	-১২৬			১১০৫৫	২০৭৯১
ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ (লক্ষটাকা)	১২৭৭.৭৬		১২৭০.৭৭		১২৭০.৭৭		৪৪৩.৫৩	৮৩৪.২৪
সমাপ্তকৃত দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত সমিতি								
ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	-	-	-	-	৯৪৮৩	১৯২৩৪	৯৪৮৩	১৯২৩৪
ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	-	-	-	-	১৪৬০.৯০		১৪৬০.৯০	

ছক-১৩ : সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন

কমিটি	নারীর সংখ্যা							
	জুন ২০০৯ পর্যন্ত		২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১		মোট	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
সমাপ্তকৃত প্রথম ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত সমিতি								
পাবসস	২৭১৪১	৭৬৫৭৯	২৭১৪১	৭৬৫৭৯	২৭১৪১	৭৬৫৭৯	৮১৪২৩	২২৯৭৩৭
পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটি	১১১০	২৪৯০	১১১০	২৪৯০	১১১০	২৪৯০	৩৩৩০	৭৪৭০
পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি	২৮০	১১২০	২৮০	১১২০	২৮০	১১২০	৮৪০	৩৩৬০
উপ-মোট	**২৮৫৩১**	**৮০১৮৯**	**২৮৫৩১**	**৮০১৮৯**	**২৮৫৩১**	**৮০১৮৯**	**৮৫৫৯৩**	**২৪০৫৬৭**
সমাপ্তকৃত দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত সমিতি								
পাবসস	-	-	-	-	৪৩৯৯০	১১০৪৩২	৪৩৯৯০	১১০৪৩২
পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটি	-	-	-	-	১৬১৭	১৯৮৩	১৬১৭	১৯৮৩
পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি	-	-	-	-	৯০০	২৭০০	৯০০	২৭০০
উপ-মোট	-	-	-	-	**৪৬৫০৭**	**১১৫১১৫**	**৪৬৫০৭**	**১১৫১১৫**
সর্বমোট	**২৮৫৩১**	**৮০১৮৯**	**২৮৫৩১**	**৮০১৮৯**	**৭৫০৩৮**	**১৯৫৩০৪**	**১৩২১০০**	**৩৫৫৬৮২**

ছক-১৪ : নেতৃত্ব বিকাশ

পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি	নেতৃস্থানীয় পদে নির্বাচিত নারীর সংখ্যা							
	জুন ২০০৯ পর্যন্ত		২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১		মোট	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
সমাপ্তকৃত প্রথম ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত সমিতি	৫	২৭৫	৬	২৭৪	৭	২৭৩	১৮	৮২২
সমাপ্তকৃত দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত সমিতি	-	-	-	-	৮	২৯২	৮	২৯২
সর্বমোট	**৫**	**২৭৫**	**৬**	**২৭৪**	**১৫**	**৫৬৫**	**২৬**	**১১১৪**

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প

বাংলাদেশে লাগসই ও বর্ষা পরবর্তী শুষ্ক মৌসুমে স্বল্প ব্যয়ের পানি সংরক্ষণ পদ্ধতি প্রর্বতণের প্রচেষ্টা হিসেবে এলজিইডি ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে চীনা বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে পাইলট আকারে কক্সবাজার জেলার বাঁকখালী নদী এবং ঈদগাঁও খালে ২টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করে । পাইলট ভিত্তিতে নির্মিত এ ২টি রাবার ড্যামের বাস্তবায়নের সফলতার ভিত্তিতে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে এলজিইডি শেরপুর জেলার ভোগাই নদীতে তৃতীয় রাবার ড্যাম নির্মাণ করে । এই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে জুলাই' ১৯৯৯-জুন' ২০০৮ মেয়াদে "ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে দশটি রাবার ড্যাম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১০টি জেলার (দিনাজপুর, নাটোর, পঞ্চগড়, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, চট্টগ্রাম, মৌলভীবাজার) ১১টি উপজেলায় ১১টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করে । ফলে প্রতি বছর অতিরিক্ত ৬৬৪৩ হেক্টর জমি চাষাবাদ এবং ৪৬,৩৩০ টন ধান উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে । এতে ১,২৯,০০০ জন-দিবস স্বল্প মেয়াদী কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে ।

এসকল প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত রাবার ড্যামের সুফল অব্যাহত থাকায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে জুলাই' ২০০৯- জুন' ২০১৪ মেয়াদে "খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প" শিরোনামে ১১টি জেলাতে ১২টি রাবার ড্যাম নির্মাণের জন্য একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়, যেখানে বাস্তবায়নকারী সংস্থা তিনটি । প্রস্তাবিত ১২টি রাবার ড্যামের মধ্যে এলজিইডি ৯টি জেলা, যথা- দিনাজপুর, নওগাঁ, লালমনিরহাট, ঠাকুরগাঁও, কুড়িগ্রাম, চট্টগ্রাম, মৌলভীবাজার, বান্দরবান ও খাগড়াছড়িতে ১০টি এবং বিএডিসি ময়মনসিংহ ও সুনামগঞ্জ জেলায় ২টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করবে । প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রতি বছর অতিরিক্ত ১১,০০৬ হেক্টর জমি চাষাবাদের আওতায় আসবে এবং ৩৫,৮০২ টন ধান উৎপন্ন হবে । এতে ২,৬৫,৫১১ জন-দিবস স্বল্প মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে । এ প্রকল্পটিও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের অন্যান্য প্রকল্পের অনুরূপ পাবসস গঠন ও নারী-পুরুষের অংশগ্রহণের বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হয়েছে ।

জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রম

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের আওতায় ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্পে নারীর কর্মসংস্থান, আত্ম-কর্মসংস্থান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন, নেতৃত্ব বিকাশ এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে নানামুখী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে ।

কর্মসংস্থান: রাবার ড্যাম নির্মাণ ও বাঁধ নির্মাণ কাজে ঠিকাদারের মাধ্যমে নির্মাণে মাটির কাজের ক্ষেত্রে নারীর কর্মসংস্থান;

আত্ম-কর্মসংস্থান: প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদনসহ বিভিন্ন আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কাজে নারীর জন্য সুযোগ সৃষ্টি;

মানবসম্পদ উন্নয়ন: পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের দক্ষতাবৃদ্ধি, কৃষি উৎপাদনসহ বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের ওপর প্রশিক্ষণ;

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন: উপ-প্রকল্প চিহ্নিতকরণ বা স্কীম নির্বাচনের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা পর্যায়ে নারীদের সরাসরি অংশগ্রহণ । এছাড়া পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) এবং বিভিন্ন উপ-কমিটিতে কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্যের অন্তর্ভুক্তি; এবং

নেতৃত্ব বিকাশ: স্থানীয় পর্যায়ে যোগ্য নারী নেতৃত্ব গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটি ও বিভিন্ন উপ-কমিটিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ সৃষ্টি ।

জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক) কর্মসংস্থান

প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি । আর এজন্য ঠিকাদারের মাধ্যমে নির্মিত রাবার ড্যাম নির্মাণ কাজে নারীদের কর্মসংস্থান করা হয়েছে । ২০০৯ সালে শুরু হওয়া এ প্রকল্পে ২০১১ সালের জুন মাস পর্যন্ত ৭০ জন নারীর কর্মসংস্থান হয়েছে (ছক-১৫: পৃষ্ঠা ৭৩ দ্রষ্টব্য) ।

খ) আত্ম-কর্মসংস্থান

প্রকল্প এলাকার নারী-পুরুষের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর

করার লক্ষ্যে পাবসস এর মাধ্যমে সৃষ্ট তহবিলে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এজন্য কৃষি ও মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী ও পশু পালনসহ অন্যান্য আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বাড়িয়ে পাবসসের শেয়ার/সঞ্চয় থেকে ক্ষুদ্রঋণ দেয়া হয় উপ-প্রকল্প এলাকার নারী-পুরুষদের। ২০১১ সালের জুন মাস পর্যন্ত কোনও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি।

গ) মানবসম্পদ উন্নয়ন

উপ-প্রকল্প এলাকার নারী-পুরুষের সচেতনতা বৃদ্ধি; নারীর অধিকার ও ভূমিকা এবং নারীর প্রতি প্রচলিত মানসিকতার পরিবর্তন; দক্ষতা বাড়িয়ে আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে নিয়োজিত হয়ে স্বাবলম্বী হওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় প্রকল্প থেকে। এর মধ্যে রয়েছে উপ-প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, পাবসস ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। এছাড়া পরিবেশ, জেন্ডার ও উন্নয়ন এবং আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি ও মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণও পরিচালনা করা হয় প্রকল্প থেকে। ২০১১ সালের জুন মাস পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে মোট ১৬ জন নারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। (ছক-১৬: পৃষ্ঠা ৭৩ দ্রষ্টব্য)।

ঘ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন

সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে এ প্রকল্পে। এরই অংশ হিসেবে উপ-প্রকল্প বাছাই ও বাস্তবায়নে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির (পাবসস) ব্যবস্থাপনা কমিটিতে এবং উপ-প্রকল্প পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গঠিত পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটিতে সদস্য করা হয়েছে এক তৃতীয়াংশ নারীকে। ২০১১ সালের জুন মাস পর্যন্ত পাবসস এবং পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটিতে যথাক্রমে ১০৮ এবং ১৬ জন নারী সদস্য হয়েছেন; অর্থাৎ মোট ১২৪ জন নারী সিদ্ধান্ত গ্রহণে অবদান রেখে চলেছেন, যার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে (ছক-১৭: পৃষ্ঠা ৭৩ দ্রষ্টব্য)।

ঙ) নেতৃত্ব বিকাশ

সমাজ ও দেশ গঠনে নারীকে সম্পৃক্ত করে তাদেরকে পশ্চাৎপদ অবস্থা থেকে তুলে আনতে নারী নেতৃত্ব অপরিহার্য। ক্ষুদ্রকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রত্যেক উপ-প্রকল্পের জন্য একটি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) গঠন করা হয়। এই সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয় সদস্যদের সরাসরি ভোটে। প্রতিটি পাবসসতে এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্য পদ সংরক্ষণ করায় নারী সদস্যদেরও সভাপতি পদে পুরুষের পাশাপাশি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নেতৃত্বে আসার সুযোগ রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে পাবসস'র নেত্রীস্থানীয় পদে ২০১১ সালের জুন পর্যন্ত ১৬ জন নারী পাবসস'র ব্যবস্থাপনা কমিটির বিভিন্ন পদে নির্বাচিত হয়ে সমিতির নেতৃত্ব দিচ্ছেন (ছক-১৮: পৃষ্ঠা ৭৩ দ্রষ্টব্য)।

উপসংহার

প্রতি বছর অতিরিক্ত ১১,০০৬ হেক্টর জমি চাষাবাদের আওতায় নিয়ে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পটি ২০১৬ এর জুন মাসে শেষ হবে। পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারীর অংশগ্রহণের গুরুত্ব অনুধাবন করে ভিন্নধর্মী এ প্রকল্পে জেন্ডার বিষয়টিতে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১১ সালের জুন পর্যন্ত ৭০ জন নারীর কর্মসংস্থান ও ৩২ জন নারীর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ১২৪ জন নারী অবদান রেখেছেন সিদ্ধান্ত গ্রহণে। নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ তৈরী করা হয়েছে ১৬ জন নারীর।

ছক-১৫: কর্মসংস্থান

অবকাঠামো উন্নয়ন	কর্মসংস্থান (সংখ্যা)							
	জুন ২০০৯ পর্যন্ত		২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১		মোট	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
রাবার ড্যাম অবকাঠামো নির্মাণ, বাঁধ নির্মাণ	-	-	-	-	৭০	৬৩০	৭০	৬৩০
মোট	-	-	-	-	৭০	৬৩০	৭০	৬৩০

ছক-১৬: মানব সম্পদ উন্নয়ন

প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নারী-পুরুষের সংখ্যা							
	জুন ২০০৯ পর্যন্ত		২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১		মোট	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
পাবসস ব্যবস্থাপনা	-	-	-	-	১৬	৩২	১৬	৩২
মোট	-	-	-	-	১৬	৩২	১৬	৩২

ছক-১৭: সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন

কমিটি	সদস্য সংখ্যা							
	জুন ২০০৯ পর্যন্ত		২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১		মোট	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
পাবসস	-	-	-	-	১০৮	৪৮০	১০৮	৪৮০
পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটি	-	-	-	-	১৬	৩২	১৬	৩২
মোট	-	-	-	-	১২৪	৫১২	১২৪	৫১২

ছক-১৮: নেতৃত্ব বিকাশ

পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির পদ	নেতৃস্থানীয় পদে নির্বাচিত নারীর সংখ্যা							
	জুন ২০০৯ পর্যন্ত		২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১		মোট	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি	-	-	-	-	০	৮		৮
পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য	-	-	-	-	১৬	৩২	১৬	৩২
সর্বমোট	-	-	-	-	১৬	৪০	১৬	৪০

নারীর জন্য কর্মসংস্থান

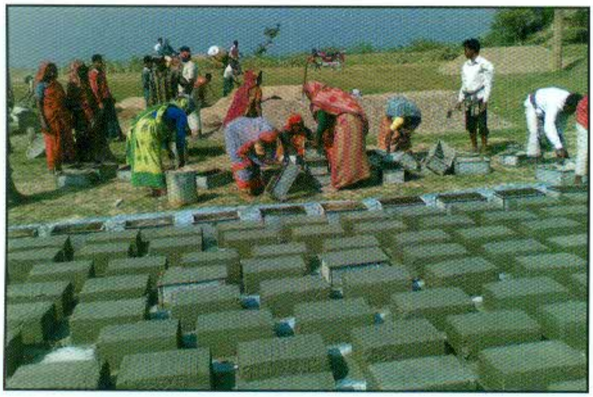

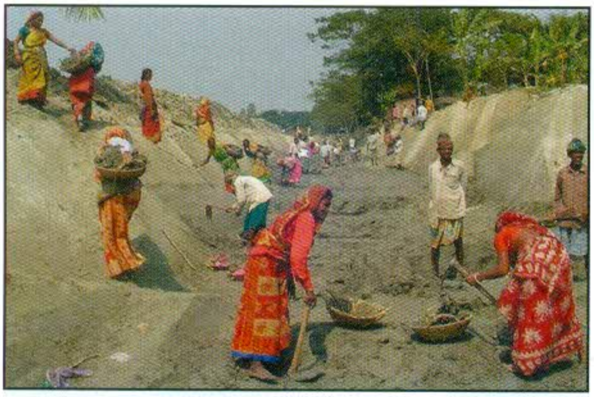

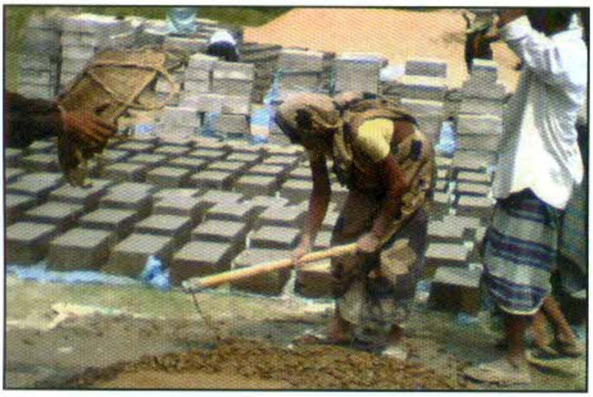

ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান

নারীদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ

জেন্ডার কার্যক্রমের ফলাফল

এলজিইডির পল্লী, নগর ও পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের মোট ১৬টি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত জেন্ডার কার্যক্রমের ২০১০-২০১১ অর্থবছর পর্যন্ত অর্জিত ফলাফল এই অংশে সংযোজিত হলো ।

ফলাফল

এলজিইডির জেন্ডার সমতা কৌশলে অন্তর্ভুক্ত ক্ষেত্রসমূহের আওতায় যেসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, পল্লী, নগর ও পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের ১৬টি প্রকল্পে, প্রকল্পের শুরু থেকে ২০১১ সালের জুন মাস পর্যন্ত সেসব কর্যক্রমের অর্জিত ফলাফল নিচে সন্নিবেশিত করা হলো-

১। কর্মসংস্থান

পল্লী উন্নয়ন সেক্টরের মোট ৯টি প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১১ সালের জুন মাস পর্যন্ত মোট ১০ লক্ষ ৭৬ হাজার ৬৫২ জন গ্রামীণ দুঃস্থ নারীর জন্য বিভিন্ন মেয়াদে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নগর উন্নয়ন সেক্টরের ৩টি প্রকল্পের মাধ্যমে একই সময় পর্যন্ত কর্মসংস্থানকৃত নারীর সংখ্যা ৬ লক্ষ ৬০ হাজার ৫৩৯ জন এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নের ৪টি প্রকল্পের আওতায় কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন ৯৮ হাজার ২১৪ জন নারী।

এলজিইডি মোট ১৬টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১১ সালের জুন মাস পর্যন্ত পল্লী ও নগর অঞ্চলের মোট ১৮ লক্ষ ৩৫ হাজার ৪০৫ জন দুঃস্থ নারীকে স্বাবলম্বী করার প্রয়াসে বিভিন্ন মেয়াদে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এই প্রয়াস বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মসূচি ও জেন্ডার সমতাকরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।

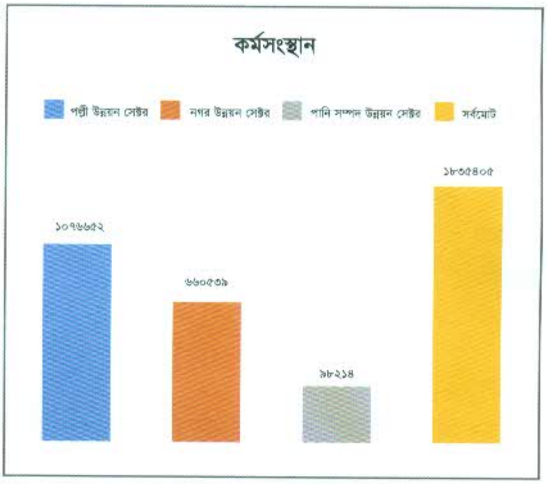

২। আত্ম-কর্মসংস্থান

প্রকল্পের আওতায় কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রাপ্ত নারী এবং সম্পদ স্বল্পতার কারণে যেসব নারীর জন্য কর্মসংস্থান করা যায়নি এমন দুঃস্থ নারীরা যাতে প্রকল্পের মেয়াদশেষে পরনির্ভরশীল হয়ে না পড়ে তার জন্য আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রমের আওতায় পল্লী অঞ্চলের ৩ লক্ষ ৫৮ হাজার ৮৬২ জন, নগর এলাকার ৪ লক্ষ ১৯ হাজার ৭৩৬ জন এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নের আওতায় ২০ হাজার ৫৭২ জন অর্থাৎ সর্বমোট ৭ লক্ষ ৯৯ হাজার ১৭০ জন দুঃস্থ নারীর বিভিন্ন ধরণের আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে এলজিইডি। কর্মসংস্থানের মতো এই কার্যক্রমও বাংলাদেশের দারিদ্র্য হ্রাস ও জেন্ডার সমতায়ণে ভূমিকা রেখে চলেছে।

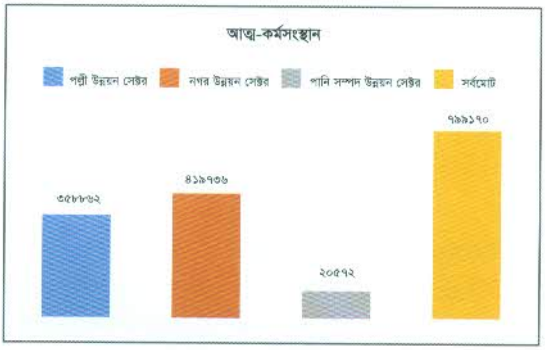

৩। মানব সম্পদ উন্নয়ন

২০১১ সালের জুন মাস পর্যন্ত নারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদে পরিণত করার ক্ষেত্রে এলজিইডির অর্জন পল্লী সেক্টরে ৪ লক্ষ ৯ হাজার ৯৪৯ জন, নগর উন্নয়ন সেক্টরে ৬৩ হাজার ৩২১ জন এবং পানি সম্পদ সেক্টরে ১৫ হাজার ৯৩৪ জন; অর্থাৎ সর্বমোট ৪ লক্ষ ৮৯ হাজার ২০৪ জন প্রশিক্ষিত নারী। প্রশিক্ষিত এসব নারীরা এখন আত্মনির্ভরশীল হয়ে অবদান রাখছেন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে।

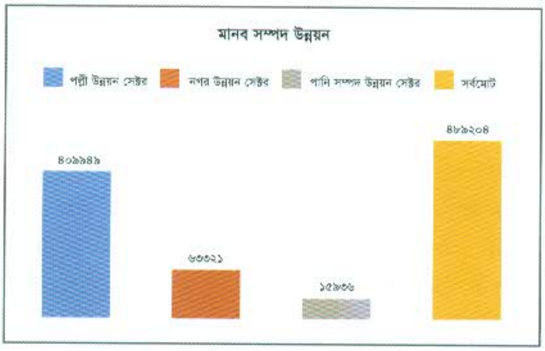

৪। ব্যবসা সহায়ক সুবিধা

বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের নারী বিশেষত দুঃস্থ নারী যারা নিজেদের উৎপাদিত অথবা ব্যবসায়ীদের মত সাধারণ পণ্য যাতে গ্রামীণ হাট বাজারে বিপণনের সুযোগ পায় সেজন্য বিভিন্ন পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১১ সালের জুন পর্যন্ত মোট ১০৮টি বিপণীকেন্দ্রে ৬৪৩টি দোকান নির্মাণ করা হয়েছে এবং ৫৫৬ জন নারীকে ব্যবসা পরিচালনার জন্য দোকান বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

৫। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন

সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে এলজিইডি। এক্ষেত্রে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১১ সালের জুন মাস পর্যন্ত মোট ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৭৩৪ জন নারীর বিভিন্ন কমিটিতে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করেছে। নগর উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৭২ হাজার ৮৮ জন এবং পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে আরও ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ৯১৭ জন অর্থাৎ সর্বমোট ৩ লক্ষ ৬১ হাজার ৬১৭ জন নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করেছে।

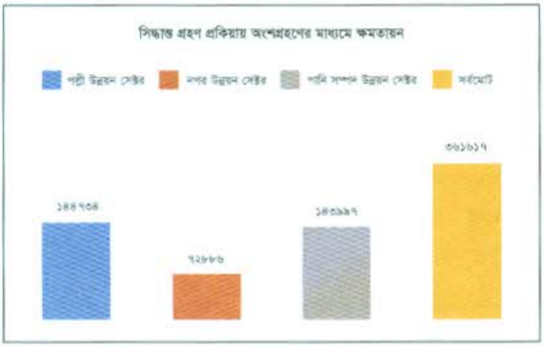

৬। নেতৃত্ব বিকাশ

নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে নারীদের এগিয়ে আনতে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে এলজিইডি ২০১১ সালের জুন মাস পর্যন্ত পল্লী অঞ্চলের ২৪ হাজার ৯০২ জন, নগর অঞ্চলের ৬২ হাজার ১১২ জন এবং পানি সম্পদ প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৩৮ জন অর্থাৎ সর্বমোট ৮৭ হাজার ৩৫২ জন নারীকে নেতৃস্থানীয় পদে অধিষ্ঠিত করতে অবদান রেখেছে।

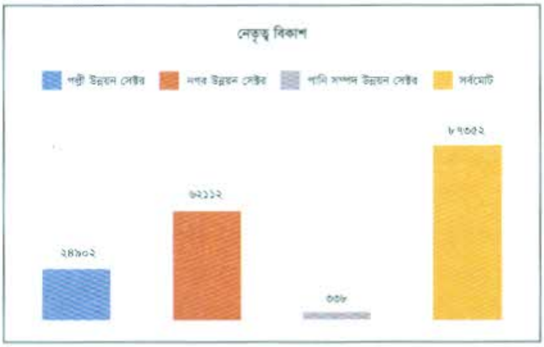

৭। কর্মক্ষেত্রে এবং অন্যান্য স্থাপনায় সহায়ক সুবিধা

কর্মক্ষেত্র ও অন্যান্য স্থাপনায় নারীদের সহায়ক সুবিধা দেয়ার ক্ষেত্রে ২০১১ সালের জুন পর্যন্ত নির্মিত মোট ১১২টি ইউপি কমপ্লেক্সে নারীদের জন্য আলাদা কক্ষ ও টয়লেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া শহর এলাকায় নারীদের জন্য ২৮ হাজার ৫০৯টি টয়লেট নির্মাণ এবং গৃহস্থালী কাজে নারীদের সুবিধার জন্য ৪ হাজার ১৩টি নলকূপ স্থাপন এবং ৪২ হাজার ৩০৫টি উন্নত চুলা বিতরণ করা হয়েছে।

উপসংহার

জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ সরকার নানমূখী প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এমডিজির আটটি লক্ষ্যের মধ্যে অন্যতম প্রধান দুটি লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ এবং জেন্ডার সমতাকরণ ও নারীর ক্ষমতায়ন। এলজিইডি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ এবং জেন্ডার সমতাকরণ ও নারীর ক্ষমতায়ন- এ দুটো লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। এই প্রতিবেদনে ২০১১ সালের জুন পর্যন্ত জেন্ডার সমতাকরণ ও নারীর ক্ষমতায়নের চিত্র তুলে ধরা হলেও এসব কার্যক্রম বর্তমানে চলমান অন্যান্য প্রকল্পেও অব্যহত রয়েছে, যা বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

www.lged.gov.bd